বালাজীরাও।

(ঐতিহাসিক নাটক।)

শ্রীদীনবন্ধু দে—প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

২৩, ঘোষ লেন, কলিকাতা।

শ্রীইন্দুব্রত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
রাজেশ্বরী প্রেস হইতে মুদ্রিত।

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

উৎসর্গ।

—:০:—

যাঁহার শ্রীচরণতলে উপবিষ্ট থাকিয়া বিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ
আভাস উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—অনপেক্ষিত
মুক্ত বায়ুর মত যাঁহার স্নেহ-আশীর্ব্বাদ প্রতি ক্ষণে
অনুভব করিতেছি—সেই পিতার অধিক স্নেহশীল,
মদীয় আচার্য্য—**শ্রীঅক্ষয় কুমার**
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
শ্রীচরণারবিন্দে—

দীনবন্ধু।

নিবেদন।

——:*:——

একুশ বৎসর বয়সে, বাঙ্গলা ১৩২৬ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া বইখানি লিখিতে আরম্ভ করি। শেষ করিতে প্রায় আড়াই মাস সময় লাগিয়াছিল। তদবধি বইখানি বস্তা-চাপা অবস্থাতেই ছিল। এখন দুই একটী অন্তরঙ্গ বন্ধুর অনুরোধে ছাপাইলাম।

যে সময়ের ঘটনা লইয়া বইখানি লিখিত, সে সময় ভারতের সর্ব্বপ্রকার অবস্থাই অতি বিশৃঙ্খল।

আমার শিক্ষা অতি অল্প। তাহার উপর লেখার অভ্যাস কোন দিনই ছিল না। সুতরাং নাটকীয় ভাষা, ভাব ও অপরাপর সৌন্দর্য্য সম্ভার দ্বারা বিজ্ঞ পাঠকগণের মনোরঞ্জন করা আমার সাধ্যাতীত।

সংশোধনের অভাবে বিস্তর ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গেল। সে জন্য ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

সাধারণের উৎসাহ ভিক্ষা করি, ইহাই আমার—নিবেদন।
ইতি ২০শে শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল।

গ্রন্থকারস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

সাহু	...	...	মহারাষ্ট্র অধিপতি
বালাজীরাও	...	...	পেশোয়া।
রাঘব	...	...	ঐ ভ্রাতা।
মলহর	...	...	ঐ সেনাপতি।
মাহদাজী	...	...	ঐ সহকারী।
সদাশিব	...	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ।
রংরাও	...	...	ঐ পারিষদ।
আলিবর্দ্দী	...	...	বাংলার নবাব।
মহম্মদ	...	...	ঐ সেনাপতি।
মিঁয়াজান	...	...	ঐ সহচর।
জগৎশেঠ	...	...	ঐ শ্রেষ্ঠী।
ভাস্কর পণ্ডিত	...	...	বর্গীগুরু।
রঘুজী ভোঁসলা		...	ঐ সর্দ্দার।
অমররাও	...	...	ভাস্করের ভ্রাতুষ্পুত্র
দামোজী	...	...	গাইকোয়ার।

সালাবৎ জঙ্গ	...	...	হায়দ্রাবাদের নিজাম।
আমীর খাঁ	...	...	ঐ সেনাপতি।

মন্ত্রী, কেরামত, নাগরিক, পারিষদগণ, দূতগণ,
সৈনিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

কাশী বাই	...	...	পেশোয়া মাতা।
জয়ন্তী বাই	...	...	কর্ণাট রাজ-মহিষী।
চন্দ্রা বাই	...	...	ঐ কন্যা।
রোশেনা	...	...	আলিবর্দ্দীর কন্যা।
মতিয়া	...	...	ঐ সহচরী।
আশা বাই	...	...	জগৎশেঠের গুরু-কন্যা।

নাগরিকা ও নর্ত্তকীগণ।
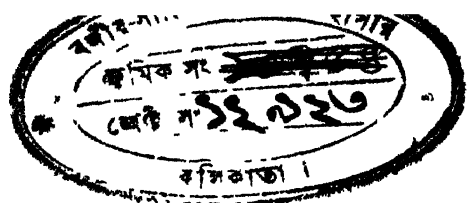
বালাজীরাও।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—কর্ণাট।

কাল সন্ধ্যা।

(পার্ব্বতীয় শিলাতলে শায়িত, চিন্তামগ্ন রঘুজী—)

আজি পড়ে মনে অতীত জীবন।
তুরঙ্গ চালক যবে ছিনু সেতারায়
অনাহারে কাটিয়াছে কত দিন।
ক্রমে দারিদ্রের তীব্র নিষ্পেষণে
উচ্চ সাধ জাগিল এ মনে-
বসিবারে দিল্লী-সিংহাসনে।
স্থির লক্ষ্যে ধীরপাদে হ'নু অগ্রসর;
অদৃষ্ট সংগ্রামে ক্রমে করি জয়লাভ,
লভিলাম ক্ষুদ্র এক বেরার প্রদেশ।
কিন্তু হায়! অতি নীচ, স্বার্থপর মানবের মন--
পেশোয়ার সহিল না উন্নতি আমার।

অনর্থক যুদ্ধ তরে হইল প্রস্তুত।
জানি পরাজয়,
নিজ দেশে পলাইল গর্ব্বিত পামর।
এই ভাবে কিছুদিন হল অবসান।
অবশেষে নিয়তির কঠোর-পীড়নে
বাজীরাও ত্যজিল সংসার,
কর্ণাট হইল আমার।
এবে অবশিষ্ট দিল্লী-অভিযান
লভিবারে সম্রাটের ময়ুর-আসন।
কিন্তু সদা ভাবি মনে--
ভাগ্যলক্ষ্মী যদি নাহি সুপ্রসন্না হন,
পতন নিশ্চয়।

(ভাস্করের প্রবেশ)

ভাস্কর। পতন অসম্ভব।

রঘুজী। একি! গুরু দেব! আপনি এখানে?

ভাস্কর। বৎস! এই ক্ষণিক-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর।

রঘুজী। এ দৌর্ব্বল্য নয় গুরুদেব! এ সত্য। যখন আমি কর্ণাট অধিকার করে রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখলুম যে আমার অনুচরেরা অন্তঃসত্ত্বা কর্ণাট মহিষীকে বল-পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করতে উদ্যত, আমি তাদের নিরস্ত কল্লুম। তখন সেই রমণী--আমার দিকে ফিরে বল্লে "নারীর উপর অত্যাচার কি রঘুজী ভোঁসলার বীরত্বের

শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ?” আমি তখন তার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে বল্লুম, “না রমণী ! রঘুজী কখনও নারীর উপর অত্যাচার করে না। এ তার স্বেচ্ছাকৃত পাপ নয়”। কিন্তু সেই পতিহারা সাধ্বী ক্ষমা কল্লে না। দেখতে দেখতে তার সেই বিষাদোজ্জ্বল মুখ খানা মধ্যাহ্ন-ভাস্করের ন্যায় রক্ত-বর্ণ হয়ে উঠ্‌লো, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হতে লাগলো, দৃষ্টি স্থির হয়ে এল। গুরুদেব ! তখন তাকে দেখে বোধ হ'ল যেন মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা বিশ্বগ্রাস কর্‌তে উদ্যতা। তারপর সেই রমণী দলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জে উঠে বল্লে, “সাবধান, যে প্রপীড়িতা রমণীর শোকাশ্রুর উপর আজ কর্ণাটের সিংহাসন স্থাপন করে—রঘুজীর উত্থান, আবার সেই প্রতিহিংসা পরায়ণার হৃদয় শোণিতেই রঘুজীর পতন।

ভাস্কর। হোক্ পতন ক্ষতি কি ? তাই বলে পুরুষত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে পঙ্গুর মত নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়।

রঘুজী। কিন্তু গুরুদেব ! স্বপনে সেই অশরীরী বাণী ভৈরব নিনাদে, আবার জাগরণে অন্তরাত্মা আমার হৃদয় দ্বারে আঘাত করে সমস্বরে বল্‌ছে “রঘুজীর পতন”। গুরুদেব ! তাই এই ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য।

ভাস্কর। রঘুজী ! এ চিত্তচাঞ্চল্য তোমার সাজেনা। ভয় কি বৎস ! যার কৌশলে আজ তুমি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, ভারতে ধূমকেতু সদৃশ যে বর্গীদলের আজ তুমি

নেতা, সেই বর্গীদলের সৃষ্টিকর্ত্তা ভাস্কর পণ্ডিত, তোমার দীক্ষাগুরু, আজ অভয়-বানীর সহিত বল্‌ছে, বৎস! অগ্রসর হও।

রঘুজী। ক্ষমা করুন গুরুদেব! এ চিত্তচাঞ্চল্য আর আমার হৃদয়ে স্থান পাবে না। আপনার অভয়-বানী আমি দৈব-বানীর মত গ্রহণ করেছি, হৃদয়ের লুপ্ত তেজ ফিরিয়ে পেয়েছি। আপনার সম্মুখে, আপনার পদতলে তরবারি রেখে পাদস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, 'হয় উত্থান—নয়—আত্ম বিসর্জ্জন'।

ভাস্কর। উত্তম। কিন্তু আবার যে দিন তুমি অত্যাচার করে রমণীর রোষাগ্নিতে পতিত হবে, স্মরণ থাকে যেন, সেই দিন রঘুজী ভোঁসলার নাম ভারত হতে বিলুপ্ত হবে।

[প্রস্থান]

রঘুজী। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে হৃদয়ে কি যেন একটা নূতন আশা, নূতন উদ্যম দেখা দিয়াছে। ইচ্ছা হচ্ছে আমার এই মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত বর্গী-সৈন্য নিয়ে ভারত-গগন হতে উল্কার মত খসে পড়ি, একবার চেষ্টা করে দেখি রঘুজী ভোঁসলার ভাগ্যাকাশ উজ্জ্বল হয় কিনা।

(অমরের প্রবেশ)

অমর। সর্দ্দার!

রঘুজী। কেও অমর! সংবাদ কি?

অমর। বাংলার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ চৌথ আদায় বন্ধ করেছে।

রঘুজী। গুরুদেব একথা শুনেছেন ?

অমর। না। পিতৃব্য এখন বিশ্রাম কর্চ্ছেন, সেই জন্য এখনও তাঁকে বলা হয় নি।

(ভাস্করের পুনঃ প্রবেশ)

ভাস্কর। সম্মুখে অসংখ্য কার্য্য বর্ত্তমান। এখন বিশ্রামের অবসর কোথায় বৎস ?

রঘুজী। এই যে, গুরুদেব! আলিবর্দ্দী চৌথ আদায় বন্ধ দিয়েছে।

ভাস্কর। অকস্মাৎ এরূপ কর্ব্বার কারণ কি বুঝতে পেরেছ ?

রঘুজী। না গুরুদেব।

ভাস্কর। অমর! তুমি কিছু বুঝেছ ?

অমর। আমার বোধ হয় পেশোয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধিই এর প্রধান কারণ।

ভাস্কর। ঠিক।

রঘুজী। গুরুদেব! আপনি কি তবে মনে করেন যে আলিবর্দ্দী আমাকে চৌথ বন্ধ করে বালাজীকে চৌথ দেবে ?

ভাস্কর। ভুল বুঝেছ বৎস। আলিবর্দ্দী কাহাকেও চৌথ দিতে স্বীকৃত নয়।

রঘুজী। তবে

ভাস্কর। তবে শোন বৎস! পেশোয়া-শক্তিই এখন ভারতে প্রধান। তাই নবাব তাঁর সাহায্যে আমাদের দূর করে দিয়ে, পরিশেষে পেশোয়াকেও চৌথ হতে বঞ্চিত কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্বে।

রঘুজী। তা'হলে উপায় ?

ভাস্কর। উপায়, বাংলায় অভিযান।

অমর। খুড়ো মশাই! আবার কি আমাদের বঙ্গ আক্রমণ করতে হবে ?

ভাস্কর। নইলে আলিবর্দ্দীর মতন ব্যক্তিকে ভয় দেখিয়ে চৌথ আদায়ের চেষ্টা বৃথা।

রঘুজী। কিন্তু আলিবর্দ্দী যদি এখন বালাজীর সাহায্য পায় তা'হলে তো আমাদের সব চেষ্টা নিষ্ফল হবে।

ভাস্কর। নবাবের সে আশা দুরাশা। পেশোয়া এখন সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত।

রঘুজী। সম্রাটের সঙ্গে এ বিবাদের কারণ কি ?

ভাস্কর। সম্রাট বালাজীকে মালবের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করেছে, তাই এই যুদ্ধের সূত্রপাত।

রঘুজী। গুরুদেব! এই অবসরে যদি আমরা সম্রাটের সঙ্গে যোগদান করে পেশোয়া শক্তিকে খর্ব্ব করতে পারি তাহলে বোধহয় আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'তে পারে।

ভাস্কর। মূর্খ! এই উন্নতশীল পেশোয়া শক্তিকে খর্ব্ব করতে সামান্য বর্গী সর্দ্দার তো দূরের কথা, ভারতের সমগ্র শক্তি, সে মহাশক্তির সম্মুখীন হ'তে পার্ব্বেনা, স্রোত মুখে বালু-বন্ধনীর ন্যায় ভেসে যাবে। তাই বলছি বৎস! এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর।

রঘুজী। কিন্তু গুরুদেব!—

ভাস্কর। পেশোয়া শক্তিকে পরীক্ষা করতে যদি তোমার কৌতুহল হয়ে থাকে, তাহলে প্রস্তুত হও রঘুজী। সে সুযোগ তোমার উপস্থিত হবে। কিন্তু মনে রেখ সেই দিন তোমার উত্থান-পতনের কেন্দ্র, তোমার জীবন-মরণের সন্ধিস্থল। সেই মহা পরীক্ষায় যে দিন উত্তীর্ণ হবে, সেই দিন রঘুজী ভোঁসলা ভারত-বিজয় কর্বে।

রঘুজী। গুরুদেব। আপনার আশীর্ব্বাদে রঘুজী সে বীরত্বের অভিমান বজায় রাখবে।

ভাস্কর। উত্তম। এস অমর।

[ভাস্কর ও অমরের প্রস্থান]

রঘুজী। বালাজী। এখন তুমিই আমার লক্ষ্য; তোমার দর্প চূর্ণ করাই আমার মূল মন্ত্র। যদি একদিনের জন্যও তোমার ঐ উন্নত মস্তককে এই বর্গী সর্দ্দারের সম্মুখে অবনত করতে পারি, সে দিন বুঝ্‌বো—রঘুজী ভোঁসলার জীবনে একটা মহান্ উদ্দেশ্য সফল হ'ল, সেই দিন রঘুজী নিজেকে গুরুর শিষ্য বলে পরিচয় দিতে পার্বে। কিন্তু জানিনা সে বীরত্বের পরীক্ষায় কে জয়ী হবে। তুমি না আমি। পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, মহারাষ্ট্র চক্রের নেতা পেশোয়া বালাজীরাও, না, গুরুর অনুগামী নিঃসহায় রঘুজী ভোঁসলা।

— ঃ*ঃ —

দ্বিতীয় দৃশ্য—বনমধ্যস্থ কুটীর।

কাল অপরাহ্ন।

জয়ন্তী ও চন্দ্রা।

চন্দ্রা। হ্যাঁ মা যখনই তোকে জিজ্ঞাসা করি তখনই তা বলে ভুলিয়ে দিস্। আজ কিন্তু বল্‌তেই হবে। আমার বাবা কোথায় বলনা মা।

জয়ন্তী। তিনি স্বর্গে আছেন। অভাগিনীকে একা ফেলে রেখে চলে গেছেন। (ক্রন্দন)

চন্দ্রা। কাঁদছিস্ কেন মা? তোর কান্না দেখলে আমারও যে চোখে জল আসে। (মার চক্ষু মুছাইয়া) হাঁ মা বাবাও কি এই বনে থাক্‌তেন?

জয়ন্তী। তিনি -হাঁ তিনিও এই বনে থাক্‌তেন। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

চন্দ্রা। ওকি! তুই বল্‌তে বল্‌তে অমন করে উঠ্‌লি কেন মা?

জয়ন্তী। না মা, ও কিছু নয়।

চন্দ্রা। না, তুই আমার কাছে সব লুকোচ্চিস সত্য করে বল্‌না মা।

জয়ন্তী। সে সব কথা আর আমায় বল্‌তে বলিস্‌নি।

চন্দ্রা। না মা, তোকে বলতেই হবে।

জয়ন্তী। তবে শোন। তোর বাবা গরীব ছিলেন না।

চন্দ্রা। তবে কি ছিলেন মা ?

জয়ন্তী। কর্ণাটের রাজা ছিলেন।

চন্দ্রা। তারপর—

জয়ন্তী। তারপর রঘুজী ভোঁসলা

চন্দ্রা। রঘুজী ভোঁসলা কে মা ?

জয়ন্তী। বর্গীদের নাম শুনেছিস্ ?

চন্দ্রা। বর্গীদের নাম এ রাজ্যে কে না শুনেছে মা ! কিন্তু তারা তো ডাকাত।

জয়ন্তী। হ্যাঁ ডাকাত ; আর রঘুজী সেই ডাকাতদের সর্দ্দার।

চন্দ্রা। হ্যাঁ মা রঘুজী তারপর কি কর্ল্লে ?

জয়ন্তী। রঘুজী আমাদের দেশে ডাকাতি কল্লে।

চন্দ্রা। তারপর।

জয়ন্তী। তারপর—তারপর। তারপর আর বল্‌তে পাচ্ছিনা মা চন্দ্রা !

(চন্দ্রার কাঁধে মাথা রাখিয়া ক্রন্দন)

চন্দ্রা। এ কি মা ! তুই আবার কাঁদ্‌ছিস্ ? থাক্, আর তোকে সে সব কথা বল্‌তে হবে না। তুই চুপ কর মা ! তোর কান্না দেখে আমারও চোখ ফেটে জল আস্‌ছে।

জয়ন্তী। না মা আর কাঁদবো না। (চক্ষু মুছিয়া) চন্দ্রা আজ মালা গাঁথিস্ নি ?

চন্দ্রা। না মা ! মালা গাঁথি, আর রোজ রোজ শুকিয়ে যায়। আচ্ছা মা ফুলের মালা ভাল, না, সোণার মালা ভাল ?

জয়ন্তী। সোণার মালা ভাল।

চন্দ্রা। কেন ?

জয়ন্তী। শুকিয়ে যায় না।

চন্দ্রা। কিন্তু গন্ধ নেই। যার গন্ধ নেই, তার আবার আদর কিসের ?

জয়ন্তী। সন্ধ্যা হয়ে গেল। মা চন্দ্রা! তুই এখানে একটু বোস্, আমি সন্ধ্যা দিয়ে আসি।

চন্দ্রা। আচ্ছা যাও, কিন্তু শীঘ্র করে এস।

[জয়ন্তীর প্রস্থান]

চন্দ্রা। (কিয়ৎক্ষণ পরে) কি করি, একলা তো ভাল লাগে না একটা গান গাই।

গীত—

ফুল হাসি দিয়ে ব্যথা ঢেকনা।
কি আশার আশে এসেছ জগতে
কানে কানে আমায়—বলনা॥
তোর গভীর উদার ম্লান দৃষ্টি জানায় মরম-বেদনা
কি করিব বল্ তোর তরে সই কি তোর মনের বাসনা॥
ফুল তো সবাই ভালবাসে ভাই—
গড়ে যে কে তাতো দেখেনা;
বুঝি পাঠালে তোমায় তাই দয়াময়
জাগাতে জীবের চেতনা॥

সমীরে সমীরে বিলায়ে বাস
গাহিছ বিশ্বে তারই যশঃ
বল না লো। সই সে জন কেমন
যার ধ্যানে তুমি মগনা ॥

——ঃ০ঃ——

তৃতীয় দৃশ্য—নবাব-সভা।

কাল প্রভাত।

আলিবর্দ্দী, জগৎশেঠ, মহম্মদ, মিঁয়াজান।

জগৎ। নবাব! আজ আপনাকে এত বিমর্ষ দেখছি কেন?

আলি। শেঠজী। এর অনেক কারণ আছে। মনে করে ছিলুম, খোদার নাম জপ করতে করতে নির্ব্বিবাদে ইহ সংসার পরিত্যাগ করব। কিন্তু আল্লা তা করতে দিলেন না। এতদিন ধরে বঙ্গ শাসন কর্চ্ছি এক দিনের জন্য কাহারও অসন্তোষভাগী হইনি। শান্তি-দেবী এতকাল আমার অঙ্কশায়িনী ছিলেন। কিন্তু আজ দেখছি তিনি বিরূপা। আজ যেন আমার বোধ হচ্ছে, ঘরে বাহিরে চারিদিকে শত্রু। তার উপর ঐ ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-মহারাষ্ট্র-

মূষিক ; এই অস্তাচলগামী মোগল-রবিকে লজ্জা দিবার জন্য যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের অত্যাচারের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার কর্ণ বধির হয়ে যাচ্ছে।

জগৎ। আপনার ন্যায় ব্যক্তির সামান্য মহারাষ্ট্র-মূষিকের ভয়ে চুপ করে থাকা, অত্যন্ত লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই।

আলি। শুধু কি তাই। এই ইংরাজ-বণিক-প্রভাব যেরূপ ধীরে ধীরে বঙ্গদেশে বিস্তৃতি লাভ কর্চ্ছে, তাতে মনে হয়, যে, একদিন এই ইংরাজ শক্তিই বঙ্গদেশের—শুধু বঙ্গদেশের কেন, সমগ্র ভারতের ভাগ্যাকাশ গ্রাস কর্ব্বে। কিন্তু কি কর্ব্ব, বৃদ্ধ হয়েছি। আর এ বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধ-বিগ্রহে সাধ নাই। তাই শেষ সময় খোদার নাম কর্ব্বার জন্য মক্কা যাবার ব্যবস্থা কর্চ্ছি।

জগৎ। একি বল্‌ছেন জাঁহাপনা! প্রজারা আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করে, আপনিই তাদের একমাত্র রক্ষক। জানতে পারি কি জাঁহাপনা! আপনার সেই সন্তান-তুল্য প্রজাগণকে, কোন্ অবিচারী পাষণ্ডের হাতে অর্পণ কর্ব্বেন, আর কোন্ অপরাধেই বা আমাদের এই শস্য-শ্যামলা রত্ন-প্রসূ বঙ্গভূমিকে পরের হাতে সঁপে দিচ্ছেন? নবাব! এখনও সময় আছে, এখনও একবার জেগে উঠুন। সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় একবার নবোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। দেখবেন, আবার

সেই লুপ্ততেজ ফিরে আস্‌বে। সে তেজ সহ্য কর্‌তে না পেরে মহারাষ্ট্র-মূষিক আপনা হ'তে মাথা হেঁট কর্ব্বে। জাঁহাপনা! একবার জেগে উঠে দুঃখিনী বঙ্গ-জননীর মর্য্যাদা রক্ষা করুন, আপনার ভাবী-বংশধরগণের ভাগ্যভূমি হ'তে অমঙ্গল-আশঙ্কা বিদ্রোহ-শোণিতে ধৌত করে দিন।

আলি। তুমি ঠিক বলেছ শেঠজী! আমি বৃদ্ধ হলেও পিতা, প্রজাপালক, রাজ্য রক্ষক। আমার পুত্রসম প্রজাগণকে নিরাশ্রয় অবস্থায় কার হাতে সপেঁদিয়ে যাব, আমার এত সাধের বঙ্গসিংহাসনই বা কে রক্ষা কর্ব্বে। না তা হবে না। আমি এ বিদ্রোহ দমন কর্ব্ব। শেঠজী! নগরে ঘোষণা ক'রে দাও যে, আমি আর এখন মক্কায় যাবনা। বিদ্রোহ দমন না হওয়া পর্য্যন্ত এই খানেই থাক্‌বো।

শেঠজী। ভগবান আপনার সহায় হউন।

[কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান]

আলি। মহম্মদ, এ বিদ্রোহ দমন কর্ত্তে আমি তোমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি।

মহম্মদ। অধীনের প্রতি জাঁহাপনার অসীম অনুগ্রহ (কুর্ণিশ)

(অকস্মাৎ বর্গীদূতের প্রবেশ)

দূত। জাঁহাপনা! আমার এ অনধিকার প্রবেশের জন্য আমায় মার্জ্জনা করুন। নতুবা—পরে, শূলের ব্যবস্থা।

উপস্থিত এই পত্র পাঠ করে সত্বর ইহার জবাব দিউন।

আলি। প্রহরীর উপর প্রহরী ভেদ করে তুমি কিরূপে এখানে উপস্থিত হলে? তারা নিদ্রিত না মৃত! কিরূপেই বা তুমি ঐ বিশাল দুর্গ-প্রাকার ও পরিখা পার হলে? (পত্র গ্রহন করিয়া পাঠ করিতে লাগিল।)

মিঁয়া। সাগর ডিঙ্গিয়েছে জনাব! সাগর ডিঙ্গিয়েছে। আকৃতিটা, আর শূণ্য হ'তে সভার মাঝখানে লাফ দেবার ভঙ্গিমাটা একবার দেখলেন না!

মহম্মদ। (স্বগতঃ) জাল যতই বড় হোক্‌না, পাহাড়ী-ইন্দুর সে জাল কাট্‌বেই কাট্‌বে। তোমার মত সুপ্ত সিংহের নাসিকায় প্রবেশ করতে কতক্ষণ। নবাব! যতক্ষণ না মৃত্যু শিরোদেশে উপস্থিত হয় ততক্ষণ সুখে নিদ্রা যাও।

মিঁয়া। (জনান্তিকে) না বাবা, সেনাপতি মহাশয়ের রকমটা বড় ভাল বোধ হচ্ছেনা। উনি যে রকম করে জাঁহাপনার দিকে তাকিয়ে বিড়ির-বিড়ি সুরু করেছেন তাতে বোধহয় জাঁহাপনার ঘাড়ে ভূত এসে চাপ্‌লো বলে। আর ছাই জাঁহাপনাকে ভূতে পাবে না তো পাবে কাকে? সকাল থেকে যে রকম তর-বেতরের আস্‌তে সুরু কর্ল্লে তাতে আমারই গা ছমছম্‌ কর্চ্ছে। আজকের দিনটা যে ভালয় ভালয় কাট্‌বে এমন তো আমার মনে হয় না। যা হোক্‌ বাবা, আড়াল থেকে সেনাপতি মহাশয়ের বিটুলেমিটা

দেখতে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে জাঁহাপনা! হুকুম হয়তো একবার—এখনও পর্য্যন্ত প্রাতঃকৃত্যটা—বুঝেছেন কি না।

[মিঁয়াজানের প্রস্থান]

আলি। ভাস্কর পণ্ডিতকে বোলো যে, যদি না তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বঙ্গ পরিত্যাগ করেন তা'হলে মহা অনর্থ ঘট্‌বে। এই অবৈধ আক্রমণের জন্য বার বার তাঁকে ক্ষমা করা হয়েছে। কিন্তু এবার তাঁর শাস্তি প্রাণদণ্ড, স্মরণ থাকে যেন।

দূত। উত্তম। আমার অনধিকার প্রবেশের জন্য—

আলি। আমি তোমার সাহস ও কৌশলে, প্রাণভিক্ষা দিলুম।

দূত। তবে আসি নবাব! সেলাম।

[দূতের প্রস্থান]

মহম্মদ। জনাব! অপরাধীকে শাস্তি দিলেন্ না যে?

আলি। না বৎস! দূত অবধ্য। উপরন্তু ওর দ্বারা অনেক শিক্ষা হল। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা, প্রহরীদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই মহারাষ্ট্র-দূত।

জগৎ। সত্য জাঁহাপনা।

আলি। মহম্মদ? আমার এ ঘোর দুর্দ্দিনে, এ প্রবল বিদ্রোহ দমন কর্‌তে, তুমিই আমার প্রধান সহায়। তোমার রণ-নৈপুণ্য আমার অবিদিত নাই। তোমারই বাহুবলে আলিবর্দ্দীর প্রতাপ এখনও পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন রয়েছে।

বৎস! তুমি না গেলে এ যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প।

মহম্মদ। জাঁহাপনা! আপনার আদেশ পালন কর্‌তে প্রভুভক্ত মহম্মদ প্রয়োজন হয়তো প্রাণ দেবে। কিন্তু জাঁহাপনা---

আলি। কিন্তু বলে চুপ কর্লে কেন বৎস! কি বলবে বল।

মহম্মদ। (স্বগতঃ) সুপ্ত অভিলাষ জাগি উঠে হৃদি মাঝে।

কল্য কল্য
কত কল্য হয়েছে অতীত
অতীতের অন্যতম নিবিড় গুহায়।
বড় সাধ ছিল মনে,
অঙ্ক-লক্ষ্মী হবে মোর রোশেনা সুন্দরী।
পরে, উপযুক্ত অবসরে,
বাংলার সিংহাসন করি অধিকার
আনন্দে যাপিব দিন।
কিন্তু হায়!
আশা নাহি মিটিল আমার।
আশা, মরীচিকা, ভাগ্য-মরুমাঝে।
আজি উত্তম সুযোগ, এই অবসরে,
হতভাগ্য নবাবের করি সর্ব্বনাশ,
অভিলাষ অবশ্য পূরাব।
অগ্রে বুঝি নবাবের মন।

(প্রকাশ্যে) জাঁহাপনা তব কন্যা হোক্ মম যোগ্য উপহার

আলি। আরে মূঢ় !
উচ্চ সাধ নীচ মনে !
জম্বুক হইয়া চাও লভিতে সিংহিনী
বানর হইয়া চাও মুকুতার হার !
ছিলি পথের কুক্কুর—
পুত্র সম পালিনু যতনে !
ছিলি সামান্য জহুরী—
উচ্চপদ করিনু প্রদান,
এই বুঝি প্রতিদান তার !
নরাধম ! দূর হও সম্মুখ হইতে—
এই দণ্ডে ত্যজি রাজ্য,
যাও চলি যথা ইচ্ছা হয় !

মহ। অহো !
অপমানে জ্বলে যায় প্রাণ,
মৃত্যু শ্রেয়ঃ হীন-বাণী হ'তে !
না-না-প্রতিহিংসা জ্বলে হৃদিমাঝে,
আকাশ, ভূধর ব্রহ্মাণ্ড হও চূর্ণ,
বিকলা হওগো মহী—
কক্ষচ্যুত হও দিবাকর !
মূর্খ নবাব ! কালসর্প দংশিয়াছে শিরে তোর,
বৈদ্য কি করিতে পারে আয়ুহীন জনে ?
মূঢ়মতি ! প্রতিশোধ দিব তোর

উপযুক্ত অবসর, বাধুক সমর
গগনে উদিতে দাও মহারাষ্ট্র রবি,—
সেই তেজে মজাইব নবাব সংসার
বাংলা করি ছারখার নিভাইব মনের অনল।

[বেগে প্রস্থান]

আলি। শেঠজি; মহম্মদের ব্যবহারে আজ আমি মর্ম্মাহত। আজ হ'তে আমি শিখলুম যে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে নাই, দুর্ব্বলকে রক্ষা কর্ত্তে নাই! কারণ সে যদি কখনও সবল হয়ে, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে, তাহ'লে আগে সে আশ্রয়-দাতা রক্ষককে গ্রাস কর্ত্তে উদ্যত হয়।

জগৎ। জাঁহাপনা! আর ওরূপ বিশ্বাসঘাতকের নামোচ্চারণ করে জিহ্বা কলঙ্কিত কর্ব্বেন না। ঈশ্বরের উপর ফলাফল নির্ভর করে, কার্য্যস্রোতে গা ঢেলে দিন দেখবেন, ভগবান আপনার দিকে মুখ তুলে চাইবেন।

আলি। বেশ, তবে তাই হোক।

[সকলের প্রস্থান]

(হামাগুড়ি দিয়া চারিদিক চাহিতে চাহিতে মিঁয়াজানের—
প্রবেশ, উঠিয়া)

মিঁয়া। ও বাবা, এর ভেতর এত! এরই মধ্যে সেনাপতি মহাশয়ের প্রেমের তুফান যে, উথলে উঠলো দেখছি! কি জানি বাবা, আমরা মূখ্যু সুখ্যু মানুষ, অত প্রেমের

ধার ধারিনা ! আহা ! খোদার কি সূক্ষ্ম বিচার, তিনি অনেক ভেবে চিন্তে, এই মেয়ে মানুষ জাতটাকে, একটা নূতন রকম ছাঁচে গড়ে, দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এই মেয়ে মানুষ চিজ টা আর প্রেমের আস্‌নাই জিনিষটা যদি না থাকত তা'হলে খুন, গুমি, চুরি, জাল, জুয়াচুরি, বাটপাড়ি সব একধার থেকে বন্ধ হয়ে যেতো, আর রাজা মহাশয়দের ও বিচার্য্য অভাবে, চুপ করে বসে থেকে থেকে বাতে ধত্তো ! তা'হলে এ হতেই প্রমাণ যে খোদার রাজ্যেও বিচার আছে ! দেখদিকিনি, এই ভয়ানক জীবটাকে, কেমন সুন্দর ভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন ভাল-মানুষের তাল গাছ ! খোদা ! বলিহারি যাই তোমার বুদ্ধিকে, আর তোমার সেই ছাঁচকে, যা থেকে সর্ব্বঘটে বিরাজময়ী এমন রমণী রত্নও তৈরী হয় ! যা'হোক বাবা, ভাঁটা পড়ে গিয়ে এখন আছি ভাল। কিন্তু সেনাপতি মশায়ের ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে হচ্ছে ! এখনতো পায় পায় এগিয়ে পড়া যাক্।

—:০:—
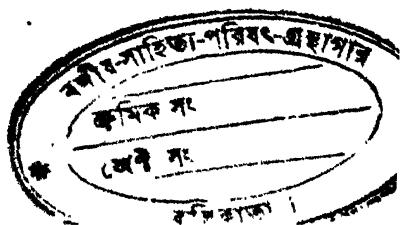
চতুর্থ দৃশ্য—রামগড় শিবির।

কাল—অপরাহ্ন।

ভাস্কর ও অমর।

অমর। খুড়ো মহাশয়, আর কত দিন আমাদের এখানে অপেক্ষা কর্ত্তে হবে?

ভাস্কর। বেশী দিন নয়। নবাবের কাছ থেকে দূত ফিরে এলেই, আবার আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

অমর। আপনি কি বুঝ্‌ছেন, নবাব আমাদের দূতকে ফিরিয়ে দেবে?

ভাস্কর। নিশ্চয়ই।

(বর্গীদূতের প্রবেশ)

ভাস্কর। কি সংবাদ? নবাবের কাছে উপস্থিত হ'য়ে আমার পত্র দিয়েছিলে?

দূত। হাঁ প্রভু!

ভাস্কর। কি উত্তর পেলে?

দূত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বঙ্গ পরিত্যাগ না কর্লে, আমাদের মহা অনিষ্ট হবে।

ভাস্কর। মূর্খ! ভাস্কর পণ্ডিত ফিরে যাবার জন্য বঙ্গ আক্রমণ কর্ত্তে উপস্থিত হয়নি। তারপর—

দূত। তারপর নবাব গর্ব্বিত ভাবে উত্তর কর্লে "ভাস্কর পণ্ডিতকে বলো এবার তার শাস্তি প্রাণদণ্ড"। গুরুদেব!

তখন আমার ইচ্ছা হ'ল বর্গীর বাহুতে কতশক্তি একবার তার পরিচয় দিয়ে আসি। কিন্তু আমি দূত মাত্র, গুরুদেব! তাই আলিবর্দ্দীর এ পদাঘাত আমায় নীরবে সহ্য কর্ত্তে হয়েছে।

ভাস্কর। কিন্তু আলিবর্দ্দীর এ ঔদ্ধত্য অসহ্য! যত শীঘ্র সম্ভব তার এ দর্প চূর্ণ করতে হ'বে। অমর! সৈন্যদের বলে দাও যেন এই মুহূর্ত্তে এখানকার সমস্ত শিবির তুলে ফেলা হয়।

অমর। এখন কোথায় যাবেন ঠিক কর্চ্ছেন?

ভাস্কর। এখান থেকে বিশ ক্রোশ দূরে আর একটা জঙ্গল আছে। সেখানে বাসোপযোগী স্থানও পরিষ্কার করা আছে। তুমি এখনই সমস্ত সৈন্য নিয়ে সেখানে শিবির স্থাপন করগে। আমি শীঘ্রই তোমার সঙ্গে মিলিত হব। যাও, আর বৃথা বাক্যে সময় নষ্ট কর্ব্বার অবসর নাই, এই মুহূর্ত্তে অগ্রসর হও।

অমর। যে আজ্ঞা।

[অমর ও দূতের প্রস্থান]

ভাস্কর। আলিবর্দ্দী খাঁ! ভেবেছ ভয় দেখিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে বঙ্গ আক্রমণ হ'তে বিরত কর্ব্বে! ভেবেছ, ভাস্কর পণ্ডিতের পর বর্গীশক্তি পরিচালনা কর্ব্বার আর কেউ নেই, তাই তার প্রাণদণ্ড কর্ত্তে চাও! কিন্তু নির্ব্বোধ তুমি, তাই জান না, ভাস্কর পণ্ডিত আজ স্বহস্তে যে বৃক্ষ

রোপণ করে গেল, একদিন সেই বৃক্ষের ফলই, তোমার জীবনকে বিষময় করে তুলবে। আর যদি জানতে, ভাস্কর পণ্ডিতের প্রকৃতি অন্য উপাদানে নির্ম্মিত, সে তোমার মত শক্তিহীন নবাবকে তৃণ অপেক্ষা তুচ্ছ জ্ঞান করে, আজ তা'হলে এ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে নিজের অমঙ্গলকে স্বেচ্ছায় ডেকে নিয়ে আসতে না। আলিবর্দ্দী! ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণদণ্ডে বাংলায় শান্তি স্থাপিত হবে না, বরং অত্যাচারের প্রবল স্রোতে তাকে ছেয়ে ফেলবে। যে মুহূর্ত্তে ভাস্কর পণ্ডিতের শোণিত-বিন্দু মৃত্তিকা স্পর্শ কর্ব্বে, সেই মুহূর্ত্তে দেখবে, রঘুজী ভোঁসলার ভ্রুকুটী-কুটিল-ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি, আর সঙ্গে সঙ্গে সহস্র বর্গী-বীরের ভৈরব নিনাদে একটা বিরাট ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে, তোমার ঐ ক্ষুদ্র শক্তিকে মাটীর নীচে বসিয়ে দেবে, অল্পপ্রাণ আলিবর্দ্দীর প্রাণ-বায়ু মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে।

——:০:——

পঞ্চম দৃশ্য—রাজোদ্যান।

কাল—সন্ধ্যা।

রোশেনা ও মতিয়া।

মতি। সাজাদি! সত্যিই কি তুমি শীকারে যাবে?

রোশে। হ্যাঁ মতি! অনেক দিন পরে আজ আবার শীকারে যেতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

মতি। আচ্ছা, সেখানে তোমার বাঘ-ভাল্লুক দেখে ভয় হয় না ?

রোশে। ভয় কিসের ? তারাও জানোয়ার, আর আমরাও জানোয়ার—কিন্তু, এই মানুষ-জানোয়ারটাকে সবাই ভয় করে।

মতি। কিন্তু তোমার বাবা তোমায় যেতে দেবেন কি ?

রোশে। কেন মতি! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাবাকে কি কোন কথা বল্‌তে শুনেছিস ?

মতি। না, তা কখনও শুনিনি বটে। কিন্তু সাজাদি! তুমি গেলে, আমি এখানে একলা থাক্‌তে পার্ব্বনা। আমাকেও তোমার সঙ্গে নিতে হবে।

রোশে। কিন্তু তুই যে ঘোড়ায় চড়তে জানিস্ না।

মতি। তুমি কি করে জান্‌লে ?

রোশে। আমি তো তোর মত ভালবাসার কথা নিয়ে ঘরে বসে থাকি না। কেন মতি! তুই কি জানিস না, আমি বাবার সঙ্গে কতবার শীকারে গেছলুম ?

মতি। তা জানি। আচ্ছা সাজাদি, যদি না রাগ করতো একটা কথা বলি।

রোশে। তোর কথায় আবার রাগ কি ? কি বল্‌বি বল্ না।

মতি। আচ্ছা সাজাদি! তুমি কি কাউকে ভালবাস না ? তোমার কি কাউকে বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছা হয় না ?

রোশে। বিয়ে! সাদি! সাদিতো পুরুষের বাঁদী ? মতি! তুই কি বল্‌তে চাস্, যে প্রাণ, যে আশা সমস্ত পৃথিবীর

উপর খেলা করে বেড়াতে চায়, ছার পুরুষকে নিয়ে সে প্রাণ সন্তুষ্ট হবে? তুই জানিস্ মতি, আমি কে? আমি নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর কন্যা। কত শত আমীর ওমরাহ আমার প্রেমের জন্য পাগল, কিন্তু মতি, এ হৃদয়-দুর্গ এক দিনের জন্যও জয় কর্ত্তে পারেনি। আচ্ছা মতি, তুই কি কাউকে ভালবাসিস্, নইলে এত কথা জিজ্ঞেস্ কচ্ছিস কেন?

মতি। আমি জানি না। (অন্যদিকে মুখ ফিরাইল)

রোশে। ও! আমার উপর রাগ হয়েছে বুঝি?

মতি। হবেনা তো কি। আমি তোমায় এক কথা বল্‌তে গেলুম তুমি আমায় দশ কথা শুনিয়ে দিলে। এতে কার না রাগ হয় বলতো।

রোশে। ঘাট মান্‌ছি, আর কখনও বল্‌বো না। এখন, যা জিজ্ঞেস্ কল্লু'ম বল্।

মতি। কি?

রোশে। কি! ন্যাকা, যেন কিছুই জানেন না। এখন ন্যাকামী রেখে, কাকে ভালবাসিস্ তাই বল্।

মতি। বাসতুম্ একজনকে।

রোশে। একজন নয়তো কি, আমি বল্‌ছি দু-দশ জন। কা'কে তাই বল্।

মতি। আমি—আমি উপকারীকে ভালবাসতুম। মনে করেছিলেম তাঁরই দেওয়া প্রাণ, তাঁকেই প্রত্যুপকার স্বরূপ দান কর্ব্ব।

রোশে। একশো বার। সে দিন কিন্তু বল্‌তে বল্‌তে বাদ পড়ে গেছে। আজ, তোর 'তাঁর' কথা বল্‌তেই হবে।

মতি। তবে শোন। সেই কাল তুফানে পীরের আস্তানা ভেসে গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে ফকীর পিতা নদীগর্ভে ডুবলেন, আর আমি ডুবি ডুবি, এমন সময় সেই সুন্দর যুবক নদীতে ঝাঁপ দিলেন। তারপর অতি কষ্টে সাঁতরে এসে আমাকে ধরলেন। সেই কাল-তরঙ্গ-বক্ষে ধরাধরি করে দুজনে কত ডুবলুম, কত ভাসলুম। তারপর অনেক কষ্টে তিনি আমাকে নিয়ে তীরে উঠলেন। তীরে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মূর্চ্ছিত হয়ে তাঁর কোলে পড়ে গেলুম। তারপর কি হ'ল আমি কিছুই জানিনা। যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখলুম যে আমি নদীতীরে একা পড়ে আছি। এমন সময় নবাব সাহেব দেখতে পেয়ে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। সে আজ তিন বৎসরের কথা; কিন্তু বোন, এখনও তাকে ভুলতে পারিনি। নদীবক্ষের উপর তাঁর সেই অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি মনে পড়ে আর নয়ন জলে আমার বুক ভেসে যায়। (ক্রন্দন)

রোশে। কাঁদিস্‌নি বোন, কেঁদে আর কি হবে বল্‌। সব কথাইতো বল্লি, কিন্তু নামটী কি বল্‌না ভাই, কে সে?

মতি। নাম জানিনা। যখনই তাকে মনে পড়ে তখনই গান গাই, তাতেই শান্তি পাই।

গীত—

কো হি সো ম্যায় ক্যায়সে পছানি
সো হি চান্দ হামে চকোরিণী ॥
সো হি হ্যায় গুল্—
হাম হি বুল্ বুল্
সো হি সূরয হাম কমলিনী ॥
সো হি হ্যায় শ্যামা
হাম হি পরবনা
সো হি জলদ হাম চাতকিনী ॥

রোশে। কি মতি! তুই যে একেবারে বিরহে হাবুডুবু খাচ্চিস্ এতটা বিরহ সইলে হয়।

মতি। ঠাট্টা রাখ সাহাজাদি! নবাব সাহেব আস্‌ছেন।

(আলিবর্দ্দীর প্রবেশ)

আলি। রোশেনা!

রোশে। একি বাবা, আজ আপনার মুখ এত ভার কেন?

আলি। মা! আজ ক্রোধের বশে একটা কাজ করে ফেলেছি

রোশে। কি করেছেন বাবা?

আলি। মহম্মদকে রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত করেছি।

রোশে। কেন কর্লেন বাবা, সেনাপতির অপরাধ কি গুরুতর?

আলি। হ্যাঁ মা গুরুতর। যখন সেই পাষণ্ড রাজ সভার মধ্যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমারই কন্যার পাণি প্রার্থনা কর্লে, তখন রাগে আমার—চারিদিক অন্ধকার হয়ে

এলো, আত্মমর্য্যাদায় আমার শির উন্নত হয়ে উঠলো, আমি—তাকে বাংলা হ'তে নির্ব্বাসিত কর্ল্লু'ম।

রোশে। আপনি নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর উপযুক্ত কাজ করেছেন।

আলি। কিন্তু মা—

রোশে। এর ভিতর আবার কিন্তু কি বাবা? যে আপনার বেতন ভোগী একজন সামান্য সেনাপতি মাত্র, সে যদি আপনারই দুহিতার পাণি 'পীড়ন' কর্ত্তে চায়, তা'হলে কি বাবা, আপনি আপনার আদরের কন্যা রোশেনাকে হাসিমুখে তার হাতে সঁপে দিতে পারেন, না সেই বর্ব্বরের ধৃষ্টতা আপনার কাছে মার্জ্জনীয় হতে পারে?

আলি। না মা, তাই আজ মহম্মদকে এ নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ কর্ত্তে হ'ল। এখন চল মা সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

রোশে। আপনি যান বাবা, আমি এখনই মতিকে নিয়ে যাচ্ছি।

[আলিবর্দ্দীর প্রস্থান]

চল্ মতি, আমরা বাগানটা ঘুরে যাই, ওকি! মতি! গাছের আড়ালে কি যেন নড়ছে না!

(মহম্মদের প্রবেশ, রোশেনা অন্য দিকে মুখ ফিরাইল)

মহ। নবাব-নন্দিনী! কি সুখ-স্বপনে তুমি রয়েছ বিভোরা?
কি দেখিছ উদাস নয়নে নভঃ পানে?
ঐ চাঁদ, চাঁদের পশ্চাতে ঐ কাল মেঘ খানি?
অনিমেষে চেয়ে আছ চাঁদ পানে,

তথাপি কি মিটিলনা তৃপ্তি নয়নের ?
চাঁদ কি এতই ভাল লেগেছে তোমার ?
বারেক করহ এবে দৃষ্টি বিনিময়,
সতৃষ্ণ-ভিক্ষুক তব অতিথি দাঁড়ায়ে,
পিপাসিত জনে প্রেম বারি দানে, কর প্রাণ দান।
নবাব-নন্দিনী ! প্রেমময়ী রোশেনা আমার !
বহুদিন হতে সাধ ছিল মনে,
তব সম নারী রত্নে অর্পিব হৃদয় !
এ হৃদয় ক্রুর বটে কর্ত্তব্য পালনে,
কিন্তু বালা যেন মনে—
চিরদিন প্রেমপাশে মাগে পরাজয় !
কিন্তু তুমি কি বেসেছ বালা ?
নিমেষের তরে, তুমি কি দিয়েছ কভু হৃদয় তোমার ?
দিয়ে থাক যদি,
সার রত্নটুকু হৃদয়ে আমার—
তবে, চল বালা, যথা প্রকৃতি দিয়েছে কোল,
মিষ্ট ফল, জুড়াইতে ক্ষুধানল,
পথিকের পিপাসা মিটাতে
নির্ঝরিণী ঝর ঝর যথা—
সেই দেশে যাব দোঁহে
রব সুখে দোঁহা আলিঙ্গনে,
এক বৃন্তে দুটী ফুল সম।

রোশে। অসম্ভব আশা তব।

নহে, ভেবেছ কি মনে—

যেই বাহু উত্তোলিত পিতৃশিরে মম

সেই করে কর দান করিবরে আমি,

এতই কি হীনমতি আলিবর্দ্দী-সুতা ?

শোন মহম্মদ—

নির্ব্বাসিত তুমি এবে নবাব আদেশে

তথাপি রাজ-আজ্ঞা করিয়ে হেলন

প্রবেশিয়া তস্কর সমান—

প্রভু-কন্যার অপমান করিয়াছ তুমি।

মহ। সাজাদি !

অপরাধী আমি—

ভুজপাশে বন্দী মোরে কর প্রাণেশ্বরী !

রোশে। সাবধান মহম্মদ !

জীবনের সাধ থাকে যদি তব—

ঘাতকের কর হতে

রক্ষিবারে চাহ যদি আপনার প্রাণ—

দ্রুতগতি এইস্থান কর পরিহার,

রমণীর কৃপাদত্তপ্রাণ লয়ে—

কর গিয়া জীবন যাপন !

আয় মতি !

[রোশেনা ও মতির প্রস্থান]

মহ। মূর্খ মহম্মদ !
স্থির ভাবে কি দেখিছ আর—
এখনও টুটে নাই অলীক স্বপন—
এখনও কি মোহঘোর ভাঙ্গেনি তোমার !
তুচ্ছ স্বার্থে অন্ধ হয়ে, ভুলিলে কি সব—
মান মর্য্যাদা, এককালে দিলে বিসর্জ্জন !
খোদা !
এরই তরে কি আসিলাম সুদূর পারস্য হতে ?
অবহেলে নদী গিরি করি অতিক্রম
প্রবেশিনু ভারত মাঝারে ?
কিবা আশে এসেছিনু,
হলো কিবা ফলোদয়—
অপমান হল মাত্র সার !
হায় ! হতভাগ্য দুর্ব্বলা রমণী,
হিতাহিত না করি বিচার—
স্বেচ্ছায় কালসর্পে তুই করিলি আহ্বান,
এবে নিজ কর্ম্মফলে ভুঞ্জিবি সত্বর !
রোশেনা !
চেয়ে দেখ্, অদৃষ্ট আকাশে তোর,
পূর্ণ ঘনঘটা, কালছায়া করিছে বিস্তার
স্বপ্নরাজ্য হৃদিমাঝে লয়ে আছিনু লুকায়ে এতদিন,
আজি শেষ তার !

সাক্ষী থেক আকাশে চন্দ্রমা
গ্রহরাজি যে যথায় আছ শূন্য পথে—
থেক সাক্ষী করিনু প্রতিজ্ঞা,
স্বহস্তে জ্বালিব বহ্নি বঙ্গভূমি মাঝে।
বাড়বাগ্নি সমতেজে করে প্রজ্বলিত—
ছার খার করে দিব নবাব আসন

[বেগে প্রস্থান]

(মিঁয়াজানের বৃক্ষ হইতে অবতরণ)

মিঁয়া। দেখলে, খুন খারাপিটা কিসে হয় দেখলেত; সাধে কি বলেছিলুম বাবা, যে মেয়ে মানুষ একটা ভয়ানক চিজ্! যো খায়া ও পস্তায়া, যো নেহি খায়া ওবি পস্তায়া। সেনাপতিটা বেশ পস্তেছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও। তা না হলে কি মিঁয়াজান হেন লোক, ভূরি ভোজন ছেড়ে সেনাপতিটার পেছনে দিন রাত ঘুরে ঘুরে, শরীরটাকে দুর্ব্বল করে ফেলেছে। কিন্তু সেনাপতি মহাশয়ের আক্কেলটা দেখলে? যে রকম ঝেড়ে ফুড়ে উঠে তেড়ে বেরিয়েছেন, তাতে বোধ হয় বিশ কি পঁচিশ হাতের মধ্যেই হোঁচট্ খেতে হবে আর না খেলেই বা চলবে কেন? চাঁদতো একবারে দে দৌড় দে দৌড়—কিন্তু বুঝছেন না যে আমি তা'হলে পেছিয়ে পড়ব, কাজেই হোঁচট্ খেতেই হবে।

—:০:—
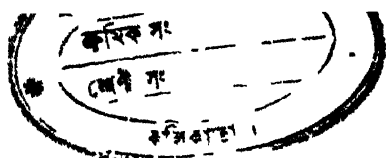
দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—পুনা-রাজসভা।

কাল— প্রভাত

সাহু, বালাজী, মলহর, মাহদাজী, সভাসদগণ।

সাহু। সর্দ্দারগণ! তোমাদের ভূতপূর্ব্ব পেশোয়া, কর্ম্মবীর মহানুভব বাজীরাও অকালে রোগ-শয্যায় প্রাণত্যাগ করেছেন। তোমাদের এ জাতীয়-অভ্যুত্থানের তিনিই একমাত্র কারণ, সে জন্য আমরা সকলেই তাঁর কাছে ঋণী। আজ আমি তাঁর সুযোগ্য পুত্র বালাজীরাওকে পেশোয়া-পদে অভিষিক্ত করবার জন্য তোমাদের অনুমতি প্রার্থনা করি।

মলহর। মহারাজ! মহাত্মা বাজীরাও আমার একমাত্র আশ্রয়দাতা। তাঁর অনুগ্রহেই আজ আমার এ সৌভাগ্য। তিনি যদি না দয়াপরবশে আমাকে সৈনাপত্য প্রদান করতেন, তাহলে ভারতের হোলকার বংশ আজ চির অন্ধকারে ডুবে থাকতো। আমি তাঁর পুত্র বীরবর বালাজীরাওয়ের অভিষেক সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করছি।

মাহ। মহারাজ! মহাপ্রাণ বাজীরাও আমার পিতার প্রতি-পালক; তাঁর কৃপাদৃষ্টি ব্যতিরেকে ভারতের সিন্ধিয়া-বংশ আজ ইতিহাসে স্থান পেতনা। যে উদারচেতা, নিজের শাসন দক্ষতায় দেশের ও দশের কল্যাণ-সাধন করে গেছেন; যে মহামতি, আত্মমর্য্যাদা রক্ষার্থে, দেশের গৌরব-রক্ষার্থে, মহারাষ্ট্র-জাতির সুনাম-রক্ষার্থে—আপনার বিরুদ্ধে, নিজামের বিরুদ্ধে, এমন কি প্রবল-প্রতাপ সম্রাটের বিরুদ্ধে—এক অসহায়া রমণীকে আশ্রয়-দান করে চিরস্মরণীয় হয়ে গেছেন, আমি সেই ধর্ম্মবীর বাজীরাওয়ের উপযুক্ত-পুত্রের পেশোয়াপদ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

সভা-গণ। আমরাও বালাজীরাওয়ের আধিপত্য অবনতমস্তকে স্বীকার কর্ল্লুম।

সাহু। উত্তম। আজ তবে আমি তোমাদের অনুমতি অনুসারে বালাজীকে পেশোয়াপদে অভিষিক্ত কর্ল্লুম। আসুন বালাজি! আমি স্বহস্তে আপনার মাথায় সম্মান-মুকুট পরিয়ে দিই। (মুকুট পরাইয়া) আর এই নিন্ আমার মোহরাঙ্কিত সনন্দ; আজ হতে আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা আপনাকে দান কর্ল্লুম।

সকলে। জয়, পেশোয়া বালাজীরাওয়ের জয়।

সাহু। আসুন পেশোয়া, আপনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে এ বৃদ্ধকে রাজকার্য্য হতে অব্যাহতি দিন। (বালাজীর

সিংহাসনারোহণ) আজ থেকে আমি আবার নিশ্চিন্ত হলুম। আজ সেই ক্ষণজন্মা পুরুষের অপরিসীম ঋণের কিঞ্চিৎ পরিশোধ হ'ল।

[সাহুর প্রস্থান]

বালাজী। সর্দ্দারগণ! তোমাদের ইচ্ছার সপক্ষে, তোমাদেরই উপর নির্ভর করে, আজ আমি এ পেশোয়াপদ গ্রহণ কর্ল্লুম। মহামান্য হোলকার! বীরশ্রেষ্ঠ সিন্ধিয়া! তোমরা প্রভুর পার্শ্বদেশে অবস্থিত থেকে এতকাল তাঁকে বুক দিয়ে রক্ষা করে এসেছ। তোমাদের প্রভুভক্তি ব্যতীত তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে এতদূর উন্নত হতে পার্ত্তেন না, আর পেশোয়ার এ প্রবল প্রতিপত্তিও আজ অক্ষুণ্ণ থাক্‌তো না। আশাকরি, তাঁর পুত্র তোমাদের সে হৃদ্যতা ও প্রভুভক্তি হতে বঞ্চিত হবে না।

মলহর। মহারাজ! আপনার পিতার সহিত এতকাল যে সম্বন্ধ বজায় রেখে এসেছি, আপনার কাছেও সে সূত্রে মলহর আজীবন বদ্ধ থাক্‌বে।

মাহদাজী। পেশোয়া! আমার স্বর্গগত পিতৃদেব চিরকাল প্রভুর কার্য্যেই ব্রতী ছিলেন। আজ হতে আমিও সে ব্রত গ্রহণ কর্ল্লুম। এই সভা মধ্যে দাঁড়িয়ে, মহাদেওয়ের নামে আজ শপথ কর্চ্ছি যে, যতদিন মাহদাজীর হাতে অস্ত্রধারণের ক্ষমতা থাক্‌বে; ততদিন সে নিজের রক্ত দান করে পেশোয়ার মর্য্যাদা রক্ষা কর্ব্বে।

বালাজী। তোমাদের প্রভুভক্তির পরিচয়ে আমি সন্তুষ্ট। সর্দ্দারগণ! আমার মৃত পিতা, পেশোয়া বাজীরাও, হোল্‌কারকে সৈনাপত্য এবং সিন্ধিয়াকে সহকারী পদ প্রদান করে বলেছিলেন "আজ হতে তোমরা বংশ-পরম্পরায় এ সম্মান লাভ কর্ব্বে।" আজ আমি তাঁরই নিয়োগানুসারে মলহরকে সৈনাপত্য এবং মাহদাজীকে সহকারী পদ প্রদান কর্ল্লু‌ম। মলহর রাও! আজ হতে তুমি আমার সমস্ত সৈন্যভার গ্রহণ করে আমার রাজ-কার্য্যের সহায় হও।

মলহর। মহারাজ! আপনার কার্য্যভার আমি অবনত শিরে গ্রহণ কর্চ্ছি।

বালাজী। মাহদাজী! আজ হতে তুমি আমার পার্শ্বচর রূপে সকল কার্য্যে আমার সহায়তা কর্ব্বে।

মাহদাজী। পেশোয়া! এ মহৎ সম্মানলাভে মাহদাজী কৃতার্থ। কিন্তু আমি নিতান্তই অনুপযুক্ত। তথাপি আপনার স্নেহাতিশয্যে যে সম্মান-সূত্রে আজ সিন্ধিয়া-হৃদয় আবদ্ধ হল, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন কার্য্যক্ষেত্রে সে সম্মানের উপযুক্ত পরিচয় প্রদান কর্ত্তে পারি।

বালাজী। বন্ধুগণ! এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য নিজাম। নিজাম উল্‌মুল্কের মৃত্যুর পর, তার পুত্র হায়দ্রাবাদের সিংহাসন অধিকার করে পেশোয়াকে কর দিতে অস্বীকার করেছে। তাকে দমন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

মলহর। মহারাজ! নিজামের ন্যায় প্রতাপশালী শাসনকর্ত্তার শক্তি অঙ্কুরেই খর্ব্ব করা উচিত; কারণ অবসর পেলে সে শক্তি পেশোয়ার মহানিষ্ট সাধন কর্ব্বে।

বালাজী। উত্তম। মাহজাদী, এই মুহূর্ত্তে নিজাম-সভায় দূত পাঠিয়ে তার শেষ অভিলাষ অবগত হও।

মাহদাজী। পেশোয়ার আদেশ শিরোধার্য্য।

১ম সভা। মহারাজ সাহু আগেই তার কাছে দূত পাঠিয়েছেন।

বালাজী। মহারাষ্ট্র-অধিপতির এ উপকারে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্চ্ছি। তা'হলে দূত ফিরে এলেই আমাদের কর্ত্তব্য স্থির হয়ে যাবে।

মল। আর নিজাম যদি দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়?

বালা। দূতের অপমান কর্ত্তে নিজাম সাহসী হবে না।

২য় সভা। না মহারাজ। সালাবৎ অহঙ্কারী। সে নিজেকে বীর বলে স্পর্দ্ধা করে।

বালা। তাই যদি হয়, তবে বালাজীরাও তরবারির মুখে সে অপমানের উপযুক্ত প্রতিদান দেবে।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। পেশোয়ার জয় হউক! মহারাজ! হায়দ্রাবাদ থেকে দূত ফিরে এসেছে।

বালা। তাকে এখানে নিয়ে এস।

[প্রহরীর প্রস্থান, দূতকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ]

বালা। দূত! সংবাদ কি?

দূত। মহারাজ—

বালা। একি ! তুমি বল্‌তে ইতস্ততঃ কর্চ্ছো যে ? সে পাপিষ্ঠ যদি তোমায় কোন গর্হিত বলে থাকে, আমি অভয় দিচ্ছি, তুমি—নিঃসঙ্কোচে সমস্ত প্রকাশ করে বল।

দূত। মহারাজ ! আমি নিজাম সভায় উপস্থিত হয়ে, চৌথের কথা উল্লেখ করা মাত্র সে উত্তর কল্লে, "হায়দ্রাবাদের নিজাম মহারাষ্ট্রকে কর দিতে বাধ্য নয়। সে পেশোয়া শক্তিকে পদাঘাত করে। পুনরায় যদি মহারাষ্ট্র-দূত তার কাছে উপস্থিত হয় তাহলে, সালাবৎ জঙ্গ তাকে কুক্কুর দিয়ে খাওয়াবে।"

মাহ। অসহ্য ! পেশোয়া অনুমতি করুন, এই মুহূর্ত্তে মাহদাজী সিন্ধিয়া সসৈন্যে হায়দ্রাবাদে উপস্থিত হয়ে পেশোয়ার অপমানের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়ে আসুক।

বালা। স্থির হও মাহদাজী ! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বালাজীরাও সভামধ্যে দাঁড়িয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছে, সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়োনা ! কিন্তু সকলই সময় সাপেক্ষ্য। (দূতের প্রতি) সালাবতের এ স্পর্দ্ধার কারণ কি, গোপনে সে বিষয় অনুসন্ধান করেছিলে ?

দূত। না মহারাজ ! তবে জনশ্রুতিতে প্রকাশ যে নিজাম পণ্ডিচেরীতে যাতায়াত কর্চ্ছে।

বালা। নিজাম তা'হলে ফরাসীদের সাহায্য পেয়েছে। তাইত—(চিন্তা)

মল। আদেশ করুন মহারাজ! যুদ্ধে অগ্রসর হই।

বালা। যুদ্ধ অনিবার্য্য; কিন্তু এ যুদ্ধে তোমাদের কাহাকেও যেতে হবে না।

মল। তবে কি আপনি একা যাবেন?

বালা। না, আমি এ যুদ্ধে রাঘব ও সদাশিবকে পাঠাব।

মল। মহারাজের উদ্দেশ্য?

বালা। উদ্দেশ্য, হায়দ্রাবাদ-জয় নয়—

মল। তবে?

বালা। নিজামকে বাধা দেওয়া মাত্র।

মল। এরূপ কর্ব্বার কারণ জানতে পারি কি?

বালা। কারণ, ইতিপূর্ব্বে মালবের ন্যায্য-অধিকার গ্রহণ করে আমি সম্রাটের ক্রোধ-দৃষ্টিতে পতিত হয়েছি। এই অবসরে সম্রাট যদি আমার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়, তাহলে কি উপায়ে তার গতিরোধ কর্ব্ব। সেই জন্যই এ যুদ্ধে তোমাদের পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পার্চ্ছি না।

মাহ। যে শক্তি নিয়ে সম্রাট একদিন পেশোয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ কর্ত্তে পাত্তেন, আহম্মদসা দুরাণির বার বার ভারত আক্রমণে সম্রাটের সে শক্তি চূর্ণ হয়ে গেছে।

বালা। তারপর, রঘুজী ভোঁসলা। কর্ণাট জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে রাজ্য-লিপ্সা বলবতী হয়ে উঠেছে। সে এখন সর্ব্বত্রই নিজের প্রতিপত্তি স্থাপনের চেষ্টা কর্চ্ছে। এরূপ

অবস্থায় হায়দ্রাবাদ জয় আমি যুক্তিসিদ্ধ বলে বিবেচনা করি না।

মল। কিন্তু এই অবসরে নিজাম যদি প্রবল হয়ে উঠে ?

বালা। তবে কি তুমি বল্‌তে চাও মলহররাও, যে পেশোয়া দুর্ব্বল করে অস্ত্র ধারণ করেছে। হোলকার! যে হস্ত একদিন সম্রাটকে মালব ত্যাগ কর্‌তে, আর সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে—বাধ্য করেছিল, সামান্য নিজামের শক্তি-সঞ্চয়ে—পেশোয়ার সে হস্ত দুর্ব্বল হবে না। তোমরা নিশ্চিন্ত হও, আমি এই মূহুর্ত্তে রাঘবকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছি।

- :০: —

দ্বিতীয় দৃশ্য—আলিবর্দ্দীর শয়ন কক্ষ।

কাল—রাত্রি।

নিদ্রিত- আলিবর্দ্দী।

(নিঃশব্দে মহম্মদ ও কেরামতের প্রবেশ)

মহম্মদ। এই যে মূর্খ নবাব অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আলিবর্দ্দী খাঁ! ঘুমাও, মনের সাধে ঘুমাও। তোমাকে ঘুমাবার অনেক সময় দিব, এই নিদ্রাই তোমার চিরনিদ্রায় পরিণত হবে। কেরামত! তোর কাজ শেষ কর্।

কেরামত। টাকা দাও, টাকা

মহ। কাজ শেষ কর, লাখ টাকা পাবি।

কেরা। উঁহুঃ, আগে টাকা বার কর, তারপর কথা।

মহ। এখন আমাকে কি তোর বিশ্বাস হয় না? আমি বলছি তোকে একটা টাঁকশাল বানিয়ে দেব।

কেরা। ঠিক বাবা?

মহ। হ্যাঁরে হাঁ, ঠিক।

(মহম্মদ চারিদিক দেখিতে লাগিল, আলিবর্দীর পার্শ্ব পরিবর্তন)

কের। তাইতো পাশ ফিরলে যে, জেগেছে নাকি! এখন কি কর--, না না জাগেনি, ঘুমুচে। বাঃ বেশ ঘুমুচে। এইবার লাখ টাকা এই ছুরির মুখে।

(আলিবর্দীকে আঘাত করিতে ছুরিকা উত্তোলন)

(সহসা শয্যাপার্শ্ব হইতে মিঁয়াজানের প্রবেশ)

মিঁয়া। সাবধান শয়তান! আর এক পা এগোস্ নি।

(কেরামত ভয়ে বিস্ময়ে হোঁচট খাইতে খাইতে পিছাইয়া গেল)

মহম্মদ! তুমি মানুষ না পিশাচ? সামান্য একটা কুকুর, সেও প্রভুর জন্য প্রাণ দেয়। আর তুমি মানুষ হয়ে তোমার আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা, বৃদ্ধ নবাবকে-- গুপ্তহত্যা করবার জন্য চোরের মত তাঁর ঘরে ঢুকেছ। মহম্মদ! তুমি কুকুরেরও অধম, ধিক্ তোমায়!

কেরা। সেনাপতি মশাই, আর দাঁড়িয়ে কেন? এইবেলা সরা—

মহ। মিঁয়াজান! সাবধান হয়ে কথা কও। জান আমি সেনাপতি!

মিঁয়া। আলিবর্দ্দীখাঁর দুর্ভাগ্য যে তুমি তাঁর সেনাপতি! কিন্তু আর নয়, এখন তুমি রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত।

(মহম্মদ মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল)

কেরা। তবে বাবা তুমি চুপচাপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বীরত্ব প্রকাশ কর, আমি কিন্তু সট্‌কালুম।

[প্রস্থান]

(অপরদিক হইতে রোশেনার প্রবেশ)

রোশে। এই যে মহম্মদ! আমিও তাই ভেবেছিলুম। মূর্খ মহম্মদ! এই শেষবার তোমার প্রাণ ভিক্ষা দিলুম, যাও দূর হও।

মহম্মদ। এর উত্তর আর একদিন দেব, যদি সময় পাই।

[প্রস্থান]

রোশে। বাবা! বাবা!

আলি। [নিদ্রোত্থিত হইয়া চক্ষুমার্জ্জনা করিতে করিতে) একি! রোশেনা! ও কে! মিঁয়াজান! মা রোশেনা, এ সব ব্যাপার কি, আমিতো কিছুই বুঝতে পার্চ্ছিনা।

রোশে। বাবা! কৃতঘ্ন মহম্মদ প্রহরীকে হত্যা করে, আপনার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করেছিল, আপনাকে হত্যা কর্ব্বার জন্য। ঐ দেখুন প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে পলায়ন কর্ল্লে।

আলি। আমাকে হত্যা কর্ব্বার জন্য! মহম্মদ! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার প্রতিহিংসা, ধন্য তোমার মনুষ্যত্ব! মা রোশেনা—আজ তুই আমার প্রাণরক্ষা করেছিস।

রোশে। না বাবা! আপনার প্রাণদাতা—আপনার ঐ প্রভুভক্ত বিশ্বাসী সহচর মিঁয়াজান।

আলি। মিঁয়াজান! মিঁয়াজান! কি ভাষায় সম্বোধন কর্ব্ব বুঝতে পার্চ্ছিনা। আলিবর্দ্দীখাঁর জীবন রক্ষা করে তাকে চির কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ কর্লে। মিঁয়াজান! প্রাণদাতা! আজ থেকে আর আমরা নবাব আর সহচর নই, আজ হতে আমরা দুই ভাই।

——:o:——

তৃতীয় দৃশ্য—বনমধ্যস্থ শিবির।

কাল—প্রভাত।

ভাস্কর ও অমর।

ভাস্কর। রামগড়-গিরি আজ দশদিন হ'ল পার হয়েছি। এখানে এসেছি পাঁচ দিন। রসদাদি ক্রমে সব ফুরিয়ে এল। কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধ বাধাতে হ'বে। অমর! আলিবর্দ্দী আমাদের পাহাড়ী ইন্দুর বলে ঠাট্টা করেছে।

অমর। কেন, দুর্দ্দান্ত ঔরংজেবের সময় সেই খেড়ে পাহাড়ী ইন্দুর কি না করেছিল ?

ভাস্কর। আমিও অল্পে ছাড়বো না। তার এ পরিহাস অশ্রুতে পরিণত কর্ব্ব।

অমর। খুড়ো মশাই ! যে কোন উপায়ে হোক্, বাংলা জয় কর্ত্তেই হ'বে।

ভাস্কর। তা আর একবার করে বল্‌তে। ঐ যে বাংলার কোণে একটা দীপ মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে, কোন্ দিন ঐ থেকেই একটা দাবানলের সৃষ্টি হ'তে পারে। অমর ! দেখ, দেখ, ঐ না একটা চাপ-দাড়িওয়ালা লোক এদিক্ পানে আস্‌ছে। লোকটা বাহিরে ফকির সেজেছে বটে, ভেতরে কিন্তু ফিকির নিয়ে আসছে। অমর ! তুমি গাছের আড়ালে যাও, আমি একটু পিছু নি।

(ভাস্কর ও অমর ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিল, ধীরে ধীরে মহম্মদের প্রবেশ)

মহ। আজ তিন দিন হ'ল অনাহারে, অনিদ্রায়, বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আল্লা ! একটু জল দিয়েও মেহেরবানী কর্লে না ! এখন কোন্ দিকে যাই ! পথ ঠিক হচ্ছে না। চারিদিকেই কুয়াশার অন্ধকার। মানুষের ভয়ে জঙ্গলে এলুম কিন্তু এখানেও প্রকৃতি আমায় ভয় দেখাচ্ছে। দুনিয়ার কেউ যেন আমায় চায় না। কিন্তু মতিয়া—সেই অজ্ঞাত-কুলশীলা

বালিকা! সে দিন যখন তার মুখের দিকে চাইলুম, দেখে বোধ হ'ল যেন একখণ্ড মেঘের আড়ালে পূর্ণ জ্যোৎস্না ফুটে রয়েছে। উঃ তৃষ্ণা! তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, আর দাঁড়াতে পার্চ্ছি না। (উপবেশন) এখন অন্ধকার—তুমি আমার বন্ধু, বন—তুমি আমার আশ্রয়, আর সেই বালিকা—আমার শান্তি!

(ধীরে ধীরে ভাস্করের প্রবেশ)

ভাস্কর। বলি, দিন দুপুরে যমপুরে কে হে বাপু তুমি?

মহ। বল্‌ছিলুম কি, দুপুর হ'তে গেল—কুয়াশা গেলনা।

ভাস্কর। তারপর, কি মনে করে এখানে আসা হয়েছে? যদি কিছু দিতে এসে থাক হাত পাতছি, আর যদি নিতে চাও—পিঠ পাত। বলি কোন মতলব টতলব আছে কি? এই ছোক্‌রা বয়সে ফকীর সেজেছ কি দুঃখে বাপু?

মহ। মহাশয়! আমাকে বৃথা সন্দেহ কর্চ্ছেন, আমি যথার্থই ফকীর, পীরের সিন্নি দেবার জন্য এসেছি। কিন্তু আপনি কে?

ভাস্কর। আমি তোমার যম!

মহ। দোহাই হুজুর, আমি পাগলা ফকীর হুজুর!

ভাস্কর। তুমি পাগলা ফকীরই বটে, কিন্তু মিঁয়া তোমার মাথাটা বড় চৌখষ। বলি এলে যখন দুটো আলাপই করে যাও। আচ্ছা, ফকীর সাহেবের গোনাটোনা আসে?

মহ। আজ্ঞে, ফকীর মাত্রেই ও সব কিছু কিছু জানে।

ভাস্কর। আচ্ছা, বলদিকিনি বাংলা জয় হ'বে কি না ?

(মহম্মদের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, ঈষৎ হটিয়া গেল)

মহ। আজ্ঞে—বাংলাটাতো মগের মুলুক, যে পারে সেই লোটে।

ভাস্কর। ঠিক বলেছ—রাতারাতি বাংলা দখল। ফকীর সাহেব ফিকির খাটাও। তখন ঢের টাকা পাবে, ফকীরী ছেড়ে আমীরী কোর। যত বিবি চাও, আশ মিটিয়ে নিকে কোর।

মহ। না হুজুর, আমি ফকীরের চেলা, দরগার মোল্লা। জঙ্গলে শেকড় খুঁজে বেড়াই। বাংলার খবর টবর রাখিনা হুজুর। আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে দরকার কি হুজুর!

ভাস্কর। ফকীর সাহেব! আমাকে এতটা বোকা বানাতে পার্ব্বে না, তাই বল্‌ছি মতলব ঠাওরাও। তা' না হ'লে তোমার ঐ শোণের-নুড়ি চাপ-দাড়ি এমনি করে উপড়ে নোব।

(মহম্মদের কৃত্রিম দাড়ি উৎপাটন করিল)

মহ। আপনি কে মহাশয়! আপনার বুদ্ধিকে ধন্যবাদ।

ভাস্কর। আমি ভাস্কর পণ্ডিত।

মহ। আপনিই সেই বুদ্ধিমান্, নির্ভীক, পরাক্রান্ত ভাস্কর পণ্ডিত?

ভাস্কর। কেন সে বিষয়ে 'কি কোন সন্দেহ আছে? এখন তোমার পরিচয়টা শীঘ্র শুন্‌তে চাই।

মহ। আমি নবাব সেনাপতি মীর মহম্মদ।

ভাস্কর। মীর মহম্মদ! তুমিই জগৎশেঠের কোষাগারে কাজ কর্ত্তে? কিন্তু সাহেব আজ সোণা চিন্‌তে রাং চিনেছ। যুবক! এরূপ ছদ্মবেশে তোমার এখানে আসবার কারণ কি? সত্য বল, মিথ্যা বল্লে প্রাণ হারা'বে।

মহ। সত্য বল্‌বো, বর্গীগুরু! প্রাণ ভয়ে মীর মহম্মদ কখনও মিথ্যা বলে না। আজ আমি রাজদ্রোহিতা অপরাধে অপরাধী বলে, আমাকে এই ছদ্মবেশ ধারণ কর্ত্তে হয়েছে। আর পরম শত্রু হ'লেও আজ আমি আপনার শরণাপন্ন। আপনি আমার সহায় হউন, আমিই বাংলা ছারখার কর্ব্ব। অপমানের প্রতিশোধ দোব'। উঃ বড় তৃষ্ণা, কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আস্‌ছে, আর বল্‌তে পার্চ্ছিনা। তবে এই টুকু বলে রাখি, আজ হ'তে আমি আপনার আশ্রিত, আপনার দাস।

ভাস্কর। মহম্মদ! যখন তুমি আমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা কর্চ্ছ, আমি আশ্রয় দিলুম। আশ্রিতরক্ষণ আমাদের ধর্ম্ম, তা'তে শত্রু-মিত্র ভেদ নেই—; আর সেই ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে ভাস্কর পণ্ডিত প্রাণ দিতে বিচলিত হবে না। কিন্তু তুমি যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর, তা'হলে তোমার নিস্তার নেই। সাবধান, প্রবঞ্চনা করে ভাস্কর পণ্ডিতের কাছে কেউ কখনও পরিত্রাণ পায়নি, পাবেও না।

——॰॰——

চতুর্থ দৃশ্য—পুনা কক্ষ।

কাল—অপরাহ্ন।

রাঘব ও সদাশিব।

রাঘব। দাদা তা'হলে 'পেশোয়া' পদ গ্রহণ কর্ল্লেন ?

সদা। হ্যাঁ খুড়োভাই, সমস্ত সর্দ্দারেরা এক বাক্যে তাঁর পেশোয়াত্ব স্বীকার করেছে ; কিন্তু সিংহাসনে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে !

রাঘ। কেন ?

সদা। নিজাম সালাবৎ চৌথ বন্ধ দিয়ে, দূতকে পদাঘাত করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

রাঘ। দাদা তা'হলে শীঘ্রই হায়দ্রাবাদ অধিকার কর্চ্ছেন ?

সদা। শুনলুম, তিনি এখন হায়দ্রাবাদ জয়ে ইচ্ছুক ন'ন।

রাঘ। দাদার ঐ কেমন দোষ। তিনি শত্রুর মুলোচ্ছেদ কর্ত্তে চা'ন না। আবার উপযুক্ত সময়ে তার শক্তি খর্ব্ব না করে, পুষ্টিসাধন কর্ব্বার অবকাশ দেন। এর জন্য দাদাকে অনেক বাধা পেতে হবে।

সদা। আপনি ঠিক বলেছেন খুড়োভাই, পেশোয়াকে বাধা পেতেই হবে, বাধা পাওয়া চাই।

রাঘ। কেন ?

সদা। কেন ! সে কথার মীমাংসা কি আজ আমায় করে দিতে হবে খুড়োভাই ? তার আগে একবার ঐ অসীম জলধি

আর স্বল্প-বিস্তার নদের মধ্যে কত প্রভেদ তা' লক্ষ্য করে দেখুন দেখি, তা'হলে বুঝতে পার্ব্বেন—কেন! খুড়োভাই, মানুষের কর্ম্মময় জীবনেও উন্নতির শ্রেষ্ঠ সোপান—পতন, আবার সেই পতনের মূলীভূত কারণ —বাধা।

রাঘ। কিন্তু তাই বলে কি যোগ্য প্রতিদ্বন্দীকে এরূপ ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত?

সদা। সে কথা সত্য। এরূপ প্রবল শত্রুকে অবকাশ দিয়ে পেশোয়া বড়ই ভুল কর্চ্ছেন! এর জন্য তাঁকে বিষম ক্ষতিগ্রস্থ হ'তে হবে।

(বালাজীর প্রবেশ)

বালা। বালাজীরাও কি সে ক্ষতিপূরণে অক্ষম সদাশিব?

সদা। (কুর্ণিশ) মহারাজ! অক্ষম না হলেও, এরূপ বৃথা যুদ্ধে সৈন্য ক্ষয়ে ফল কি?

বালা। এই মাত্র না তুমি রাঘবকে বল্‌ছিলে, অন্তরায় দুরতিক্রম্য হলেও উন্নতির জীবনে তার বিশেষ প্রয়োজন, তবে এখন দ্বৈত-বাদ উপস্থিত কর্চ্ছ কেন?

সদা। ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি নিজের অভিমত বিস্মৃত হয়েছিলাম।

বালা। (রাঘবের প্রতি) ভাই! নিজাম বিদ্রোহ করেছে শুনেছ?

রাঘ। হাঁা দাদা, শুনেছি!

বালা। আর সঙ্গে সঙ্গে দূতের অপমানের কথাও বোধ হয় শুনেছ ?

রাঘ। শুনেছি ! হুকুম দাও দাদা, রঘুনাথজী কৌশলী-বীর বলে যে খ্যাতিলাভ করেছে আজ তার পরীক্ষা দিক।

বালা। আমিও সেই জন্যই তোমার কাছে এসেছিলাম। ভাই নিজামের বিরুদ্ধে তোমাকে না পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না।

রাঘ। নিজাম সৈন্য কত হবে দাদা ?

বালা। পঁচিশ হাজার।

রাঘ। মাত্র পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে নিজাম পেশোয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্ত্তে সাহস কর্ল্লে।

বালা। পণ্ডিচেরীর শাসনকর্ত্তা ডুপ্লে, কাপ্তেন বুসির অধীনে সৈন্য পাঠিয়ে নিজামকে সাহায্য কর্চ্ছে।

রাঘ। ফরাসী সৈন্য কত ?

বালা। পাঁচ হাজার।

রাঘ। তা'হলে মোটের উপর ত্রিশ হাজার।

সদা। পেশোয়া ! আমায় এ যুদ্ধে যেতে অনুমতি দি'ন।

বালা। উত্তম ! তুমি স্বচ্ছন্দে রাঘবের সাহচর্য্য গ্রহণ কর্ত্তে পার।

রাঘ। সদাশিব ! এই মুহূর্ত্তে দশ হাজার লুণ্ঠনকারী সৈন্য প্রস্তুত হতে বল। প্রভাত হবার আগেই যাত্রা কর্ত্তে হবে।

বালা। লুণ্ঠনকারী সৈন্য নিয়ে কি হবে রাঘব ?

রাঘ। তা'দের নিয়েই দরকার দাদা। তারা পরিশ্রমী, কার্য্য-তৎপর ও বুদ্ধিমান্। দুর্দ্দান্ত ফরাসী সৈন্যের সম্মুখীন হতে মাত্র তারাই সক্ষম।

বালা। কিন্তু দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তুমি নিজামের কি কর্বে ?

রাঘ। কেন, মালব যুদ্ধে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে, সম্রাটের লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে তুমি কি করেছিলে ? দাদা আমিও তোমার ভাই !

বালা। বেশ। সদাশিব, সৈন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দাও আর নিজেও যাবার জন্য প্রস্তুত হওগে।

সদা। যথা আজ্ঞা। [প্রস্থান]

বালা। এস ভাই, যাবার উদ্যোগ করে চল।

—— :০:——

পঞ্চম দৃশ্য—বনমধ্যস্থ শিবির।

কাল—মধ্যাহ্ন।

ভাস্কর।

ভাস্কর। দিনের পর রাত্রি, জোয়ারের পরই ভাঁটা, আর পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রের হ্রাস। জগতের এই

আবর্ত্তমান্ কাল চক্রের মধ্যে একটা মহৎ উপদেশ নিহিত আছে। একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে সমভাবে পর্য্যবসিত হচ্ছে। এই মোগল রবি আজ প্রায় আড়াই শত বৎসর ধরে ভারত গগনে বিরাজ কর্চ্ছে। এতদিন সে তা'র গগন-স্পর্শী-চূড়া সহস্র ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে সমানভাবে বজায় রেখে এসেছে। সর্পের মত ক্রুর, ব্যাঘ্রের মত হিংস্র, মূষিকের মত খল, মড়কের মত করাল, আর ঘাতকের চেয়েও নৃশংস তার শাসনদণ্ড— এই সুদীর্ঘ কাল ধরে ভারতের বক্ষে বজ্রাঘাত করে আসছে, অবিচারে, অত্যাচারে তার প্রত্যেক বালুকণাকে পাষাণ করে তুলেছে ; তার সেই পৈশাচিক উৎপীড়নেই ভারত আবার সজীব হয়ে উঠেছে। তাই আজ মোগল সূর্য্যের অন্তর্দ্দশা, তার এই অস্তোন্মুখ-গতি। এখন আর তার মদোদ্ধত-স্বভাব নাই, রোষ রক্তিম চক্ষু নাই, ভ্রুকুটি-কুটিল দৃষ্টি নাই। সংসারের নিয়মে আজ যে আমীর, কাল সে ফকীর। কেও অমর ?

(অমরের প্রবেশ)

অমর। খুড়োমশাই ! আপনি কি আমায় স্মরণ করেছেন ?

ভাস্কর। হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। দেখ অমর, আর বেশী দিন এখানে অপেক্ষা করা উচিত নয়। নবাব সংবাদ পেয়েছে যে আমরা এই পথেই অগ্রসর হচ্ছি।

অমর। তাতে আমাদের ক্ষতি ?

ভাস্কর। ক্ষতি সমধিক! আমাদের সংবাদ পেয়ে নবাব এই পথে সৈন্য পাঠিয়েছে, বোধ হয় দুই এক দিনের মধ্যেই তারা এখানে উপস্থিত হবে।

অমর। খুড়োমশাই। আমরা যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছি, তখন নবাব-সৈন্য এখানে উপস্থিত হ'লে, আমাদের পক্ষেই মঙ্গল।

ভাস্কর। বৎস! ভুল বুঝেছ। এখন আমাদের যুদ্ধ কর্ব্বার সামর্থ্য নাই। সৈন্যদের মধ্যে রসদের অভাব উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু আমি কপর্দ্দক-শূন্য। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ অসম্ভব। বৎস! কেবল তরবারির অগ্রভাগে যুদ্ধ হয় না, সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও প্রয়োজন। তাই যুদ্ধ—উপস্থিত স্থগিত রেখে, আমাদের অর্থ সংগ্রহ কর্ত্তে হবে।

অমর। তা'হলে এখন কোথায় যাবেন স্থির করেছেন ?

ভাস্কর। কটকের দিকে।

অমর। সেখানে গিয়ে আমাদের লাভ ?

ভাস্কর। সেই স্থানই এখন আমাদের পক্ষে নিরাপদ। আরও সংবাদ পেয়েছি যে, নবাব বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য কটকে যাবে। যদি পথিমধ্যে তাকে ধর্ত্তে পারি, তা'হলে রীতিমত শিক্ষা দেবো, আর পারিত তার নিকট হতেই অর্থের সুবিধা করে নেব!

অমর। কিন্তু নবাব যদি টাকা দিতে সম্মত না হন ?

ভাস্কর। তা'হলে যে কোন উপায়ে হউক নবাবকে উড়িষ্যায় আটক রেখে আমাদের হুগলির কোষ লুট্ কর্ত্তে হবে।

অমর। নবাবের সঙ্গে শেঠজীও বোধ হয় যাবেন?

ভাস্কর। হ্যাঁ বৎস! তিনিও যাবেন। আর তাঁর গুরুকন্যা পরদিন রওনা হবেন।

অমর। তা'হলে কি আজই আমাদের রওনা হতে হবে?

ভাস্কর। হ্যাঁ বৎস! শুভস্য শীঘ্রং। বিলম্ব হলে কার্য্য নিষ্ফল হতে পারে। এ সুবর্ণ-সুযোগ, যদি মূঢ়তায় একবার হারিয়ে ফেলি, তা'হলে বাংলা জয়ের আর কোন আশাই থাকবে না। শুধু তাই নয় আমাদেরও হয়ত শেষ অবস্থায় ঘাতকের হাতে, কিম্বা অনাহারে প্রাণ দিতে হবে। তাই বলছি বৎস, এবার জীবন-পণ করে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে। একটা তুমুল ঝড় তুলে বর্গীদের এই মলিন ভাগ্য-গগনকে নবীন-প্রভায় উদ্ভাসিত কর্ত্তে হবে।

অমর। পিতৃব্য আমি আপনার আজ্ঞাধীন মাত্র। আপনি অনুমতি দিন আমি নির্ভয়ে অগ্রসর হই।

ভাস্কর। বেশ! তুমি এখনি কটকে রওনা হবার বন্দোবস্ত করগে।

অমর। যে আজ্ঞে। (গমনোদ্যত)

ভাস্কর। আর দেখ মহম্মদকে সঙ্গে নিও। যে একবার বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে, তাকে বিশ্বাস নাই; যাও।

[অমরের প্রস্থান]

নদীর জল স্রোত মুখেই চলেছে, কে বল্‌তে পারে বিপরীত গতিতে সে জল আবার ফির্ব্বেনা ?

(দ্রুতপদে মহম্মদের প্রবেশ)

কি মহম্মদ ! ব্যাপার কি ? এত ব্যস্ত কেন ?

মহম্মদ। এই মাত্র সংবাদ পেলেম বিশ হাজার নবাব সৈন্য আমাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে।

ভাস্কর। বিশ হাজার—তারপর ?

মহ। কাল তারা এখানে উপস্থিত হবে।

ভাস্কর। কি বিবেচনা কর্চ্ছ।

মহ। আমাদের আজই এস্থান পরিত্যাগ করা উচিত।

ভাস্কর। উত্তম। আর কিছু সংবাদ আছে ?

মহ। না প্রভু।

ভাস্কর। আচ্ছা, তুমি এখনই অমরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হওগে। আমি যাচ্ছি। [মহম্মদের প্রস্থান] বিশাল সমুদ্রে তরী ভাসিয়েছি, দিক্ নির্ণয় হয় না। হয়ত একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে ক্ষুদ্র তরীখানাকে অতল জলে ডুবিয়ে দিতে পারে, কিম্বা সে ভাস্‌তে ভাস্‌তে কুলও পেতে পারে। কে বলতে পারে মানুষের পরিণাম কোথায় ?

——:০:——

ষষ্ঠ দৃশ্য—কণ্টকাকীর্ণ বন।

কাল—সন্ধ্যা।

বেগে আশার প্রবেশ।

আশা। মা বনচণ্ডিকে! একি কর্ল্লি মা? তীর্থ দর্শন কর্ত্তে এসে শেষ এই দুর্দ্দশা হল। মা সতীকুলরাণী! তনয়ার মর্য্যাদা রক্ষা করিস্ মা, পাষণ্ডদের হাতে নারীর অমূল্য-রত্ন যেন কলঙ্কিত না হয়। এতক্ষণ হয়তো তারা আমাকে ধর্ব্বার জন্য ছুটে আস্ছে। কি করি, কোথায় যাই। কেউতো এখানে নেই; কে আমায় আশ্রয় দেবে—কে আমায় রক্ষা কর্ব্বে! আরতো চল্‌তে পারি না। উঃ বড় তৃষ্ণা—

(নেপথ্যে—আরে, ঐ যে ছুঁড়িটা ভাগ্‌ছে।)—

ঐ তারা আস্‌ছে। আর পার্ল্লুম না, আর পালাবার উপায় নাই। তৃষ্ণা—তৃষ্ণা—তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে গেছে কিন্তু মৃত্যু তো হয় না। (কর জোড়ে) কোথায় তুমি আর্ত্তের আশ্রয়, দুর্ব্বলের সহায়, সতীর রক্ষাকর্ত্তা! নিরাশ্রয়া অবলাকে এ বিপদ হতে উদ্ধার কর প্রভু! আর পারি না, জল—জল। (মূর্চ্ছা)

(দস্যু-সর্দ্দার ও পাঁচজন দস্যুর প্রবেশ)

১ম দস্যু। সর্দ্দার! এই যে ছুঁড়িটা এখানে পড়ে রয়েছে!

২য় দস্যু। নড়ে না যে, ম'ল নাকি!

৩য় দস্যু। বাহবা, বাহবা, কি চমৎকার! প'ড়লো আর ম'ল!

সর্দ্দার। না রে না, বোধ হয় এখনও মরেনি। চল্ ওকে আমাদের ডেরায় তুলে নিয়ে যাই।

(অগ্রসর হইলে, বেগে অমরের প্রবেশ)

অমর। সাবধান নরাধম! সতীর দেহ স্পর্শ করিস্ নি।

সর্দ্দার। আরে এ বেটা আবার কে রে? তোর যে বড় লম্বা লম্বা কথা দেখতে পাই। ভাল চাস্তো সরে পড়, নইলে—(তরবারি দেখাইল)। নে চল্, ছুঁড়িটাকে তোল্।

অমর। (তরবারি খুলিয়া) খবরদার! অমর রাও জীবিত থাক্তে চোখের সামনে নারীর উপর অত্যাচার সহ্য কর্ব্বে না।

সর্দ্দার। তোর নেহাৎ মর্ব্বার সাধ হয়েছে।

২য় দস্যু। মার শালাকে।

(অমরকে আক্রমণ ও একজন দস্যুর পতন)

সর্দ্দার। শালাকে একেবারে মেরে ফেল্।

(যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান—
অমরের পুনঃ প্রবেশ)

অমর। একা পঁচিশ জন দস্যুর প্রাণ নিয়েছি। আর পারি না, সমস্ত অঙ্গে রক্তস্রাব হচ্ছে। শরীর দুর্ব্বল হয়ে আস্‌ছে, মাথা ঘুরছে।

(নেপথ্যে—হেরে—রে—রে—রে)

ঐ বুঝি তারা দলবদ্ধ হয়ে আস্‌ছে। আর উপায় নাই, আর বুঝি তবে রমণীকে রক্ষাকর্ত্তে পার্ল্লুম না। কিন্তু যতক্ষণ দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে, ততক্ষণ প্রাণদিয়ে আক্রমণ কর্ব্ব। তারপর মা ভবানীর ইচ্ছায় যা হবার হবে।

(সশস্ত্র দস্যুদলের প্রবেশ)

অমর। জয় মা ভবানী!

(অমর দস্যুদের আক্রমণ করিল, তিন জনের মৃত্যু, অমরের তরবারি পতন) দস্যু! আমায় বধ কর্ব্বে কর, কিন্তু এই রমণীকে ছেড়ে দাও। আমি শেষ সময় তোমাদের আশীর্ব্বাদ করে মর্ব্ব।

সর্দ্দার। তা হবে না, আগে তোকে বাঁধি, তারপর তোরই সামনে ছুঁড়িটাকে—

অমর। কি বল্লি পাষণ্ড!

(অমর তরবারির কোষ লইয়া আক্রমণ করিল, একজন দস্যুর পতন, অপর দস্যুর আঘাতে কোষ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। সে অমরকে আক্রমণ করিলে মহম্মদের অস্ত্রে তাহার মৃত্যু হইল। বেগে ভাস্কর ও তরবারি হস্তে মহম্মদের প্রবেশ)

ভাস্কর। ক্ষান্ত হও দস্যুদল, না হলে বিপদ ঘটবে।

সর্দ্দার। আরে তোরা আবার কেরে! ভয় দেখাচ্ছিস্ কাকে! তোরাতো মোটে তিন জন, আমরা—

ভাস্কর। তিন জন এক মূহূর্ত্তে তিনশতে পরিণত হবে।

সর্দ্দার। আমরাও এখানে পাঁচশো ডাকাত আছি। ভাই সব! শাঁক বাজাও।

ভাস্কর। (বংশী বাহির করিয়া) নির্ব্বোধ! ভাস্কর পণ্ডিত মাত্র তিন শো লোক নিয়ে বাংলা আক্রমণ কর্ত্তে উপস্থিত হয়নি। তার পশ্চাতে এখনও ত্রিশ হাজার অনুচর বর্ত্তমান।

সর্দ্দার। আপনিই সেই বর্গীসর্দ্দার ভোঁসলা সাহেবের—

মহম্মদ। ইনিই সেই দুর্দ্ধর্ষ-দস্যুবীর রঘুজী-ভোঁসলার দীক্ষাগুরু

সর্দ্দার। (সকলে নতজানু হইল) প্রভু! অপরাধ ক্ষমা করুন। আমাদের সকলেই অশিক্ষিত মুসলমান ও মারাঠা। আমাদের আশ্রয় দিন, শিক্ষা দিন।

ভাস্কর। ওঠ, তোমাদের কোন ভয় নেই। কিন্তু সাবধান, ভবিষ্যতে কখনও রমণীর উপর অত্যাচার কর্ত্তে যেও না। তা'হলে সে কর্ম্মের পুরস্কার—ধ্বংশ।

সর্দ্দার। প্রভু! ভারতবর্ষে এমন দস্যু কে আছে যে, আপনার হুকুম অমান্য করে—কার ঘাড়ে দুটো মাথা গজিয়েছে হুজুর।

ভাস্কর। উত্তম, এখন যাও।

[দস্যুগণের প্রস্থান]

(পশ্চাতে ফিরিয়া) একি! বালিকা এখনও মূর্চ্ছিতা! অমর, তুমি শীঘ্র একটু জল নিয়ে এস। (জল দিইয়া

অমরের পুনঃ প্রবেশ, ভাস্কর আশার মুখে চোখে জল দিতে লাগিল)

ভাস্কর। এইবার জ্ঞান হচ্ছে! মহম্মদ! তুমি চার জন অনুচরকে ডেকে নিয়ে এস।

[মহম্মদের প্রস্থান]

আশা। একি! এরা কোথা থেকে এল? ভগবান্ তবে কি আমার—

ভাস্কর। এখন আর আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই।

আশা। কে আপনি? আপনাকে দেখে কোন মহাপুরুষ বলে বোধ হচ্ছে।

ভাস্কর। আমার পরিচয় পরে পাবেন। উপস্থিত আপনি এখানে কি করে এলেন, আপনার পিতার নাম কি এবং কি জন্যই বা উড়িষ্যায় এসেছেন—প্রকাশ করে বলুন।

আশা। আমরা ব্রাহ্মণ। জগৎ শেঠ আমার ধর্ম্ম-পিতা। তিনি রুগ্ন নবাবকে নিয়ে উড়িষ্যায় বায়ু-পরিবর্ত্তন কর্ত্তে এসেছেন। তাই আমিও তীর্থদর্শন মানসে এখানে আস্‌ছিলুম—এমন সময় পথিমধ্যে দস্যুরা আমাদের আক্রমণ করে।

ভাস্কর। আচ্ছা, নবাব কবে কটকে এসে পৌছেচেন বল্‌তে পারেন?

আশা। তাঁরা কাল সেখানে উপস্থিত হয়েছেন।

ভাস্কর। (স্বগতঃ) মাত্র একদিনের বিলম্বে আমাদের পর্ব্বত-প্রমাণ আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আর যদি চব্বিশ

ঘণ্টা পূর্ব্বে এখানে উপস্থিত হতে পার্ত্তুম্ তা'হলে নবাবকে উপযুক্ত প্রতিশোধ দিতুম। কিন্তু এই বালিকার দ্বারা আমি বিশেষ উপকার পেলুম। জগৎ-শেঠের কোষ লুট্ কর্ব্বার সময় এই বালিকার সাহায্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। এখন একে ছাড়বো না। তা'হলে নবাব নিশ্চয়ই এর অনুসন্ধান কর্ত্তে আবার বাংলায় উপস্থিত হবে।(প্রকাশ্যে) আপনার কোন চিন্তা নেই, এখন আমার সঙ্গে আসুন একটু বিশ্রাম কর্ব্বেন।

আশা। আপনার পরিচয় না পেলে আমি কি করে আপনার গৃহে উপস্থিত হব।

ভাস্কর। মা, আমি আপনার সন্তান, এ ভিন্ন আর আমার অন্য পরিচয় নেই।

আশা। আপনি যখন আমাকে মাতৃ সম্বোধন কর্ল্লেন তখন আমার আর কোনও সন্দেহ নেই। এখন কোথায় যাবেন চলুন।

(মহম্মদ ও চারজন অনুচরের প্রবেশ)

ভাস্কর। দূরে ঐ পাল্কীখানা পড়ে রয়েছে, তুলে নিয়ে আয়।

আশা। আমি এখন বেশ সুস্থ হয়েছি। আর পাল্কীর দরকার হবে না।

ভাস্কর। তবে চল মা, যতদিন ভাস্কর পণ্ডিত জীবিত থাকবে ততদিন তুমি নিরাপদ।

—:০:—
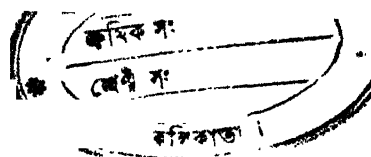
তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—নিজাম সভা।

কাল—প্রভাত।

পারিষদগণ।

১ম, পা। কই হে জাঁহাপনার যে এখনও দেখা নেই।

২য়। এই যে মেঘ না চাইতেই জল।

(সালাবতের প্রবেশ)

সালা। সে কি হে—

সকলে। (কর জোড়ে) আজ্ঞে, আজ্ঞে!

সালা। তোমরা চুপ্‌চাপ্‌ করে দাঁড়িয়ে যে।

১ম। লাফালাফিই বা করি কি করে বলুন।

৩য়। তাইতো, কি করে বলুন।

সালা। বল্‌ছি তা নয়।

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ তা নয়, তা ঠিক তা নয়—

সালা। বলছিলুম কি একটু ফুর্ত্তির জোগাড় কর্ল্লে হয় না?

৪র্থ। তা–বেশতো–বেশতো। তবে কি জানেন, সেটা আপনার মেহেরবাণী। এই কে আছিস্, সেরাজী নিয়ে আয়।

(বান্দার সেরাজী রাখিয়া প্রস্থান, সকলের সেরাজী পান)

সালা। ওহে শুনেছ—

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ শুনেছি।

সালা। কি শুনেছ ?

সকলে। (পরস্পরের নিকট) তাইতো কি শুনেছি হে।

সালা। বল কি শুনেছ।

১ম। আজ্ঞে এই আপনি যা বলবেন।

সালা। আমি যা বল্‌বো তুমি তা আগেই কি করে শুনলে ?

১ম। আজ্ঞে আপনি যখন কথাটা বলবার আগেই বল্লেন 'শুনেছ' তখন না শুনলেও নিশ্চয়ই শুনেছি। হুজুর কি আর মিছে কথা বলবার লোক।

সালা। তবে শোন।

১ম। ওহে জাঁহাপনার কথাটা তোমরা শোন।

সালা। দেখ, পেশোয়া আমার কাছ থেকে কর চায়।

১ম। চায় নাকি ! তা হলেইতো ব্যাপার গুরুতর হুজুর।

সালা। গুরুতর কিসে ?

১ম। নয়ই বা কিসে হুজুর ? পেশোয়া যখন আপনার কাছে কর চায়, তখন ব্যাপার গুরুতর না হয়ে যায় না। তাইতো এ যে ভাব্‌বার কথা দেখছি—হুজুর।

সালা। ভাবনা আর ছাই। তুমি এখন একবার রঙ্গিনীদের দেখ দেখি।

১ম। তা হুজুর রঙ্গিনীদের—ব্যাপার—কিন্তু—দেখছি—

(প্রস্থান ও সখিগণের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

গীত—

পিও পিও পিও প্রাণ ভরি—
বিলাস-বাসরে অধরে অধরে, মধুর মদিরা ঢালরে ঢালরে
আবেশে বিভোরা তনু ঢল ঢল, উঠুক পুলকে শিহরি ॥
যৌবন-তরঙ্গে ভাসি সদা রঙ্গে
কর কেলি প্রাণ খুলি রূপসী সঙ্গে
খেলুক দামিনী মৃদু পরশনে
দুঁহু আশে দোঁহে কারে ডরি ॥

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জনাব! উদ্‌গীর থেকে নিজাম-সৈন্য পালিয়ে এসেছে।

১ম। বেশ করেছে, তাদের খুসী। পালাবে নাতো কি কাপুরুষের মত—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মর্ত্তে যাবে। (জনান্তিকে) ফুর্ত্তিটা একদম মাটী!

সালা। নিজাম সৈন্য পালিয়েছে, সে কি! এ যে দেখছি সব গুলিয়ে গেল।

১ম। জাঁহাপনা! ঐ বেটাই যত নষ্টের গোড়া, আগে ওটাকে এখান থেকে বিদায় করুন। নাহলে—

সালা। চুপ কর, আমায় ভাব্‌তে দাও।

১ম। আজ্ঞে তা ভাবুন—তা ভাবুন্। ওহে তোমরা একটু চুপ কর, জাঁহাপনা এখন ভাবছেন।

সালা। তাইতো এ যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কিছু তো ভেবে ঠিক কর্ত্তে পার্চ্ছিনা।

১ম। জাঁহাপনা! যদি রাগ না করেনতো একটা উচিত কথা বলি।

সালা। কি বল্‌বে বল।

১ম। দেখুন, আপনি মহাশয় লোক, বলুন্‌তো 'তৈরী করে সুখ' না 'ভোগ করে সুখ'—

সালা। (স্বগত) সত্যইতো, আমি নিজাম, আমার আবার ভাবনা কিসের! রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা মন্ত্রীর হাতে, তবুও আমায় বিরক্ত করা এদের যেন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। এ সব রাজকার্য্য-টার্য্য আমার ভাল লাগে না। (প্রকাশ্যে) দেখ্‌ তোর যদি কিছু বল্‌বার থাকে মন্ত্রীকে বল্‌গে যা। ফের যদি ফুর্ত্তির সময় আমায় জ্বালাতন কর্ত্তে আস্‌বিতো গর্দ্দানা নেবো।

[প্রহরীর প্রস্থান]

১ম। এই না হলে কি রাজা উজীর মানায়। কইগো চলুক না।

(গীতের শেষার্দ্ধ)

স্বরগে মরতে কুসুমে কাননে
গাও প্রণয়ের-গীতি নবীন-তানে
ফুটিয়া, লুটিয়া, মজিয়া, মরিয়া
প্রাণে প্রাণে রহুক আবরি॥

হৃদয়ের মধু, লুটি লও বঁধু, প্রাণ ঢালা ভালবাসা দিবগো শুধু
সোহাগে আদরে, হৃদ্-হৃদি-পরে, ভুজপাশে রাখিব গো ধরি।

-:০:-

দ্বিতীয় দৃশ্য—কটকস্থ নবাব-কক্ষ।

কাল—মধ্যাহ্ন।

চিন্তামগ্না রোশেনা।

রোশে। দূর ছাই, আর ভাল লাগে না। একা বসে যে একটু বিশ্রাম কর্ব্ব তারও উপায় নেই। মনে করি যে আর ভাব্‌বো না, কিন্তু ভাবনা জোর করে এসে ঢোকে, আর না ভেবেওতো থাক্‌তে পারিনা। কি করি—

(মতিয়ার প্রবেশ)

মতি। কর্ব্বে আর কি; ভেবে ভেবে পাগল হও। আচ্ছা সাজাদী! যখনই তোমাকে দেখি, তখনই তুমি ভাব্‌ছো। দিন রাত তোমার এত ভাবনা কিসের বল্‌তে পার?

রোশে। বাবা বৃদ্ধ, সেনাপতি বহিষ্কৃত; তার উপর আবার বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে। বিপদ যেন শতমুখী হয়ে গ্রাস কর্ত্তে আস্‌ছে। কি করি, কিছুইতো ভেবে ঠিক কর্ত্তে পার্চ্ছি না। মতি! মতি! কি হবে বোন।

মতি। খোদাকে ডাক, তিনিই এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

রোশে। খোদাকে ডাক্‌বো! খোদা নেই—

মতি। কে তোমায় এ কথা বল্লে সাজাদি! প্রজা যেমন রাজার অধীন, রাজা যেমন—, ওকি! নবাব সাহেব যে এদিক্ পানে ছুটে আস্‌ছেন।

রোশে। তাইতো মতি! ব্যাপার কি?

(রোশেনার প্রস্থান ও আলিবর্দ্দীর সহিত পুনঃ প্রবেশ)

রোশে। —সম্পূর্ণ উন্মাদ। বাবা, যে কোন উপায়ে হোক্ ডাকাতদের সন্ধান করে, আশাকে উদ্ধার কর্ত্তে হবে। তা না হলে বৃদ্ধ ধনকুবের সত্যসত্যই পাগল হয়ে যাবে!

আলি। সে কথা তোমাকে বলে দিতে হবে কেন মা। সেই জন্যইতো কাল মুর্শিদাবাদে ফিরে যাচ্ছি। এখন চল মা, বৃদ্ধ—উন্মাদের মত কোথায় গেল দেখিগে।

[আলিবর্দ্দী ও রোশেনার প্রস্থান]

মতি। আজ সাতাশ দিন হ'ল তিনি রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত। এই সাতাশ দিনের মধ্যে তাঁর কোন সংবাদ পাই নি। কোথায় গেলেন, কি অবস্থায় আছেন, সে খবরও কেউ দিতে পারে না। একি! আজ আমার মনের ভেতরটা এমন করে উঠ্‌ছে কেন? তবে কি তাঁর কোন বিপদ হবে! খোদা! দেখো যেন পিতৃ-মাতৃহীনার আশালতাটী অকালে না ঝরে যায়। খোদা! নারীজাতির হৃদয়টাকে

এত দ্রবশীল না করে, কেন তাকে পুরুষের মত কঠিন করনি! তা'হলে আজ এত কষ্ট—উঃ নিষ্ঠুর! তুমি আমায় পায়ে ঠেলে চলে গেলে, যাবার সময় একবার ফিরেও চাইলে না। তুমি আমায় ছাড়তে পার, কিন্তু দাসী তোমার আশা ছাড়বে না।

তৃতীয় দৃশ্য—পুনা সভা।

কাল—প্রভাত।

সভাসদগণ।

১ম। দেখুন, এ যুদ্ধে নিজাম বাহাদুর ভারি জব্দ হবেন।

২য়। শেষে পালাতে পথ পাবে না।

৩য়। আর পালাবেই বা কোথায়? যমের হাতে পড়েছেন, নিস্তার আছে কি?

(ব্যস্তভাবে রংরাওয়ের প্রবেশ)

রং। ওঃ, বেটা কি বেইমান!

২য়। বেইমানী কে কর্লে হে রঙ্গ?

রং। ঐ যে সেই নেমকহারাম বেটা।

৩য়। নেমকহারামই বা হল কে?

রং। ওঃ, বেটা কি পাজী—এঁ্যা।

১ম। বলি লোকটা কে হে ?

রং। কেন, এই তোমার গিয়ে—এই তোমার গিয়ে—বেটার নামও মনে পড়ে না। দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমায় ভাব্‌তে দিন্। (গালে হাত দিয়া উপবেশন) হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই তোমার গিয়ে—ধামাজী।

১ম। ধামাজী—আবার কে হে ?

২য়। ধামাজী নয় হে, ধামাজী নয়—দামোজী।

৩য়। ও! মহারাজ যাকে গুজরাট দিয়েছেন ?

১ম। ও! মহারাজের কাছে যে সেনাপতি হতে এসেছিল ?

রং। আপনারা ঠিক বলেছেন। ও বেটা সেই আপনাদের তিনিই বটেন।

১ম। কেন সে কি করেছে ?

রং। যা করেছে, তা এখনই টের পাবেন।

(বালাজীর প্রবেশ)

বালাজী। সভাসদগণ !

লোক মুখে পাইনু সংবাদ,

হীনমতি দামোজী

করিয়াছে যোগদান রঘুজীর সনে ;

মহারাষ্ট্র গৌরব মূলে

করি কলঙ্ক আরোপ,

বিশ্বাস হনন্ হায় করিল পামর।

কি করি উপায় এবে—

কেমনে দুর্ম্মদ অরি হইবে দমন !
তোমরাই সহায় আমার
তোমাদেরই বলে,
পেশোয়া গৌরব-রবি আজিও উজ্জ্বল।
বন্ধুগণ ! থাকে যদি কোন প্রতিকার—
নিবেদন কর তবে আমার সদনে।
গৃহ শত্রু তরে হায় মজিল ভারত !

১ম। মহারাজ—
অতি বলবান আজি দুর্ম্মদ রঘুজী,
তাই নিবেদন মম রাজীব চরণে
মিলিত হউন ত্বরা নবাবের সনে।
পরে সম্মিলিত শক্তি-পুঞ্জ লয়ে,
বিতাড়িত করুন সেই দস্যু দুরাচারে।

বালা। যা কহিলে সত্য বটে ;
কিন্তু ভাবি মনে,
গর্ব্বিত নবাব যদি করে প্রত্যাখ্যান ;
মহারাষ্ট্র শোণিত বহে ধমনীতে মোর,
অপমান সহিতে নারিব।
তাই বলি,
যুক্তি কিবা হয় বল তোমা সবাকার।

৩য়। মম যুক্তি অবধান করুন নরবর।
যুক্তিপূর্ণ বাক্য কহে এই মহাজন।

যেহেতু দুর্ব্বল নবাব এবে—মহারাষ্ট্র তেজে,
নৃপতির অপমান করিতে নারিবে,
অতি প্রিয় হবে তাঁর তব আবেদন।

(মাহদাজীর প্রবেশ)

মাহ। কিবা চিন্তা ইথে মহারাজ
আজ্ঞা দেহ মোরে,
বিংশ সহস্র অনীকিনী লয়ে,
এখনি পশিব আমি সম্মুখ সমরে,
উড়াইব শত্রু মুণ্ড চক্ষুর নিমিষে—
দিল্লীশ্বর সৈন্য যথা মালব সংগ্রামে:
আসিল যবন যবে সমর প্রান্তরে,
স্মরণ কি আছে নৃপ ?
কেমনে বা লক্ষ সৈন্য হ'ল ছারখার !
পুনঃ ভাবি দেখ মহারাজ।
যবে ক্ষত্রভূপ, জয়পুর যোধপুর সাথে,
সম্মুখীন হল তব পিতার সাক্ষাতে—
কেমনে বা ক্ষত্র সৈন্য হইল নিঃশেষ।
পুনঃ নৃপ করহ স্মরণ,
যবে রঘুজী দমন আশে, বীর পিতা তব,
অভিযান করেছিলা নর্ম্মদা পুলিনে—
কিন্তু হায় !
বিফল যতন তাঁর রঘুজী-দমন ;

অকালে রোগমুখে বীর ত্যজিল জীবন !

মহারাজ !

ভাব মনে একবার সে দিন ভীষণ,

যবে—

মহাবল পুত্র তাঁর মহাত্মা বালাজী,

দমিব পাষণ্ডে বলি করে অঙ্গীকার।

হে নৃপতে !

সত্য ভঙ্গ যেন নাহি হয় কদাচন।

বালাজী। সত্য ভঙ্গ হইবে আমার,

হেন ভয় কিবা হেতু তব বীরবর ?

পঙ্গুতে যদ্যপি পারে লঙ্ঘিতে ভূধর ,

জলৌকা যদ্যপি পারে তরিতে সাগর,

খদ্যোতে যদিও সম্ভব সুধাংশু-কিরণ—

কিন্তু যেন মনে,

বালাজীর প্রতিজ্ঞা অতীব ভীষণ !

(রাঘব ও সদাশিবের প্রবেশ)

এই যে রাঘব—যুদ্ধের সংবাদ কি ভাই ?

রাঘব। দাদা ! এখান হতে যাত্রা করে আমরা উদ্‌গীর উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করি। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় শত্রু সৈন্য উপস্থিত হ'ল। দেখতে দেখতে পাঁচ হাজার ফরাসী সৈন্য আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু আমাদের গুপ্ত অবস্থানে কেউ সন্দেহ কর্ল্লে না। ক্রমে

বিশ হাজার নিজাম সৈন্য—তখন আমরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলুম। তারপর রসদ উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ভীম বেগে শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম। তখন নিজাম সৈন্য ফিরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বাধল। কিন্তু আমরা কৌশলে রসদাদি অধিকার করে পুনরায় গিরি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর্ল্লুম। তখন কিন্তু উপর্য্যুপরি গোলা বর্ষণে ফরাসী সৈন্য আমাদের কোন ক্ষতি কর্ত্তে পার্ল্লে না। এ যুদ্ধে আমাদের হতাহতের সংখ্যা মাত্র তিন শত। কিন্তু শত্রুর সংখ্যা চার হাজার।

বালা। ভাই! তোমাদের রণ চাতুর্য্যে আমি মুগ্ধ। আজ তুমি আমার মহৎ উপকার কর্ল্লে। কিন্তু ফরাসী সৈন্য যদি আবার আক্রমণ কর্ত্তে উপস্থিত হয়, তা'হলে—

রাঘব। না দাদা, তারা আর কখনও পেশোয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধার্ব্বে না।

বালা। কেন?

রাঘব। এ যুদ্ধে কাপ্তেন বুসি নিজামের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাই সালাবৎ আবার কখনও পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হতে সাহস কর্ব্বে এমনতো আমার মনে হয় না।

মাহ। কিন্তু, তাই বলে নিজাম উপেক্ষার পাত্র নয় খুড়োভাই।

রাঘব। তা না হতে পারে। এ যুদ্ধে কিন্তু তার বিষ দাঁত ভেঙ্গে গেছে।

মাহ। ইতিমধ্যে নিজাম যদি অন্য শক্তি সঞ্চয় করে সহসা পুনা আক্রমণ করে ?

বালা। পুনা আক্রমণ কর্ব্বে! তা করুক, তাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

মাহ। কেন সে যুদ্ধের পরিণাম কি, ভয়ানক হতে পারে না ?

বালা। তুমি আমাকে উত্তেজিত কর্চ্ছ বন্ধু ? তবে শোন মাহদাজী সে যুদ্ধের পরিণাম কি, তা আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

মাহ। কি দেখছেন পেশোয়া ?

বালা। সে যুদ্ধের পরিণামে—বালাজীর হায়দ্রাবাদ জয় অনিবার্য্য।

(মলহরের প্রবেশ)

মল। মহারাজ!

বালা। কি সংবাদ সেনাপতি ?

মল। দিল্লী হতে মোগল দূত আপনার দর্শন প্রার্থী।

বালা। তাকে সসম্মানে নিয়ে এস।

(মলহর যবনিকার অন্তরালে চাহিলে দূতের প্রবেশ)

দূত। পেশোয়ার জয় হোক্! মহারাজ, দিল্লীশ্বর আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন।

বালা। (পত্র গ্রহণান্তর) আশাকরি সম্রাট এখন নিরাপদে আছেন।

দূত। না মহারাজ! দিল্লীর সিংহাসন কোনও দিন বিবাদ শূন্য নয়।

বালা। তা'হলে কি তিনি কোন বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ?

দূত। হাঁ মহারাজ! আহম্মদসা দুরানীর মহাবীর্য্যবান্ সেনাপতি আদিল সা, দিল্লী আক্রমণ ক'রে পাঞ্জাব অধিকার করেছে।

বালা। আদিল সা বীর বটে। (পত্র পাঠান্তর) তোমার আর কিছু বলবার আছে ?

দূত। মহারাজ! সম্রাট আপনাকে এই সনন্দ খানি গ্রহণ কর্ত্তে অনুরোধ করেছেন।

বালা। উত্তম। মলহররাও, সনন্দের উল্লিখিত বিষয় সভার সম্মুখে পাঠ কর।

মল। (সনন্দ গ্রহণ ও পাঠ) "এই সনন্দের বর্ত্তমান্ অধিকারী মহাপরাক্রান্ত পেশোয়া বালাজীরাও। তুমি তাঁর আজ্ঞা অবনত মস্তকে পালন কর্ব্বে।"

বালা। সম্রাট কার উপর এরূপ আদেশ করেছেন সেনাপতি ?

মল। বাংলার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর উপর।

বালা। দূত! তুমি এখন পরিশ্রান্ত, একটু বিশ্রাম করগে। মাহদাজী! দূতের সুবন্দোবস্ত করে দাও।

মাহ। যে আজ্ঞা পেশোয়া।

[দূত ও মাহদাজীর প্রস্থান]

বালা। বন্ধুগণ! আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দী রঘুজী ভোঁসলা বঙ্গ আক্রমণ কর্ব্বার জন্য, গুরু ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে সৈন্য প্রেরণ করেছে। তাই আলিবর্দ্দীর সাহায্য কর্ত্তে

সম্রাট আমাকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন। এখন তোমাদের অভিমত ?

রাঘ। দাদা ! রঘুজীকে দমন কর্ব্বার এই উত্তম সুযোগ।

মল। মহারাজ ! আমার বিবেচনায় এই মুহূর্ত্তে আপনি এই সনন্দ নিয়ে আলিবর্দ্দীর সাহায্য করুন।

বালা। উত্তম। অদ্যই নবাব সমীপে আমি করিব প্রয়ান।

মল। মহারাজ ! পার্শ্বচর দুইশত লইতে উচিত। বিশেষতঃ— মহারাষ্ট্র-মিত্র, কভু নহে আলিবর্দ্দী।

বালা। একেশ্বর যাব আমি না করিও ভয়।
থাকিতে শাণিত অসি বালাজীর করে,
সম্মুখে অরাতি কভু না পাবে নিস্তার।
নবাবের অভিমত হলে অবগত—
তখনই আসিব ফিরি।
তোমা সবে রাজ্য মাঝে রহিবে প্রস্তুত।

[বালাজী ও সভাসদগণের প্রস্থান]

সদা। দেখুন খুড়োভাই ! দুরানীর উপর্য্যুপরি দিল্লী আক্রমণে সম্রাট-শক্তি দিন দিন নিস্তেজ হয়ে পড়্‌ছে। এই অবসরে যদি আমরা দিল্লী আক্রমণের উদ্যোগ কর্ত্তে পার্ত্তুম তা'হলে বোধ হয় আমাদের সে চেষ্টা ফলবতী হতো।

রাঘব। তা সত্য বটে। কিন্তু এই দুরানী-সেনাপতির ক্ষমতা যেরূপ অক্ষত অবস্থায় ভরেতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ কর্চ্ছে, তাতে মনে হয় যে—

সদা। যে কি খুড়োভাই!

রাঘ। যে, একদিন সে হাসতে হাসতে পেশোয়ার সম্মুখীন হবে। তা হোক্, তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিনা। কিন্তু এই সুযোগে দিল্লী অধিকার করে রাখলে মন্দ হয় না। কি বলেন হোলকার সাহেব?

মল। আপনি উচিত কথাই বলেছেন খুড়োভাই! কিন্তু পেশোয়ার বিনা অনুমতিতে তা অসম্ভব। তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমি আপনাদের কথায় সম্মত হ'তে প্যারি না।

রাঘ। বেশ, দাদা ফিরে এলে আমি তাঁকে সে কথা বুঝিয়ে বলবো।

(রংরাও এতক্ষণ প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল)

সদা। দেখুন খুড়োভাই! রংরাওরের অবস্থা দেখুন।

রাঘ। কিহে রঙ্গ! সবাই চলে গেল কিন্তু তোমার যে দেখছি প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নড়ন চড়ন নাই।

রং। আজ্ঞে, এই আপনাদের ভাব গতিক দেখে আমি একেবারে প্রস্তর বনে গেছি। কিন্তু ভগবান একলিঙ্গের অসীম অনুগ্রহ যে এখনও বাক্-রোধ হয়নি।

সদা। আমাদের আবার ভাবগতিক কি দেখলে?

রং। আজ্ঞে, বিশেষ কিছু নয়, তবে কি জানেন—আপনারাতো এখন পুনা সভায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহা আস্ফালন করে দিল্লী জয়ে ব্যস্ত, কাজেই মহারাজ যে—

(মাহদাজীর প্রবেশ)

মাহ। খুড়োভাই! শুনলুম নাকি পেশোয়া বাংলায় গেছেন?

রাঘ। হাঁ মাহদাজী। তিনি দিল্লীশ্বরের সনন্দ নিয়ে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে গেছেন।

মাহ। কত জন দেহরক্ষী তাঁর অনুগামী হয়েছে?

রাঘ। একজনও না।

মাহ। একজনও না! সে কি খুড়োভাই, আপনি উন্মাদ হয়েছেন, না বিবেচনা শক্তি একেবারে লোপ পেয়েছে? আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পার্চ্ছি না। আর সেনাপতি মহাশয় আপনি উপস্থিত থাকতে—

মল। পেশোয়া নিজেই বল্লেন, তাঁর পার্শ্বচরের প্রয়োজন নেই।

মাহ। আর অপনি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন। একি আপনার উপযুক্ত কাজ হয়েছে? একে নবাব স্বয়ং আমাদের পরম শত্রু, তার উপর বর্গী-সৈন্য বাংলায় উপস্থিত, এরূপ অবস্থায় পেশোয়াকে একা যেতে দিয়ে আপনারা ভয়ানক অন্যায় করেছেন।

সদা। মহারাজ নিজেই অনুচর নিতে অস্বীকৃত হন, এতে আমাদের অন্যায় দেখলেন কিসে মাহদাজী?

মাহ। প্রভুকে শত্রু বিবরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাওয়া যদি ভৃত্যের পক্ষে অন্যায় না হয়—তা'হলে জগতে অন্যায় কিসে সদাশিব?

রাঘব। তবে কি আপনি সে অন্যায়ের কৈফিয়ৎ চান মাহদাজী ?

মাহ। না খুড়োভাই ! আমি কৈফিয়ৎ নিতে উপস্থিত হইনি। আপনাদের দেবার মত কোন কৈফিয়ৎ যদি থাকে, তা'হলে সে কৈফিয়ৎ—ঈশ্বরের কাছে, ধর্ম্মের কাছে, কর্ত্তব্যের কাছে দেবেন ; কিন্তু আজ আমি আপনাদের ভ্রাতৃভক্তি আর প্রভুভক্তির প্রশংসা না করে থাকৃতে পার্চ্ছি না।

রাঘ। আমরা যা উচিত বিবেচনা করেছি তাই করেছি। এর মধ্যে যদি কোন গর্হিত হয়ে থাকে, তা'হলে সে অন্যায়ের জন্য আমরা দায়ী নই।

মাহ। তবে দায়ী কে ?

রাঘ। এ দোষ দাদার নিজের।

মাহ। উত্তম মীমাংসা, চুড়ান্ত নিষ্পত্তি। আজ যদি পেশোয়া অসহায় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন আর সেই সংবাদ আপনাদের কর্ণগোচর হয়, তখনও বোধ হয় আপনারা অম্লান বদনে বলবেন যে পেশোয়া স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছেন। খুড়োভাই ! সেনাপতি ! এখনও নিজেদের ভুল স্বীকার করুন, এখনও পেশোয়াকে সাহায্য কর্ব্বার উপায় করুন, এই আমার বিনীত প্রার্থনা।

রাঘ। সিন্ধিয়া সাহেব আমরা আপনাকে পরীক্ষা কর্চ্ছিলাম মাত্র। না হ'লে রঘুনাথজী এত হীন নয় যে নিজের ভাইকে সিংহ-বিবরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে রাজধানীতে

বসে আছে। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না; আমি ইতি পূর্ব্বে আট জন গুপ্ত রক্ষীকে দাদার সঙ্গে পাঠিয়েছি।

মল। মহান্ বীর! মলহর রাও এতদিন নিজেকে প্রভুভক্ত বলে শ্লাঘা কর্ত্তো, কিন্তু আজ তার সে দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে। তোমার প্রভু ভক্তি দেখে আমি চমৎকৃত; তুমি স্বদেশ হিতৈষীর আদর্শ! যত দিন পেশোয়া রাজ্যে তোমার ন্যায় প্রভুভক্ত বীর একজনও জীবিত থাকবে, ততদিন মহারাষ্ট্র-গৌরব-রবি মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দীপ্যমান থাক্‌বে। সদাশিব! এই মুহূর্ত্তে পঞ্চাশ জন বলবান্ দেহরক্ষীকে প্রস্তুত হতে বল। [সদাশিবের প্রস্থান] আর মাহদাজী! তুমি দ্রুতগামী অশ্বারোহণে যত শীঘ্র সম্ভব পেশোয়ার সাহায্যে উপস্থিত হও। [মাহদাজীর প্রস্থান] আসুন খুড়োভাই! আমরা পার্শ্বচরদের পাঠাবার বন্দোবস্ত করিগে। [উভয়েয় প্রস্থান]

রং। একেই বলে 'যার কাজ তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে'। তা'হলে মহারাজের উপর সিন্ধিয়া সাহেবের টান আছে; আর মহারাজও যে সিন্ধিয়া সাহেবকে এতটা স্নেহ করেন সেটাও দেখছি বাজে খরচ হয় না।

চতুর্থ দৃশ্য—বনমধ্যস্থ বর্গীশিবির।

কাল—সন্ধ্যা।

অমররাও।

অমর। সেই মোহন মূরতি, প্রতিভার ফুল্ল ছবি খানি,
সেই শুভ্র মৃদু হাস্য রেখা, বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর,
নয়নের কোণে নাচে দামিনী সুন্দরী।
(পরিভ্রমণ) লো বঙ্গ সুন্দরী! চাহ নাকি এ হৃদয়
ইহাত' কঠিন নহে নারীর নিকটে,
অবলা বালায় করেনাক' জ্বালাতন।
মনোরমে!
কঠোরতাময় এই মহারাষ্ট্র-প্রাণে,
তব প্রাণ চাহে কিগো অধিষ্ঠিতে?
অসম্ভব নহে কভু ইহা।
পর্ব্বতের গাত্র হতে ঝরে না কি বেগে নির্ঝরিণী?
ডাকে না কি নিশা-বিহঙ্গিনী?
পঙ্কিল-সলিলে কিগো ফোটেনা সরোজ!

(মহম্মদের প্রবেশ)

মহ। সেলাম হুজুর!

অমর। সেলাম সাহেব। সে কি হে, আজ ব্যাপারখানা কি,
ভারি যে ফূর্ত্তি দেখছি! কিছু কি হিল্লে কর্ত্তে পার্লে?

মহ। আজ সাপের পাঁচ পা দেখেছি, ডুমুরের ফুল দেখেছি, খোদার কিরে ভায়া বড় খপসুরৎ। আস্‌মান পরী! ভায়া—আস্‌মান পরী! যে দেখেছে সেই মরেছে! আর কিছু চাইনা ভায়া, পরী চাই, পরী চাই।

অমর। এই না সে দিন খুড়োমশাইয়ের কাছে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে যে সাজাদীর সখীকে বিয়ে কর্‌বে? তোমার কি রকম ভালবাসা!

মহ। আরে ভায়া! ভালবাসাতো গাংয়ের ঢেউ, এই নামেতো এই ওঠে। কেছে থাকলে জোয়ার, আর দূরে গেলেই ভাঁটা। নতূন-নতূন সবটাই ভাল।

অমর। কিন্তু তুমি না একদিন বলেছিলে, সে তোমায় ভালবাসে, তখন তার মনে কষ্ট দেওয়াটা কি ভাল?

মহ। তোমার যদি অত দরদ হয়ে থাকেতো, তুমিই না হয় সাজাদীর সখিকে নিকে কর না কেন? আর আমি ঐ বাঙ্গালী ছুঁড়িটাকে সাদি করি।

অমর। বিয়েতে কোনও আপত্তি হতে পারে না। কিন্তু তারা তাতে রাজী হবেনা বোধ হয়।

মহ। তাইতো বল্‌ছি ভায়া, "পড়েছে মোগলের হাতে খানা খেতে হবে স্যাথে" কোরাণ কল্মা পড়িয়ে ছাড়ব!

অমর। এখন ও সব কথা থাক; নবাবের খবর কি বল দেখি?

মহ। নবাব কাল বাংলায় ফির্‌বেন। তাই পণ্ডিতজী তাঁকে বন্দী কর্‌বার সমস্ত আয়োজন কর্‌ছেন।

অমর। কিন্তু নবাব যে এই পথ দিয়ে ফির্ব্বেন তার ঠিক কি? বাংলায় যাবার অন্য পথ আছে, তিনি যদি সেই পথ গ্রহণ করেন।

মহ। অন্য পথ থাক্‌তে পারে, কিন্তু তিনি সে পথে যাবেন না।

অমর। কেন?

মহ। কারণ, পণ্ডিতজী বল্লেন যে নবাবের পক্ষে এই পথই সোজা। তা'ছাড়া তিনি যাবার সময়, একবার বাঙ্গালী ছুঁড়িটার সন্ধান করে যাবেন।

অমর। নবাব যদি সংবাদ পান যে আমরা এই পথে তাঁর অপেক্ষা কর্চ্ছি, তা'হলে—

মহ। নবাব সে সংবাদ পান্‌নি, পাবেনও না। তিনি জানেন এ পথে অন্য একদল দস্যু আছে, তারাই ছুঁড়িটাকে আটক করে রেখেছে।

অমর। কিন্তু নবাব যদি একবার কোন গতিকে রাজধানীতে ফিরে যেতে পারেন, তা'হলে বাংলা তোল্‌পাড় করে ফেলবেন।

মহ। তা ফেলবেন বটে, কিন্তু এ যাত্রা যদি রেহাই পান তবে! আমায় এখনি পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে হবে, আমি চল্লুম; ছুঁড়িটা বড় খপসুরৎ ভায়া বড় খপসুরৎ।

[প্রস্থান]

অমর   সত্য বটে বালিকার চপল-নয়ন—
মুনি-মন করে উচাটন,
ছার আমি, ছার ঐ উন্মত্ত মহম্মদ !

[প্রস্থান]

(আশার প্রবেশ)

আশা   কি সুন্দর সেজেছে রজনী !
মরি মরি কত হাসি বিধুমুখে,
ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে ধরা—
কৌমুদী খেলিছে কিবা শান্ত বনমাঝে !
সরস-মুকুর পরে কুমুদ-নায়ক
তরঙ্গের সনে ক্রীড়া করে—ব্রীড়া ভরে।
মৃদুল মলয় করে চুরি ফুল পরিমল,
তটিনী পুলিন আমোদিত যাহে ;
মন্দানিল চুমিতেছে মুক্ত অলকায়।
যৌবনের উদ্দীপনা জাগে ধীরে ধীরে,
চেয়ে থাকি নীল নভঃ পানে।

(অলক্ষ্যে অমরের প্রবেশ)

পড়ে মনে, সেই আয়ত লোচন—
নীলোৎপল শোভে যেন স্বচ্ছ সরোবরে ;
সেই উন্নত উত্তেজ-পূর্ণ বীরের হৃদয়,
সেই আজানু 'লম্বিত বাহু,
বামদেব ত্যজি যেন ত্রিদিব আলয়

অবতীর্ণ ধরামাঝে মোরে ছলিবারে।
লাজ-মানে দিয়া জলাঞ্জলি,
পিপাসিত আঁখি কেন চাহে,—

অমর। আশা—

আশা। এ কে—তুমি! তুমি!
তুমি কেন প্রবেশিলে মন্দিরে আমার,

অমর। কেন আশা! প্রবেশিতে নিষেধ কি মম?
মর্য্যাদা হানি তব ঘটিবে কি তায়?
বীত রাগ মম প্রতি থাকে যদি তব,
কহ প্রকাশি সত্বর,
চিরতরে তব পাশে লইব বিদায়!

আশা। (স্বগত) বীত রাগ!
যেই পদে সঁপিয়াছি জীবন-যৌবন—
যাঁর প্রেমময়-ছবি স্থাপি হৃদি মাঝে,
পূজিতেছি অনুক্ষণ চরণ-কমল,
বীত রাগ তাঁর প্রতি!
নাথ হেন মর্ম্মভেদী বাণে
বিঁধোনাকো অবলার কোমল হৃদয়!

অমর। নীরব কি হেতু আশা?
তবে সত্যই কি অসন্তুষ্ট তুমি মম আগমনে?
শীঘ্র দেহ প্রত্যুত্তর, চলে যাই জনমের মত।
(আশার মুখ ফিরাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস) তথাপি নীরব—

এতক্ষণে বুঝিনু সকল।
আশা! গুরুতর অপরাধী আমি—
অনুমতি বিনা, প্রবেশি এ গৃহ মাঝে—
রমণীর অপমান করিয়াছি আমি।
বিদায় এক্ষণে;
এই শেষ দেখা উভয়ের, ক'রো ক্ষমা মোরে।
(প্রস্থানোদ্যত)

আশা। কোথা যাও প্রিয়তম!
যদি আসিয়াছ, দয়া দানে রাখ এই প্রাণ।
পলাও প্রাণেশ—(পদ ধারণ)
এই বাহু লতা কিন্তু ছাড়িবে না চরণ দুখানি;
কায়া তুমি, দাসী ছায়া সম রবে সাথে সাথে।
(অলক্ষিতে ভাস্করের প্রবেশ)

ভাস্কর। (স্বগত) যথা নারী তথা অমঙ্গল,
হৃদয় সতত নত প্রণয়ের পদে।
একে নারী তাহাতে সুন্দরী—
ফুল যত হয় মধুময়
কীটের প্রাধান্য তত তাহার ভিতর।
মরেছে অমর বীরশ্রেষ্ঠ;
সুকুমার হৃদয় তাহার—কাল-প্রেম-কীটের দংশনে,
অকালে কোরক বুঝি যায় বা শুখায়ে।
অথবা কে রোধিতে পারে

বিচিত্র এ প্রকৃতির লীলা—
কঠিন, কোমলে—কোমল, কঠিন
সদা করে আকিঞ্চন।

[প্রস্থান]

অমর। সুলোচনে! প্রাণেশ্বরি! উঠ উঠ কেন ধরাসনে?
পাষাণ যদ্যপি আমি,
চন্দ্রাননে! অভিমান সাজেনাক তব
কুসুমেও দেয় পদ প্রস্তরের শিরে।

আশা। দিবে বল পদাশ্রয়?

অমর। হৃদাসন মুক্ত তব তরে।
আশা!
ঐ যে শশাঙ্ক হের বিমল-বিমানে,
ঐ যে চকোরী ধায় সুধা আহরণে,
ঐ যে ফুলের হাসি পুলকে কানন,
এ হতে সুখ-কর প্রণয় তোমার।
তাই সাধ হয় ত্যজি রণ সাজ—
(নেপথ্যে)—অমর!

অমর। একি! খুল্লতাত কেন মোরে করেন আহ্বান।
তত্ত্ব কিছু বুঝিতে না পারি;
আশা! ক্ষণকাল এই স্থানে কর অবস্থান,
এখনি আসিব ফিরি।

[প্রস্থান]

আশা। এহেন পিঞ্জর যদি পায় বিহঙ্গিনী,
সুখিনী সে বটে।
অধীনতা কিবা করে রমণীর,
কিবা আসে যায় তায়!
যদি প্রাণেশের ভালবাসা পাই—
চিরদিন সহে থাকি এহেন যাতনা।
পরাধীনা কবে নহে নারী?

——:০:——

পঞ্চম দৃশ্য—বন মধ্যস্থ পথ।

কাল—প্রভাত।

মহম্মদ—

মহ। সেই মীর মহম্মদ—আর এই মীর মহম্মদ! আজ জমিন আস্‌মান ফরাক্। কাল ছিলুম ফকির—আজ হলুম আমীর, তুনিয়াটাকে চেনা ভার। যা'হোক, বাংলা দখল করে, ভাস্কর পণ্ডিতকে কলা দেখাব! কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় আমি হেন ওস্তাদ, অমর কিনা আমার চোখে ধূলো দিয়ে বাঙ্গালী ছুঁড়িটাকে হাতালে! ছুঁড়িটাও এখন আর অমরকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না। আচ্ছা বাবা! আজ আমারও আস্‌ছে—একটু সবুর কর,

পরে দেখা যাবে কারটা বেশী খপসুরত! দূরে ঐ একখানা পাল্কী আস্‌ছে না! হ্যাঁ তাইতো পাল্কীইত বটে! পেছনে আর একখানা রয়েছে, সঙ্গে লোকও অনেক। এ তবে নবাবের পাল্কী! আর যায় কোথা— এই যে এঁসে পড়েছে।

(অল্পক্ষন পরে আলিবর্দ্দী, জগৎশেঠ, রোশেনা, মতিয়া ও অনুচরগণের প্রবেশ)

মহ। আলিবর্দ্দী খাঁ! চিন্‌তে পার? আমিই সেই কুক্কুর, যাকে সভাস্থল হ'তে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।

রোশে। এখনও বলি তুই কুক্কুর! (মতিয়ার বক্ষান্তরালে গমন)

মহ। সাবধান প্রগল্‌ভা বালিকা! এ তোমার রাজোদ্যান নয়, স্মরণ থাকে যেন।

আলি। মহম্মদ! কি সাহসে তুমি আমার পথ রোধ করে দাঁড়ালে?

(ভাস্করের প্রবেশ)

ভাস্কর। সাহসের অভাব হয় না নবাব সাহেব!

আলি। কে তুমি?

ভাস্কর। আমিই সেই বর্গীগুরু ভাস্কর পণ্ডিত! যার জন্য তোমার এত আয়োজন। নবাব সাহেব! তোমার সব আশা, সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল, বিধি-নির্ব্বন্ধে আজ আমি তোমার বন্দী না হয়ে—তুমিই আমার বন্দী!

আলি। এঁ্যা! আমি বন্দী—কার বন্দী! কে আমায় বন্দী কর্ব্বে?

ভাস্কর। আমি।

১ম অনুচর। ভাই সব, আমরা বেঁচে থাকতে—আমাদের নবাবকে বন্দী কর্ব্বে?

সকলে। না কখনও না। (সকলে ভাস্করকে আক্রমণ করিতে উদ্যত)

ভাস্কর। সাবধান কুক্কুরের দল! ভাস্কর পণ্ডিতের এক ইঙ্গিতে তোদের মত সহস্র মূষিকের মস্তক ধূলায় গড়াগড়ি যেতে পারে।

আলি। আমি কি তবে সত্য সত্যই বন্দী! আমার জীবন কি তবে—

ভাস্কর। ঐ জীবনের মূল্য স্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দাবী রইল।

আলি। যথার্থই আমি অত টাকা দিতে পার্ব্ব না—

ভাস্কর। তবে আমরা বাংলায় কর আদায় করি—

আলি। তাতেও আমি অপারক—

ভাস্কর। তবে লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হই—

আলি। (ব্যস্তভাবে) না না আমায় ভাবতে দাও—

ভাস্কর। আর শেঠজী, তুমিও আজ আমার বন্দী—কোটী মুদ্রার বিনিময়ে তুমি মুক্তি পাবে।

জগৎ। আমি তোমায় এক কপর্দ্দকও দিতে অক্ষম।

ভাস্কর। উত্তম! ভাস্কর' পণ্ডিতের কথায় অস্বীকৃত হবার পরিণাম, সময়ে তোমার সম্যক্ উপলব্ধি হবে। মহম্মদ!

আমি এখন চল্লুম, তুমি নবাবকে সসম্মানে শিবিরে সঙ্গে করে নিয়ে এস, আর ঐসব অনুচরদের বন্দী করে রাখ।

[প্রস্থান]

মহ। (ইঙ্গিত করিলে কয়েক জন বর্গী সৈন্যের প্রবেশ) এদের হাত চোখ বেঁধে শিবিরে নিয়ে চল্, আমি পরে যাচ্ছি।

(রোশেনা এক পার্শ্বে ছিল, মহম্মদের ইঙ্গিতে—সে ভিন্ন সকলে বন্দী হইল)

আলি। হা খোদা ! বাংলার নবাব আজ বন্দী।

[রোশেনা ও মহম্মদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

(রোশেনা গমনোদ্যতা, মহম্মদের বাধা প্রদান)

মহ। রোশেনা ! রোশেনা ! কোথায় যাচ্ছ প্রাণেশ্বরি ? এখন আমার হও, এখন আমার প্রতি—

রোশেনা। পথ ছাড় মহম্মদ ! আমায় যেতে দাও, পিতা অনেক দূরে চলে গেলেন।

মহ। কোথা যাবে প্রাণেশ্বরি ! সে আশা ছেড়ে দাও—

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওন)

রোশেনা। পথ ছাড়্ কুক্কুর ! তোর কলুষিত হস্তে আমার দেহ স্পর্শ করিস্‌নি। তার চেয়ে আমায় হত্যা কর্।

মহ। তুমি ম'র্ত্তে যাবে কেন ? আমি নবাব হব, আর তুমি আমার বেগম হবে। রোশনা ! আমি তোমায় বঙ্গের অধিশ্বরী কর্ব্ব।

রোশে। তোর মত নারী-পীড়ক পশু-প্রকৃতি, বিশ্বাস-ঘাতককে বিবাহ করার চেয়ে এক কুষ্ঠব্যাধি-গলিত শব-দেহকে বিবাহ করা ভাল! (করযোড়ে উপবিষ্ট হইয়া) খোদা! এজীবনে কখন তোমায় প্রাণ ভরে ডাকিনি! কখনও যে তোমার করুণা ভিখারিণী হতে হবে তা জান্‌তুম না! তাই বুঝি আজ এ দুঃসময় তোমাকে মনে পড়েছে খোদা। খোদা! পিশাচের হাত থেকে নিরাশ্রয়া রমণীকে উদ্ধার কর প্রভু!

মহ। রোশেনা! রোশেনা! আর পারিনা! আর এ তৃষ্ণা চেপে রাখতে পারিনা! সম্মুখে এমন মুখ ভরা মধু, বুক ভরা প্রেম, ঢল ঢল যৌবন—ওঃ! রোশেনা—আমায় দয়া কর। আমি উন্মাদ, আমায় একবার দয়া কর।

(অগ্রসর হইয়া রোশেনার হাত ধরিতে গেল)

রোশে। (সরিয়া গিয়া) সাবধান সয়তান! আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্‌ নি—

মহ। এখনও এত তেজ! ক্ষমতা গিয়েছে তবু আস্ফালন যায়নি! রোশেনা আর তোর নিস্তার নাই, দেখি কে তোকে রক্ষা করে।

রোশে। অবলার রক্ষা কর্ত্তা স্বয়ং খোদা! পিশাচ আর এক পা এগুস্‌নি, তা'হলে—

মহ। আচ্ছা, এবার তুই কি করে ধর্ম্ম রক্ষা করিস্‌ দেখি।

[প্রস্থান]

রোশে। খোদা! তবে কি তুমি নেই! তোমার রাজ্যে এত অবিচার, নিঃসহায়া রমণীর প্রতি এত অত্যাচার! হিন্দু ধর্ম্মে শুনেছি, সতীর প্রতি অত্যাচারে—শুম্ভাসুর সবংশে বধ হল, শচীর কেশাকর্ষণে—বৃত্র সংহার হল, সীতার অঙ্গ স্পর্শে—রক্ষকুল নির্ম্মূল হল, দ্রৌপদীর অমর্য্যাদায় —কুরুকুল ধ্বংশ হয়ে গেল! আর আজ সেই সতীত্ব রক্ষাভিলাষিণী প্রপীড়িতা, সহায় হীনা, দুর্ব্বলা-রমণীর অভিশাপানলে ক্ষুদ্র মহম্মদ পতঙ্গম প্রাণাহুতি দেবে না! খোদা! হৃদয়ে বল দাও, নারীর দুর্ব্বল করে মত্তহস্তীর শক্তি দাও, যেন সে নিজের মর্য্যাদা নিজেই রক্ষা কর্ত্তে পারে।

(বৃক্ষান্তরাল হইতে মতিয়ার প্রবেশ)

মতি। সাজাদি! সাজাদি! কি ভাব্‌ছো, কা'কে ডাক্‌ছো— খোদাকে? খোদা নেই, তাই আজ তাঁর রাজ্যে এত অত্যাচার! এই নাও বোন্ (বস্ত্রাভ্যন্তর হতে ছুরিকা প্রদান) এই খানা কাছে রেখে দাও, অনেক কাজে লাগবে।

রোশে। মতিয়া! মতিয়া! তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি বোন্?

মতি। আমি গাছের পাশে লুকিয়েছিলুম। তোমাদের সব কথা শুনেছি। আমি আর দাঁড়াতে পার্চ্ছি না। এখনি হয়তো সে এসে পড়বে। আমি চল্লুম। কিন্তু বোন,

আলিবর্দ্দী খাঁর কন্যা তুমি, প্রাণ দেবে তবু মান দিও না। (গমনোদ্যতা ও মহম্মদের প্রবেশ)

মহ। রোশেনা! এই বার তোর ধর্ম্ম রক্ষা কর্—

রোশে। এইবার তোর প্রাণ রক্ষা কর পাষণ্ড—

(ছুরিকা উত্তোলন, ক্ষিপ্র হস্তে মতিয়া রোশেনার হাত ধরিল)

মহ। একি মূর্ত্তি! ব্যথিত-হৃদয়ের কাতর-শূন্য দৃষ্টির পরিবর্ত্তে, পদাহতা কাল-ভুজঙ্গিনীর ন্যায় তীব্র তেজ নয়নে প্রতীয়মান! একি ভয়ানক দৃশ্য! একি বিভীষণা মূর্ত্তি! আর দাঁড়াতে পারিনা।

[বেগে প্রস্থান]

রোশে। মতি! মতি! আমায় ছেড়ে দে আমি ওকে হত্যা কর্ব্বো।

মতি। (হাত ছাড়িয়া) স্থির হও বোন্! উনি যে আমার—

রোশে। এঁ্যা, স্বামী! স্বামী! তবে আর আমার শোনিত পিপাসা মিটলো না, পাষণ্ডের রক্তে আমার হৃদয়ের জ্বালা দূর কর্ত্তে পার্ল্লুম না। কিন্তু হত্যা চাই, রক্ত চাই,—রক্ত—রক্ত। (বক্ষে ছুরিকাঘাত)

মতি। সাজাদি! উন্মাদিনীর ন্যায় একি কর্ল্লে বোন—

রোশে। ভাল করেছি মতি! জীবিত থাকলে হয়ত একদিন—এই ছুরি মহম্মদের বুকে বসিয়ে দিয়ে—আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতুম। কিন্তু সে যে তোমার স্বামী বোন্।

মতি। ভগ্নি! পরের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে?

রোশে। হাঁ মতি! নারী আমি, নারীহৃদয়ের বেদনা বুঝ্‌তে পারি! তাই তোকে অসুখী দেখবার চেয়ে আমি মরণকে ডেকে নিলুম। উঃ—আর পারি না—মতি—বিদায় পিতা—খো-দা, খো-দা ক্ষ-মা। (মৃত্যু)

মতি। সব ফুরিয়ে গেল! নিয়তির কঠোর পীড়নে প্রফুল্ল-পঙ্কজ আজ অকালে ঝরে গেল। ভগ্নি! তুমিই যথার্থ প্রেমিকা। যাও বোন্! তোমার স্থান স্বর্গের অত্যুজ্জ্বল শিখরদেশে।

[প্রস্থান]

(মত্ত অবস্থায় মহম্মদের পুনঃ প্রবেশ)

মহ। এই বার আত্ম রক্ষা কর নবাবজাদী! কই এখানে তো কেউ নেই? কাউকেতো দেখতে পাচ্ছিনি, তবে রোশেনা কোথায় গেল। একি! রক্ত যে! এত রক্ত কোথা হতে এল? তবে কি রোশেনা মরেছে! ঐ যে তার প্রাণহীন দেহ পড়ে রয়েছে। বুকের মাঝে ছুরি-খানা আমূল বিদ্ধ, চারিদিকে রক্তের ঢেউ বইছে। যাক্ মরেছে, বেশ হয়েছে! আমি এখন বাঙ্গালী ছুঁড়িটাকে চেষ্টা করে দেখি! (গমনোদ্যত)

[অমরের প্রবেশ]

অমর। মহম্মদ—

মহ। কেও সাহেব, সেলাম।

অমর। সেলাম।

মহ। কি সাহেব খবর কি, কাজের কি হ'ল ?

অমর। আমি সহজেই কার্য্য উদ্ধার করেছি! একঘণ্টার মধ্যে হুগলীর কোষাগার হতে আড়াই কোটী টাকা হস্তগত হয়েছে।

মহ। তবে এখন চলুন, পণ্ডিতজী আপনার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন।

(উভয়ে অগ্রসর হইল)

অমর। একি মহম্মদ! এ মৃতদেহ কার ?

মহ। তাইত, এযে দেখছি রোশেনার দেহ।

অমর। রোশেনা কে ?

মহ। আলিবর্দ্দীখাঁর কন্যা।

অমর। কে তাঁর এমন অবস্থা কর্লে মহম্মদ ?

মহ। আমি সে বিষয় কিছু জানি না।

অমর। জান না, সেকি! ভাস্কর পণ্ডিতের সীমানার মধ্যে দাঁড়িয়ে, এই বিস্তৃত দিবালোকে, এরূপ নৃশংস ভাবে স্ত্রীহত্যা কর্ত্তে কে সাহস কর্ব্বে মহম্মদ ? ওকি মহম্মদ! তোমার চক্ষু জবাফুলের মত রক্তবর্ণ যে—মুখে একটা দুর্গন্ধ। তবে কি তুমি সুরাপান করেছ!

মহ। করেছি, তাতে দোষ কি ?

অমর। দোষ কি তা জানি না, তবে খুড়োমশাই এ সংবাদ পেলে কি কর্ব্বেন বলা যায় না।

মহ। কেন ?

অমর। কারণ তিনি সুরাপানের ঘোর বিরোধী, সুরাপায়ীকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন।

মহ। অমৃতে যদি তাঁর অরুচি থাকে, তাই বলে সকলে সে আস্বাদ হতে কি দোষে বঞ্চিত হবে?

অমর। (স্বগতঃ) মহম্মদ এই তোমার পতনের সূত্রপাত! তোমার আবার বিষদাঁত গজিয়েছে। সুরাপান আর রমণীর উপর অত্যাচার যেন তোমার অঙ্গের একটা ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে! তাই ভাস্কর পণ্ডিতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ কর্ত্তে তোমার সাহস হয়। আমি কিন্তু তোমার সে স্পর্দ্ধার মূলে আঘাত কর্ব্ব। এই সমস্ত বিষয় খুড়োমশাইকে এতকাল বলিনি, কিন্তু আজ তাঁকে বলা বিশেষ প্রয়োজন! (প্রকাশ্যে) আমি সে বিষয় নিয়ে তর্ক কর্ত্তে চাই না মহম্মদ। তুমি চারজন লোককে এই দেহ কবরস্থ কর্ত্তে বলে দাও। আমি এখন চল্লুম।

[প্রস্থান]

মহ। যাক্, একজনকার হাত এড়িয়েছি। এইবার সেই ছুঁড়িটাকে হাতাতে হবে। অমর এখন শিবিরের বাহিরে পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেছে, এই সময়ে সেখানে উপস্থিত হতে পার্লে নির্ব্বিঘ্নে কাজ শেষ কর্ত্তে পার্ব্বো।

(মহম্মদের প্রস্থান, চার জন সৈন্যের মৃতদেহ লইয়া গমন ও হস্ত চক্ষু বদ্ধ আলিবর্দ্দী খাঁর প্রবেশ)

আলি। মা রোশেনা, কোথায় গেলি? তোকে যে দেখতে পাচ্ছি না মা। খোদা! এ বৃদ্ধের কপালে কি শান্তি লেখনি, আজ সামান্য দস্যুর হাতে মর্ত্তে হ'ল! কে কোথায় আছ, আমার বন্ধন খুলে দিয়ে প্রাণ রক্ষা কর, ঈপ্সিত পুরস্কার পাবে।

(ছদ্মবেশে একজন দস্যুর প্রবেশ, বন্ধন মোচন)

আলি। কে আপনি, আজ আমার প্রাণ রক্ষা কর্লেন?

দস্যু। আমি একজন সামান্য দস্যু! বনের ধারে একটা ঘোড়া বাঁধা আছে আপনি শীঘ্র পালান।

আলি। তোমার কি হবে; আমার বন্ধু শেঠজীর কি হবে?

দস্যু। তাঁর জন্য কোন চিন্তা নাই। আমি আগেই তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছি। আপনি শীঘ্র আসুন।

———:*:———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—বন পথ।

কাল—সন্ধ্যা।

অশ্বপৃষ্ঠে বালাজী।

বালা। মিত্রদেব অস্তাচলগামী,
অবতীর্ণা সন্ধ্যাদেবী গ্রাসিতে মেদিনী।
আর ক্ষণ পরে, ক্ষুদ্র ঐ পরমাণু হতে—
অনন্ত-অম্বর প্রকৃতির তমঃ ক্রোড়ে লইবে আশ্রয়।
একে নিবিড় এ অটবী
সৌরালোক না পারে পশিতে কভু,
তাহে, তমোময়ী আসিছে যামিনী ;
না জানি কি ভীষণা হবে অরণ্যানী।
পথ-শ্রমে ক্লান্ত কলেবর,
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ—বক্ষ।
কিছুক্ষণ এই স্থানে করিব বিশ্রাম
(অশ্ব হইতে অবতরণ ও উপবেশন)
পরে পানীয় অভাবে,
নিজ রক্ত করিয়ে সেবন—
এ মহতী তৃষ্ণা জ্বালা করিব নির্ব্বাণ।

(কিয়ৎক্ষণ পরে) ওঃ কি !
কেবা ঐ জন ধীর পদে হয় অগ্রসর !
দেবী কিম্বা মানবী অথবা ভীষণা রাক্ষসী
কিছু নাহি হতেছে নির্ণয় ।
একি ! নারী হেন হয় অনুমান ।
মরি মরি কি রূপের মাধুরী,
স্বর্গীয় প্রভায় যেন আলোকিত বন ।
মরি নীপ বিনিন্দিত কিবা অধর পল্লব,
নয়নেতে দামিনী স্ফুরণ,
পীনোন্নত বক্ষঃস্থল,
কামজায়া জিনি রূপে যেন মনোরমা ।
এলায়িত চারু কেশপাশ,
পুরুষে বাঁধিতে যেন করিছে প্রয়াস ।
জ্ঞান হয় ত্রিদিব সুষমা ঢালি
বিধি বুঝি গঠিল উহায় ।
পরিচয় আশে কৌতুহল বাড়িতেছে মম,
বিজন বাসিনী কেবা এই বামা ?

(চন্দ্রার প্রবেশ)

বালা। (স্বগতঃ) রমণীকে দেখে' দয়াবতী বলে বোধ হচ্ছে, দেখি যদি একটু জল পাওয়া যায় ! (প্রকাশ্যে) সুন্দরী ! আমার এ' অবৈধ আহ্বান ও বাক্যালাপের জন্য আমাকে ক্ষমা কর ! কিন্তু আমি বড় পিপাসার্ত্ত ;

অনুগ্রহ করে যদি একটু জল এনে দাও, তা'হলে আমার প্রাণ রক্ষা হয়।

চন্দ্রা। আপনাকে দেখে, অনেক দূর হতে আসছেন বলে মনে হচ্ছে। আজ বোধ হয় আপনার খাওয়া হয় নি?

বালা। না সুন্দরী! আজ আমি সমস্ত দিন অনাহারে আছি।

চন্দ্রা। তবে আমার সঙ্গে আমাদের কুটীরে আসুন। সেখানে কিছু ফলমূলাহার করে, আমাদের কৃতার্থ কর্বেবন চলুন।

বালা। এই নিবিড় বনের মধ্যে একলা থাকতে তোমার ভয় করেনা?

চন্দ্রা। আমি এখানে একলা থাকিনা। ঐযে কুঁড়েটী দেখছেন, ঐখানে আমি আর আমার মা থাকি।

বালা। সুন্দরী, তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি?

চন্দ্রা। আমার নাম চন্দ্রা, এছাড়া আমার অন্য কিছু পরিচয় আমি জানিনা। জ্ঞান হয়ে থেকে দেখছি আমি বনেই আছি। মা বলেন আমি বনেই ভূমিষ্ঠ হয়েছি।

বালা। (স্বগতঃ) স্বভাব-সুন্দরী! (প্রকাশ্যে) তোমার পিতাকে তুমি দেখনি—মাকে জিজ্ঞাসা করনি কেন?

চন্দ্রা। করেছিলুম! মা বলেন আমার পিতা কর্ণাটে থাকতেন।

বালা। কর্ণাটে! সেখানে কি তাঁর কোন জমি জমা ছিল?

চন্দ্রা। হ্যাঁ, শুনেছি তিনি কর্ণাটের রাজা ছিলেন। তারপর আমাদের দেশে ডাকাত পড়লো। ডাকাতেরা সব লুটে নিয়ে গেল।

বালা। (স্বগতঃ) রঘুজী ! আজ তোর অত্যাচারে এই সরলা বালিকা কি যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছে দেখে যা !

চন্দ্রা। আপনি কি ভাবছেন ?

বালা। ভাবছি যে রঘুজী ভোঁসলা—

চন্দ্রা। (চমকিতা হইয়া) আপনি ও নাম কি করে জানলেন ?

বালা। এ নাম আমার বিশেষ পরিচিত।

চন্দ্রা। (শুষ্ক কাতর কণ্ঠে) সে কি তবে আপনার কোন আত্মীয় ?

বালা। (ঈষদ্ধাস্যে) সুন্দরী তোমার কোনও ভয় নেই, রঘুজী আমার কেউ নয়।

চন্দ্রা। (প্রকৃতিস্থা হইয়া) ঐ যা—কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল। আপনি এখন আমার সঙ্গে আসুন।

বালা। চল।

(উভয়ের প্রস্থান ও কিছুক্ষণ পরে পুনঃ প্রবেশ)

বালা। সুন্দরী ! তোমার অতিথি সৎকারে আমি পরম পরিতৃপ্ত। আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা কর্লে। এর যে কি প্রতিদান দোব তা ঠিক কত্তে পাচ্ছিনা।

চন্দ্রা। প্রতিদান ! প্রতিদান দেবার কোন দরকার নাই।

বালা। সুন্দরী—

চন্দ্রা। আপনি আমায় সুন্দরী বলবেন না। এখন আমি আপনার কাছে অপরিচিতা নই ! আপনি আমার নাম ধরে ডাকতে পারেন।

বালা। উপকারীর প্রত্যুপকার করা মানুষের কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হলে আমায় যে পাপে লিপ্ত হতে হবে চন্দ্রা।

চন্দ্রা। তাই যদি আপনার মনে হয়, তা'হলে অনুগ্রহ করে এক একবার আমার সঙ্গে দেখা কর্ব্বেন, অভাগিনী— দুঃখিনী বলে মনে রাখবেন। সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রতিদান। তা'হলে আমি নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে কর্ব্বো।

বালা। কিন্তু আমি প্রতিশ্রুত হতে পারি না, তবে সাধ্য মত চেষ্টা কর্ব্বো।

চন্দ্রা। সেই কথাই যথেষ্ট। আবার কবে আসবেন ?

বালা। আমি একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছি ! ফেরবার সময় এই পথ দিয়েই ফিরবো। কিন্তু চন্দ্রা ! তুমি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্ল্লেনাত।

চন্দ্রা। প্রয়োজন নেই বলে করিনি।

বালা। তবে আসি— চন্দ্রা ! আগামী পূর্ণিমার দিন এই জায়গায় আবার আমাদের দেখা হবে। (অশ্বে আরোহণ) আর যাবার আগে আমার কিছু পরিচয় দিয়ে যাচ্ছি, মনে রেখো আমার নাম—কুমার।

[বালাজী ও চন্দ্রার পরস্পরের দিকে চক্ষু রাখিয়া ধীরে ধীরে ভিন্ন দিকে প্রস্থান]

——:০:——

দ্বিতীয় দৃশ্য—আলিবর্দ্দী সভা।

কাল—প্রভাত।

মিঁয়াজান।

মিঁয়া। নবাবতো হাওয়া খেয়ে ফিরে এলেন। শেঠজীও সঙ্গে সঙ্গে এলেন। কিন্তু ভাবছি, দু দুটো বুড়ো ফিরে আস্‌তে পার্লে, আর সেই ছুঁড়ি দুটো যেতে আস্‌তে পথের মাঝে সাবাড়! তা যাক্ ঐ ফ্যাঁসাদে ছুঁড়ি গুলো যত যায় তত ভাল। রাজ্যে খুন খারাপিটা বেশ একটু কম্‌বে। আহা! খোদার মর্জ্জি, কে বুঝবে বল, তিনি যা করেন সবই ভাল।

(আলিবর্দ্দী ও জগৎশেঠের প্রবেশ)

আলি। কি ভাল মিঁয়াজান?

মিঁয়া। আজ্ঞে বলছিলুম কি, আপমি ভালয় ভালয় ফিরে এলেন তাই আমারও ভাল।

আলি। না মিঁয়াজান, আমি আমার অতি আদরের রোশেনাকে হারিয়ে এসেছি।

জগৎ। ভাই! আমিও আমার নয়নের এক মাত্র ধ্রুবতারা আশাকে হারিয়েছি।

মিঁয়া। ধ্রুবতারাই বটে! সন্ধ্যে না হতেই দপ্ করে জ্বলে উঠে। (স্বগতঃ) কিন্তু বাবা, এক সঙ্গে যখন

জোড়া কাৎলা সাবাড়, তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই একটু রকমারি গোছের হয়েছিল। (প্রকাশ্যে) তা যাই বলুন, আপনাদের কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় নি। আর হবেই বা কোথা থেকে, খোদাত আছেনই। আপনারা তা'হলে আসবার সময় বেশ হাত পা নেড়ে আসতে পেরেছেন বলুন!

জগৎ। কেন?

মিঁয়া। কেন আবার কি হুজুর! যখন অমন দু দুটো বোঝা ঘাড় থেকে নেমে গেল, তখন শরীরটাও বেশ ঝর ঝরে হয়েছিল নিশ্চয়ই।

জগৎ। বোঝা কাকে বল্‌ছো মিঁয়াজান?

মিঁয়া। আজ্ঞে তাইতো হুজুর, যে যা তাকে তাই বলা আমার কেমন একটা বদ অভ্যাস হয়ে গেছে।

জগৎ। মিঁয়াজান! এ সময় তোমার পরিহাস ভাল লাগে না।

মিঁয়া। সত্যইত হুজুর! সেই জন্য আমারও কি রকম কি রকম ঠেক্‌ছে। তা জাঁহাপনা। আপনাদের ব্যাপার গুলো কি শুনতে পাই না?

আলি। শেঠজীর কন্যা যাবার দিনই পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়। আর আমরা ফের্ব্বার সময় ভাস্কর পণ্ডিতের হাতে বন্দী হই। শেষে, দস্যু-বেশী কোন এক অপরিচিত বন্ধুর কৃপায় মুক্তি পাই।

মিঁয়া। তা'হলে বাধ্য হয়ে আপনাকে কন্যার আশা ছাড়তে হয়েছে বলুন!

আলি। মিঁয়াজান এই বিষাদের সময়—

মিঁয়া। আমার বিস্বাদ পরিহাসটা বন্ধ কর্ব্ব কেমন! তা আমি এই চুপ কল্লুম, এখন কি কর্ত্তে হবে বলুন!

আলি। রাজ্যের অবস্থা কি মিঁয়াজান?

মিঁয়া। রাজ্যের অবস্থা কিছু সঙ্গীন।

জগৎ। সঙ্গীন কি রকম, কেন আমার যাবার পর কি কোন দুর্ঘটনা ঘটেছিল?

মিঁয়া। আজ্ঞে না, তেমন বিশেষ কিছুই নয়। তবে অমর বলে কে একটা ডেঁপো বর্গীছোঁড়া হুগলীর কোষাগার লুট করে, কিছু হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

জগৎ। কে—অমর! ভাস্কর পণ্ডিতের দক্ষিণ-হস্ত সেই অমর রাও আমার কোষাগারে ডাকাতি করেছে?

মিঁয়া। আজ্ঞে সত্যি কথা বলতে গেলে, তাই বলতে হয় বৈকি।

জগৎ। কত টাকা?

মিঁয়া। আজ্ঞে, এই মোটে আড়াই কোটী।

জগৎ। আড়াই কোটী টাকা! নবাব! আজ আমি ধনে প্রাণে মলুম।

আলি। স্থির হও শেঠজী! আমার বোধ হয় ভাস্কর পণ্ডিতের কথায় অস্বীকার করায়, সে এই কৌশল অবলম্বন করে তার প্রতিশোধ দিলে।

জগৎ। হায়! কেন আমি তাকে কোটী মুদ্রা দিতে সম্মত হইনি। তা'হলে আজ, যাক্—আড়াই কোটী টাকার জন্য জগৎশেঠ কাতর হবে না। কিন্তু মিঁয়াজান, দস্যুরা নির্ব্বিবাদে আমার কোষাগার লুট করে চলে গেল, আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে রাজ-প্রাসাদে বসে রইলে!

মিঁয়া। আজ্ঞে লুট্‌টা হয়েছিল রাত্রিতে—তা'হলে সে সময়ে আমি ঠিক্ বসে ছিলুম না।

আলি। আমি একথা বিশ্বাস কর্ত্তে পার্চ্ছিনা, যে তুমি রাজ্যে উপস্থিত থাক্‌তে দস্যুরা কি করে নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন কর্ল্লে! কেউ তা'দের পলায়নে বাধা দিলেনা? মিঁয়াজান! আলিবর্দ্দী কি এতকাল ধরে মেষ পালন করে এসেছে?

মিঁয়া। আজ্ঞে তা-তা-তা ঠিক, তা ঠিক! কিন্তু, কি জানেন— এটা ঠিক্ ডাকাতি নয়।

আলি। ডাকাতি নয়! তবে এ কি মিঁয়াজান?

মিঁয়া। আজ্ঞে এ বেমালুম।

আলি। মিঁয়াজান, এখন রহস্য ছেড়ে সোজা ভাষায় উত্তর দাও।

মিঁয়া। তবে বলি শুনুন। শেঠজীর মেয়ে, এখান হতে রওনা হবার পরদিনই, কোথা থেকে সেই অমর ছোঁড়াটার সঙ্গে এখানে এসে উপস্থিত। ছোঁড়াটাও নিজেকে শেঠজীর আত্মীয় বলে পরিচয় দিলে—

জগৎ। আর তুমি তাই বিশ্বাস কর্লে মিঁয়া জান?

মিঁয়া। কি করি বলুন, আপনি তো যাবার সময় আমার কাছে আপনার আত্মীয়-কুটুম্বদের ফর্দ্দ করে দিয়ে যান্‌নি, তাহলেও না হয় চেষ্টা করে দেখা যেত!

আলি। তার পর?

মিঁয়া। তার পর নিশ্চিন্ত মনে রাত্রি যাপন, সেই অবসরে টাকা লুণ্ঠন, আর প্রভাত হবার পূর্ব্বেই বামাল সমেত পলায়ন। কিন্তু জাঁহাপনা! সাজাদীর সখীটির খবর কি?

আলি। তারও কোন সংবাদ পাইনি। এ যাত্রায় আমার ক্ষতির সীমা নাই, অপমানের শেষ নাই।

মিঁয়া। যখন অমন ত্র্যাহস্পর্শ ঘাড়ে করে বেরিয়েছিলেন, তখনই যে এই রকম একটু আধটু লোক্‌সান হবে, তা' আমি আগেই বুঝে নিয়েছিলুম। এখন যে প্রাণে প্রাণে ফিরে এসেছেন এই যথেষ্ট।

আলি। আমি আজ সমস্ত নবাব সৈন্যকে ভাস্কর পণ্ডিতের বিরুদ্ধে আবার পাঠাব!

জগৎ। জাঁহাপনা। সমস্তই দৈবাধীন। দৈব সুপ্রসন্ন থাক্‌লে, তবেই পুরুষকার ফলবান্‌ হয়।

আলি। যা বল্লে সব সত্য। কিন্তু মন যে বোঝেনা। শোন জগৎশেঠ, ভাস্কর পণ্ডিত জীবিত থাক্‌তে—আলিবর্দ্দীখাঁর মনে শান্তি নাই, বাংলার নবাব নিরাপদ নয়। সে পাপিষ্ঠ আমার সর্ব্বস্বধন রোসেনাকে বন্দী করে

রেখেছে, না জানি মাতৃহারা অভাগিনী আজ পাষণ্ডের হাতে কি লাঞ্ছনা ভোগ কর্চ্ছে।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জাঁহাপনা! দাক্ষিণাত্য হতে ছত্রপতি বালাজীরাও উপস্থিত।

আলি। ভাই, তুমি তাঁকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস।

[জগৎ শেঠ ও প্রহরীর প্রস্থান]

মিঁয়া। এইরে বাবা! একে চন্দ্র না যেতে যেতে, দুয়ে পক্ষ হাজির। এক ব্যাটা রাওসাহেব তো বেশ কিছু হাতিয়ে নিয়ে গেছেন, ইনি আবার কি মতলবে শুভাগমন করেছেন দেখা যাক্।

(জগৎশেঠ ও বালাজীর প্রবেশ)

সকলে। মহারাষ্ট্রপতির জয় হোক্।

বালা। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

আলি। মহারাষ্ট্রপতির সমস্ত কুশল তো?

বালা। উপস্থিত সমস্ত মঙ্গল। তবে পিতৃ-বিয়োগের পর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলুম, এখন তা' প্রায় পূরণ হয়েছে।

আলি। মহারাজের এখানে উপস্থিত হবার কারণ জানতে পারি কি?

বালা। কেন পার্ব্বেন না? আমি আমার পিতৃ-বৈরী রঘুজী ভোঁসলার বিরুদ্ধে আপনার সাহায্য প্রার্থী।

আলি। আমার সাহায্য প্রার্থী! মহারাজ! আপনি কি উন্মাদ?

বালা। কেন নবাব! আমি কি কোন অন্যায় বলেছি?

আলি। নিশ্চয়ই! আপনি কি মনে করেন মহারাজ! যে আলিবর্দ্দীখাঁ, তার চিরশত্রু মহারাষ্ট্র-মূষিককে হাসি মুখে সাহায্য দান কর্ব্বে?

বালা। আপনি আমায় সাহায্য কর্ত্তে বাধ্য।

আলি। বাধ্য! মহারাজ! আপনি উত্তেজিত হয়েছেন, প্রকৃতিস্থ হোন।

বালা। আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ।

আলি। তথাপি আপনার ঐ উক্তি?

বালা। সত্য কথা বল্‌তে, বালাজীরাও কখনও ভীত হয় না।

আলি। কি! আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমারই অপমান! কে আছ, এই পাপিষ্ঠকে বন্দী কর।

(চারি জন প্রহরীর প্রবেশ, বালাজী তরবারী খুলিল)

বালা। সাবধান! বালাজী রাও একাকী হলেও তার বাহুতে বল অছে। ওঃ! প্রাণ-দাতার প্রতি কৃতঘ্ন আলিবর্দ্দীখাঁর এই যোগ্য ব্যবহারই বটে!

আলি। প্রাণদাতা! কে আমার প্রাণদাতা?

বালা। আপনার প্রাণদাতা এই বালাজীরাও।

আলি। কিরূপে?

বালা। কিরূপে! স্মরণ করে দেখুন নবাব, যখন আপনি ও আপনার সঙ্গী শেঠজী দুর্দ্দান্ত ভাস্কর পণ্ডিতের হাতে

বন্দী, তখন কে আপনাদের বন্ধন মোচন করে—আপনাদের পলায়নের জন্য ঘোটক পর্য্যন্ত উপস্থিত করে দিয়েছিল ?

আলি। সেত একজন সামান্য দস্যু।

বালা। আর সেই দস্যুই আপনার সাহায্যার্থী বালাজীরাও।

আলি। কিন্তু আপনি যে সেই ছদ্মবেশী তার কোন প্রমাণ আছে ?

বালা। প্রমাণ আমার কথা।

আলি। আলিবর্দ্দী খাঁ মহারাষ্ট্র-দস্যুর কথায় বিশ্বাস করে না।

বালা। তা'হলে আপনি আমায় সাহায্য কর্ত্তে অপারক !

আলি। সম্পূর্ণ।

বালা। তবে শুনুন নবাব ! বালাজী-বাজীরাও কাহারও করুণা-ভিখারী নয়। সে আজ আপনার অনুগ্রহ-প্রার্থী হয়ে এখানে আসে নি।

আলি। তবে কি বুঝবো যে, পেশোয়া দয়াপরবশ হয়ে আমাকে সাহায্য দান কর্ত্তে উপস্থিত হয়েছেন ?

বালা। সত্যই তাই ! না হ'লে আপনি কি মনে করেন, আলিবর্দ্দীখাঁ ! যে পেশোয়া ইচ্ছা কর্লে—নবাব ! এখনও সময় আছে, এখনও আমার কথামত কার্য্যে প্রবৃত্ত হোন।

আলি। কখনও না ! আলিবর্দ্দী খাঁর দ্বারা তা অসম্ভব !

বালা। এই তা'হলে আপনার শেষ অভিমত ? কিন্তু স্মরণ থাকে যেন নবাব ! আজ আপনি যে ভাবে পেশোয়াকে

অপদস্থ কর্ত্তে সাহস কর্লেন, বালাজীরাও এই মুহুর্ত্তে তার উপযুক্ত প্রতিফল দিতে কুণ্ঠিত হত না, কিন্তু সে আজ মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ বলে আপনার অপরাধ মার্জ্জনা কর্লে।

আলি। আর আপনিও জানবেন যে, পেশোয়া আজ আমার অতিথি, না হলে—

বালা। তাকে কি কর্ত্তেন নবাব ?

আলি। তাকে বন্দী করে আজীবন কারারুদ্ধ করে রেখে দিতাম।

বালা। যার কৃপায় একদিন তোমার প্রাণ রক্ষা হয়েছিল, যার অনুগ্রহের উপর এখনও তোমার জীবন-মরণ নির্ভর কর্চ্ছে, যে বালাজী-বাজীরাওয়ের নামে আজ ভারত কম্পিত, মূর্খ নবাব! তাকে বন্দী কর্ত্তে তোমার সাহস হয় ? এ আকাশ-কুসুম-কল্পনা কখনও যে আলিবর্দ্দীর হৃদয়ে স্থান পাবে এ ধারণা আমার ছিল না। আজ আমি আবার স্বরাজ্যে ফিরে চল্লুম। কিন্তু যাবার আগে—(সনন্দ দান) এই নাও নবাব! দিল্লীশ্বরের সনন্দ। সম্রাটকে জানিয়ে বলো, যে তাঁর সহিত সখ্য-সূত্রে বদ্ধ হলেও—তাঁর অনুরোধে বালাজীরাও এরূপ হীন-চেতা নবাবকে সাহায্য কর্ত্তে প্রস্তুত নয়। আর যাবার পূর্ব্বে বলে যাই—মহারাষ্ট্র-দ্বেষী নবাব! এই সভা মধ্যে একদিন তোমার ঐ গর্ব্বোন্নত শিরকে পেশোয়ার

পদতলে অবনত ক'রে যুক্ত-করে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর্ত্তে হবে, কিন্তু—

আলি। মহারাজ! আমি আত্ম-বিস্মৃত হয়ে আপনার অমর্য্যাদা করেছি! আপনাকে অপমান করার সঙ্গে সঙ্গে আমি দিল্লীশ্বরের অপমান করেছি; আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আসুন মহারাজ, আমি আপনার সাহায্য কর্ত্তে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

বালা। আবিলর্দ্দীখাঁ! বালাজীরাও মিথ্যাবাদী নয়। এই দেখুন সেই বস্ত্র; এই বস্ত্র খণ্ড দিয়েই ভাস্কর পণ্ডিত আপনার চক্ষু বন্ধন করেছিল।

আলি। মহারাজ! এরূপ ভাবে আর আলিবর্দ্দীকে লজ্জা দেবার প্রয়োজন নাই, তার শিক্ষা যথেষ্ট হয়েছে। এখন অনুগ্রহ করে আমার আতিথ্য গ্রহণ কর্ব্বেন চলুন।

বালা। ক্ষমা করুন নবাব! আমি এখন আতিথ্য গ্রহণে একান্ত অক্ষম। ভাস্কর পণ্ডিত বাংলার দ্বারদেশে, এ অবস্থায় বৃথা কাল হরণ কর্ল্লে অচিরে বর্গী-পতাকা প্রাসাদ-চুড়ায় শোভিত হবে!

আলি। এখন তা'হলে আপনি কিরূপ অনুমতি করেন?

বালা। আপনি এই মুহূর্ত্তে বিশ হাজার নবাব সৈন্য বর্গী-বিরুদ্ধে প্রেরণ করুন।

আলি। পেশোয়ার আদেশ শিরোধার্য্য।

বালা। আমাকে এখনই আবার পুনায় ফিরে যেতে হবে; সেখানে সকলে আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।

আলি। কিন্তু মহারাজ, বর্গীসেন্য শুনেছি ত্রিশ হাজার; তারা অসম-সাহসী, শিক্ষিত। তার উপর—বিখ্যাত সমর-কৌশলী, রাজ-নীতিজ্ঞ ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে তারা পরিচালিত। তাই মনে হয়, যে আপনি ফিরে আসবার পূর্ব্বে নবাব-সৈন্য যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়—তা'হলে ভাস্কর পণ্ডিত অনায়াসে বাংলা অধিকার কর্ব্বে।

বালা। নবাব! বৃথাশঙ্কা পরিহার করুন। আমি স্বয়ং উপস্থিত হতে না পার্লেও, পেশোয়া-সৈন্য যথা সময়ে আপনার সাহায্যার্থে উপস্থিত হবে।

[প্রস্থান]

জগৎ। জাঁহাপনা! ভারতে বর্গী-নাম লোপ কর্ব্বার এই উপযুক্ত সময়। পেশোয়ার ন্যায় বীর্য্যবান্ ব্যক্তির সাহায্য লাভে যথার্থই আপনি ভাগ্যবান।

আলি। তুমি উচিত কথাই বলেছ শেঠজী। এতদিনে সেই মদান্ধ ভাস্কর পণ্ডিতের উপযুক্ত শাস্তি বিধান কর্ব্ব, মাতৃহারা কন্যার উদ্ধার সাধন কর্ব্ব।

মিঁয়া। কিন্তু জনাব, পেশোয়া ব্যাটা কি বদ্‌রাগী লোক। ভাগ্যিস্ জাঁহাপনা চুপ করে গেছলেন, না হ'লে তো ব্যাটা এখুনি একটা খুনোখুনি ব্যাপার বাধিয়েছিল।

আলি। সত্য মিঁয়াজান! পেশোয়ার সমকক্ষ তেজস্বী-নৃপতি ভারতে আর দ্বিতীয় নাই।

জগৎ। তবে আপনি কি জন্য তাঁর সহিত এরূপ রূঢ় ব্যবহার কর্লেন জাঁহাপনা!

আলি। শোন শেঠজী, জাতীয়-বিদ্বেষই এর প্রধান কারণ। মহারাষ্ট্র-জাতীর প্রতি যে ঘৃণা আজীবন হৃদয়ে পরিপোষিত হয়ে আসছে—আজ, সেই ঘৃণার বশবর্ত্তী হয়ে পেশোয়ার অপমান কর্ত্তে সাহসী হয়েছি। জানি না এর পরিণাম কি?

মিঁয়া। এখন আর ভাবলে কি হবে হুজুর! উপস্থিত এ দিকের যুদ্ধটার নিষ্পত্তি করুন; তারপর ও সব বিষয়ের যা হয় একটা বন্দোবস্ত আমি ক'রে দেব'।

আলি। এদিকের যুদ্ধের নিষ্পত্তি তো করে রেখেছি মিঁয়াজান।

মিঁয়া। কি নিষ্পত্তিটা কর্লেন?

আলি। ভাস্কর পণ্ডিতের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়।

মিঁয়া। তবেতো খুবই কর্লেন হুজুর।

আলি। কেন? তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে, বর্গীরা এ যুদ্ধে তাঁদের সর্ব্বস্ব হারাবে?

মিঁয়া। আজ্ঞে, আমার এ যুদ্ধে পণ্ডিত টণ্ডিতের বড় দেখা সাক্ষাৎ নাই।

আলি। তবে—

মিঁয়া। আজ্ঞে জাঁহাপনা, সকাল থেকে উদরের সঙ্গে তো ঘোর রণ উপস্থিত। কত সৈন্য, সেনাপতি পাঠালুম—কিন্তু যুদ্ধে জয় তো দূরের কথা, যুদ্ধের অবস্থা জানাতে একজনও ফেরেনি। তাই বাধ্য হয়ে এখন আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

আলি। বেলাও অধিক হয়েছে বটে, চল মিঁয়াজান—আমি তোমার যুদ্ধ জয়ের ভার নিলুম।

——০❋০——

তৃতীয় দৃশ্য—বর্গী শিবির।

কাল—সন্ধ্যা।

আশা—

আশা। কি কর্ল্লুম, মেয়ে হয়ে বাপের কোষাগারে ডাকাতি কর্ল্লুম! কিন্তু উপায়তো ছিল না। অর্থ না পেলে কা'রও প্রাণ-রক্ষা হ'ত না। সকলকে অন্নাভাবে মর্ত্তে হোত। তাই একদিকে স্বামীর জীবন রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে, অন্যদিকে ধনশালী পিতার অর্থে হাত দিতে হয়েছে। একদিকে স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য, অন্য দিকে হয়ত বৃদ্ধ পিতার চক্ষুশূল হয়েছি। কিন্তু, কোনটা বেশী মূল্যবান—

পতিপ্রেম না পিতৃস্নেহ ? কে আজ আমার এ কথার মীমাংসা করে দেবে—কে বলে দেবে এ আমার অন্যায় না ন্যায়, পাপ না পুণ্য ? ও কি ! মহম্মদ আমার শিবিরের দিকে আসছে কেন !

(মহম্মদের প্রবেশ)

মহ। সুন্দরী ! কোন বিশেষ কাজের জন্য আমি রাও সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছিলাম।

আশা। তিনি এখানে উপস্থিত নেই ; বোধ হয় গুরুদেবের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেছেন।

মহ। না সুন্দরী ! আমি যে এই মাত্র তাঁকে শিলা খণ্ডের উপর বসে নবাব-কন্যার সঙ্গে কথা কইতে দেখে এলুম।

আশা। তিনি যাই করুন, সে বিষয় আমার কাছে বলবার কোন দরকার নেই। আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে আমায় বলুন, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে বৃথা সময় নষ্ট কর্ব্বেন না।

মহ। আমাকে এরূপভাবে তাড়িয়ে দেবার কোন দরকার নেই। আমার কাজ শেষ হলে, আমি নিজেই এস্থান ত্যাগ কর্ব্ব।

আশা। তাঁর সঙ্গে যদি কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে, তা'হলে তিনি ফিরে এলে আপনাকে ডাকিয়ে পাঠাবার কথা বলব।

মহ। সত্য কথা বলতে কি, আমি অমরের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এখানে আসিনি।

আশা। তবে এখানে আসবার আপনার উদ্দেশ্য ?

মহ। উদ্দেশ্য অন্যরূপ—আমি তোমার কাছেই এসেছিলাম।

আশা। আমার কাছে! (চকিতা ও বিস্মিতা হইল)

মহ। হ্যাঁ, তোমার কাছে। আমি তোমাকে দেখবার জন্য এসেছি—তোমাকে পাবার জন্য এসেছি!

আশা। (স্বগতঃ) একি! এযে দেখছি সুরা-সেবী লম্পট, কামান্ধ-পিশাচ। এখন কিরূপে এর হাত হতে উদ্ধার পাই।

মহ। কি ভাবছো সুন্দরী! মনে কর্চ্ছ কা'কেও ডেকে আমাকে বন্দী কর্ব্বে! সে আশা ছেড়ে দাও; যে দুজন প্রহরী শিবির রক্ষা কর্চ্ছিল, আমি তাদের কৌশলে অন্যত্র পাঠিয়েছি। এ শিবির এখন রক্ষী-শূন্য, আছি মাত্র তুমি আর আমি।

আশা। (স্বগতঃ) তাইতো এখন উপায় কি! এখান হতে চিৎকার কর্ল্লেও তো কারও শোনবার আশা নেই—কি করি! (প্রকাশ্যে) এখনও বলছি আপনি এখান হতে চলে যান্।

মহ। আমি তো পূর্ব্বেই বলেছি, আশা পূর্ণ না হলে মহম্মদ এক পাও নড়বে না। যদি সহজে সম্মত না হও, বল-প্রয়োগে কুণ্ঠিত হব না। আমি এখন উন্মাদ, সুন্দরী—আমার প্রতি নিদয় হ'য়ো না।'

আশা। (স্বগতঃ) ভাস্কর পণ্ডিতের আশ্রয়ে থেকে যে এরূপ অত্যাচার সহ্য কর্ত্তে হবে তা জানতাম না। ভগবান্ এখন তুমিই সহায়!

মহ। (অগ্রসর হইয়া) তা'হলে দেখছি তুমি সহজে স্বীকার হবে না। সুন্দরী অপরাধ নিয়ো না, আমায় বাধ্য হয়ে বল প্রকাশ কর্ত্তে হবে।

আশা। (স্বগত) আর তো এখানে দাঁড়াতে সাহস হচ্ছে না। এখনই পাষণ্ড আমায় আক্রমণ কর্ব্বে, কি করি—দেখি পালিয়ে গিয়ে যদি পিশাচের হাত হতে নিষ্কৃতি পাই। (গমনোদ্যতা)

মহ। (বাধা দিয়া) কোথায় যাচ্ছ প্রেয়সী? আমায় একলা ফেলে শিবির হতে পালাবে। তা'হবে না। আগে সম্মত হও, নতুবা—(অগ্রসর)

আশা। না পালাব না এইখানেই থাক্‌বো, দেখি তুই কি করে আমার উপর অত্যাচার করিস্।

মহ। বেশ—(আশার হাত ধরিবার চেষ্টা)

আশা। (সরিয়া গিয়া) সাবধান নরপশু! এখনও ধর্ম্ম আছে, এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে—মহম্মদ! সাধ্য কি তুই আমার সতীত্ব হরণ করিস্!

মহ। সুন্দরী! আমার অসাধ্য কাজ বোধ হয় জগতে সৃষ্টি হয় নাই। আর পারি না, বড় আশা—বড় লালসা। (মহম্মদ আশাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, আশা দৌড়াইতে লাগিল)

আশা। কে কোথায় আছ রক্ষা কর! পিশাচের অত্যাচারে আজ হিন্দুরমণী তার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে বসেছে। রমণীর

কাতর-ক্রন্দনে যদি কারও প্রাণ কেঁদে ওঠে, রমণীর পূত-গর্ভে যদি কেউ জন্মগ্রহণ করে থাক, নিমিষের জন্যও যদি কেউ সেই নারী-রূপিনী গর্ভধারিণীকে পবিত্র-চিত্তে একবার মা বলে ডাক্‌তে পেরে থাক, তা'হলে এস, আজ পাশব-বলের হাত হতে অত্যাচারিতার উদ্ধার-সাধন কর্ব্বে এস।

মহ। তোমার সহস্র চীৎকারেও কেউ এখানে উপস্থিত হবে না।

আশা। কৈ, কেউত এলো না, কেউত আমায় উদ্ধার কর্ত্তে ছুটে এলো না। তবে কি ভারতে হিন্দুনাম লোপ পেয়েছে, না আজ তারা অঙ্গনা রক্ষায় অক্ষম!

মহ। (মহম্মদ আশার সন্নিকটস্থ হইয়া হাত ধরিবার উদ্যোগ করিল) এইবার সুন্দরী!

আশা। ভগবান্! সহায় হও, গুরুদেব! রক্ষা কর।

(পিস্তল হস্তে ভাস্কর পণ্ডিতের প্রবেশ)

ভাস্কর। সাবধান! ভয় নাই মা; ভাস্কর পণ্ডিত নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। যতদিন সে জীবিত আছে, ততদিন তুমি নির্ভয়া।

আশা। গুরুদেব! আপনার আশ্রয়ে থেকে আর কতদিন এরূপ অত্যাচার সহ্য কর্ত্তে হবে? (চক্ষু মুছিল)

ভাস্কর। একি মা, তুমি কাঁদছো! কাঁদ, ভাস্কর পণ্ডিত আজ নিদ্রিত—তোমার অশ্রু-জলে তার চক্ষের জড়তা দূর করে দাও মা!

আশা। ক্ষমা করুন গুরুদেব! আমি আপনার উপর অভিমান করে কেঁদেছি, আর কাঁদব না।

ভাস্কর। কাঁদ নারী—ভাস্কর পণ্ডিত সুরাদ্বেষী হলেও, মদ্যপায়ীকে আশ্রয় দেয়, কাঁদ নারী—ভাস্কর পণ্ডিত স্ত্রীজাতিকে মাতৃ সম্বোধন কর্লেও নারী-ঘাতককে শাস্তি দেয় না; কাঁদ নারী—ভাস্কর পণ্ডিত হিন্দু হলেও, বিধর্ম্মী আজ তার ঘরে অত্যাচার করে। কাঁদ নারী চিৎকার করে কাঁদ, কেঁদে অশ্রু জলে পৃথিবীতে একটা প্রলয় প্লাবন উপস্থিত কর! কিম্বা আয় মা! তুই বায়ুর মত ধেয়ে এসে ভাস্কর পণ্ডিতের রোষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করে দে মা, সে আজ দুষ্কৃতকে শাস্তি দিক্। মহম্মদ! স্ত্রী-হন্তা-সুরাপায়ী-লম্পট—শয়তান! আজ ভাস্কর পণ্ডিতের আশ্রিতের উপর অত্যাচার কর্ব্বার ফল ভোগ কর।

(মতিয়ার প্রবেশ)

মতি। মেরোনা, মেরোনা। (ভাস্কর পণ্ডিতের হাত হইতে গুলি বাহির হইয়া গেলে মহম্মদের পতন)

মতি। চলে গেল, চলে গেল আমাকে একা ফেলে রেখে চলে গেল!

মহ। কে মতিয়া! তুমি আমায় এত ভালবাস্তে, তা জানতুম না। মতি! আমি—মহা পাপী, আমায়—ক্ষমা কর—

(মৃত্যু)

মতি। সব শেষ, সব ফুরিয়ে গেল !

ভাস্কর। তুমি কে মা ?

মতি। আমি ! আমি যবনী।

ভাস্কর। মহম্মদ তোমার কে মা ?

মতি। কে ? কেউ নয়—আবার সব ! আমার সুখ, আমার শান্তি, আমার সর্ব্বস্ব ! ঘাতক, তুমি তাকে আমার হৃদয় হতে সবলে ছিঁড়ে নিয়েছ। তুমি আমায় পাগল করেছ।

ভাস্কর। মা ! তোমার স্বামী যে অত্যাচারী !

মতি। তাই তাকে শাস্তি দিয়েছ ? আশ্রিতাকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে শরণাপন্নকে হত্যা করেছ ?

ভাস্কর। মা ! হিংসাই কি মানবত্বের চরম-আদর্শ, পীড়নেই কি শক্তির সফলতা ? তা নয় মা, বল-প্রয়োগই পাপ। যে কাপুরুষ স্ত্রীলোকের উপর বল প্রকাশে উদ্যত হয়, সে ক্ষমার অযোগ্য।

মতি। সেই অপরাধেই যদি তার প্রাণদণ্ড করে থাক, জ্ঞান-গর্ব্ব ভাস্কর পণ্ডিত ! তা'হলে আগে নিজের শাস্তি-বিধান করনি কেন ?

ভাস্কর। কেন মা ! তার অপরাধ ?

মতি। অপরাধ ! মদান্ধ-দস্যু ! অপরাধ কি তা দেখতে পাচ্ছ না ? অপরাধ কি তা বুঝতে পার্চ্ছনা ? বর্গীর অত্যাচারে দেশ ছেয়ে ফেলেছে। তা'দের পৈশাচিক নির্ম্মমতায়—

সুরম্য হর্ম্ম্য আজ ধূলায় পরিণত হয়েছে, আত্মীয়-স্বজন-পূর্ণ শান্তি-কুটীর আজ শ্মশান হয়ে গেছে; স্নেহময়ী মাতা পুত্রহারা হয়ে উন্মাদিনীর মত পথে পথে হাহাকার ক'রে বেড়াচ্ছে; অভাগিনী নারী পতি-বিরহে আমার মত মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, আর এমনি প্রতিহিংসা-পরায়ণ চক্ষু নিয়ে প্রতি মূহুর্ত্তে তোমায় অভিসম্পাত কর্চ্ছে।

ভাস্কর। মা! প্লাবনে যখন চারিদিক ভেসে যায়, তখন নাম-রূপে জলাশয়ের বিশেষত্ব নির্ণয় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুরম্য-হর্ম্ম্য!—ক্ষুব্ধ হয়োনা মা, সত্য শোন; সুরম্য-হর্ম্ম! যেখানে, পিতামাতা—স্নেহশূন্য, সন্তান—ভক্তিশূন্য, বন্ধু—প্রীতিপরিশূন্য; যেখানে, পতি-পত্নী—প্রেমের দুর্লভতায়, নৈরাশ্যের অন্ধকারে বিভ্রান্ত, সেখানে হর্ম্ম্যের রমণীয়তা কোথায় মা? আত্মীয়-স্বজন-পূর্ণশান্তি-কুটীর! দারিদ্র্যের রুদ্ধ-অশ্রুধারে, ঈর্ষা-দ্বেষের আবিল-প্রবাহে—দরিদ্রের কুটীর আগেই ভেসে গিয়েছে, আত্মীয়তা নিষ্প্রাণ-মৌখিকতায় পর্য্যবসিত হয়েছে, তবে শান্তি কোথায় মা? আরও শোন, মাত্র স্ত্রীলোকের অপরাধেই যেমন গৃহ ও সমাজ উচ্ছিন্ন হয় না, পুরুষও—সমপাপী; সেইরূপ কেবল রাজার পাপানলেই রাজ্য দগ্ধ হয় না—প্রজার পাতক-রাশিই তা'তে প্রধান-হব্যরূপে আহুত হয়। তাই বল্‌ছি ক্রোধ ক'রনা মা, স্থির হও।

মতি। ক্রোধ কর্ব্বনা! পতিহন্তা! তোমাকে ধ্বংশ কর্ব্বার জন্য আমি শয়তানের আশ্রয় গ্রহণ কর্ব্ব, জগতের দ্বারে দ্বারে সাহায্য ভিক্ষা করে বেড়াব।

ভাস্কর। শোন নারী! আজ যদি ভারতের সমস্ত শক্তি আমার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়, তা'হলে ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণ বিচলিত হবে না। কিন্তু নারীর বিপক্ষে তার চির-কঠিন হস্ত শিথিল হয়ে আসে। তাই বলছি ক্রোধ ক'রো না নারী।

মতি। তা হয় না শয়তান! তা হবার নয়! পাষণ্ড! তুমি আমার হৃদয়কে শ্মশান করেছ! তোমার রক্ত ভিন্ন সে চিতা শীতল হবে না। উঃ জ্বলে গেল! জ্বলে গেল! প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—

[প্রস্থান]

ভাস্কর। ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তা'হলে যাও নারী! প্রতিবিধিৎসায় অগ্রসর হও; অধর্ম্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে ন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করগে। মা, এতদিন ধরে যে গর্ব্বকে সযতনে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলুম, আজ এই রমণীই তার মূলে প্রথম আঘাত কর্ল্লে!

আশা। স্থির হোন গুরুদেব। চিন্তা কি! আপনার লোক-বল আছে, অর্থবল আছে—

ভাস্কর। আমার সব আছে! কিন্তু মা স্ত্রীলোকের অভিসম্পাত সহ্য করি এমন ক্ষমতা আমার নেই।

আশা। দুর্ব্বলা রমণীর আবার শক্তি কোথায় গুরুদেব ?

ভাস্কর। ভুল বুঝেছ মা ! নারী দুর্ব্বলা হলেও সবলা, কোমলা হলেও ভয়ঙ্করী, আবার দেবী হলেও পিশাচী।

আশা। গুরুদেব, নারীর অভিশাপ সহ্য কর্ত্তে পারে এমন লোক কি জগতে কেউ নেই !

ভাস্কর। (স্বগতঃ) সন্তানের দুঃখে আজ মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠেছে, আর ভয় নেই। (প্রকাশ্যে) আছে মা আছে। এই বিশাল জগতে মাত্র একজন সে তেজ সহ্য কর্ত্তে পারে।

আশা। গুরুদেব ! কে সে শক্তিমান্ ?

ভাস্কর। শক্তিমান্ নয়—শক্তিমতী। সে আমার মা।

আশা। (মাথা হেঁট করিয়া) গুরুদেব ! তথাপি আমি অবলা নারী মাত্র।

ভাস্কর। হ্যাঁ মা, তুমি সেই নারী। যে নারী—গর্ভধারণ করে দশ মাস দশ দিন নরক যন্ত্রণা ভোগ করে ; যে নারী,—নিজের রক্ত দিয়ে নিঃস্বার্থ স্নেহের, 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননী-নামের সার্থকতা সম্পাদন করে, তুমি সেই মাতৃমূর্ত্তি—নারী। যে নারী—গৃহে অরণ্যে স্বামীর অনুগামিনী হয়ে—রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্যে সমভাবে তাঁর উপাসনা করে, তুমি সেই পত্নীরূপা—নারী। যে নারী,—পবিত্র-প্রণয়ের ফলে ভূমিষ্ঠ হয়ে অপার-স্নেহধারা পান করে বর্দ্ধিত হয়, তুমি সেই কন্যাভাবে—নারী।

আবার যে নারী—প্রলোভনে বশীভূত কোরে, জঘন্য বৃত্তির দ্বারা মানুষকে ধ্বংশের পথে টেনে নিয়ে যায়, তুমি সেই রুধির-লোলুপা—নারী। মা! নারী হতে সৃষ্টির উদ্ভব—আবার সেই নারী হ'তেই তার পতন।

আশা। (কাঁপিতে লাগিল) গুরুদেব! গুরুদেব!

ভাস্কর। একি মূর্ত্তি! ভাস্কর পণ্ডিতকে আজ একি মূর্ত্তি দেখালি মা! যে মূর্ত্তিতে একদিন বিশ্বনাশী খর্পর করে অসুর দলনে উদ্যতা হয়েছিলি, যে মূর্ত্তি দেখে একদিন অনাদিনাথ সভয়ে পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করেছিলেন, এ যে দেখছি সেই মূর্ত্তি! তবে আয় মা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী নারী! তুই এক হস্তে কাতর সন্তানের প্রতি বরাভয় দান কর্, আবার রণরঙ্গিণী-মূর্ত্তিতে অন্য হস্তে শত্রুদলনে অগ্রসর হ'মা!

আশা। গুরুদেব! আশীর্ব্বাদ করুন। আপনার আশীর্ব্বাদে সব সিদ্ধ হবে।

ভাস্কর। সন্তানের প্রতি এত করুণা জননি! তাই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তা'হলে শোন মা! আজ আমি—আমার জন্মার্জ্জিত সমস্ত সুকৃত তোমাকে অর্পণ করে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি, তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হোক্।

অমর। (নেপথ্যে) খুড়োমশাই!

ভাস্কর। মা! তুমি ভিতরে যাও, অমর আস্‌ছে।

[আশার প্রস্থান]

(অমরের প্রবেশ)

অমর। খুড়োমশাই। (মহম্মদের দেহ পায়ে ঠেকিল) একি, মহম্মদের আজ এ অবস্থার কারণ কি পিতৃব্য ?

ভাস্কর। পাষণ্ড আজ সুরাপান করে আশার উপর বল প্রকাশে উদ্যত হয়েছিল, তাই স্বহস্তে ওকে বধ করেছি।

অমর। হায় হতভাগ্য! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বন্ধুভাবে তোমায় সুরাপানে নিষেধ করেছিলুম, কিন্তু তুমি আমার কথায় কর্ণপাত কর্লে না, এখন সেই সুরাই তোমার অকাল-মৃত্যুর কারণ হ'ল।

ভাস্কর। যুদ্ধের সংবাদ কি অমর ?

অমর। সংবাদ পেলুম বিশ হাজার নবাব-সৈন্য আমাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে কাটোয়ায় শিবির স্থাপন করেছে।

ভাস্কর। কা'র অধীনে এই সৈন্য পরিচালিত হচ্ছে অমর ?

অমর। সেই সংবাদ পাবার জন্য আমি আটজন গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলুম, কিন্তু তারা ফিরে এসে একবাক্যে বল্লে যে নবাব এ যুদ্ধে কা'কেও সেনাপতি করে পাঠান নি।

ভাস্কর। অপদার্থ তারা।

অমর। পিতৃব্য! মহম্মদের পর নবাব তো আর কা'কেও সৈনাপত্যে নিযুক্ত করেন নি!

ভাস্কর। কেন, মীরজাফর ?

অমর। না, সে এখনও সৈন্যভার গ্রহণ কর্ত্তে রাজী হয় নি।

ভাস্কর। তবে কি নবাব বিনা নেতৃত্বে সৈন্য পাঠালে ?

অমর। আমার তো তাই অনুমান হয়।

ভাস্কর। অসম্ভব। অমর! আলিবর্দ্দী এত নির্ব্বোধ নয়, যে উপযুক্ত অধিনায়ক ভিন্ন ভাস্কর পণ্ডিতের বিরুদ্ধে বিশ হাজার সৈন্য পাঠাতে সাহস কর্ব্বে।

অমর। তা'হলে আমি নিজে একবার সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখিনা কেন?

ভাস্কর। আর অনুসন্ধান কর্ব্বার প্রয়োজন নেই বৎস! কাল প্রভাতেই আমরা আচম্বিতে মুসলমান শিবির আক্রমণ কর্ব্ব।

অমর। কিন্তু পিতৃব্য! অতর্কিত আক্রমণ যে নীতি-বিরুদ্ধ।

ভাস্কর। হোক্ নীতি-বিরুদ্ধ। অত্যাচারকে বাধা দিতে, গর্ব্বকে পদদলিত কর্ত্তে, আর অসত্য-সন্ধকে শাস্তি দিতে--ভাস্কর পণ্ডিত আজ নূতন সমর-নীতি সৃষ্টি কর্ব্বে। অমর! এখনই তুমি সমস্ত বর্গীসৈন্যকে সজ্জিত করগে। কিন্তু মনে থাকে যেন পুত্র! এ বড় ভীষণ যুদ্ধ। এ যুদ্ধের পরিণামে—হয় ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যু, আলিবর্দ্দী খাঁর কর-মুক্তি; কিম্বা নবাবের উচ্ছেদ, রঘুজী ভোঁসলার বঙ্গ-বিজয়।

———:❋:———

চতুর্থ দৃশ্য—বিলাস কক্ষ।

কাল—প্রভাত

সালাবৎ ও পারিষদ।

সালা। রাজকার্য্য! রাজকার্য্য তো একটা কঠোর পরিশ্রম, একটা দারুণ অশান্তি। কাজটাতে সুখের লেশ নেই, কষ্টের সীমা নেই। সিংহাসনে বসে যদি একটু আমোদ উপভোগ কর্ত্তে না পেলুম তো, সে রকম রাজা হয়ে ফল কি? এবার আমি মন্ত্রীকে স্পষ্ট বলে দেবো, যে হয় তুমি সিংহাসনে বসে আমার নামে রাজ্য চালাও, নয়তো কাজে ইস্তফা দাও। এখন একটু স্ফূর্ত্তি কর্ত্তে পার্লে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

পারি। তা'হলে হুজুর শুভ কাজে দেরী ভাল নয়। আমি এখনই বান্দাকে সরাপ্ আন্তে বলে দি। কে আছিস্, বান্দাকে পাঠিয়ে দে।

(বান্দার প্রবেশ)

পারি। এই বলি শোন্, ভাল দেখে পেয়ালা কতক সেরাজী—বুঝ্লি। যা, শীগ্গির নিয়ে আয়। দাঁড়িয়ে রইলি যে, যা বেটা শীগ্গির নিয়ে আয়। (বান্দাকে ধাক্কা মারিল, বান্দা ক্রোধ দৃষ্টিতে চাহিল) ওরে বাপরে—

সালা। কি হয়েছে?

পারি। হুজুর সাবধান—বুঝি বা রাজ্য যায়।

সালা। সে কি!

পারি। আর সে কি হুজুর, বান্দা বিদ্রোহী।

সালা। কি রকম!

পারি। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ওকে সেরাজী আন্‌তে বল্লুম, ও যেন আমায় কামড়াতে এল।

সালা। বান্দা—

বান্দা। জাঁহাপনা! গোলামের অপরাধ নেবেন না। সেনাপতি মহাশয়ের হুকুম, আজ প্রভাত হতে রাজ্যের সমস্ত সুরালয় বন্ধ থাকবে। যে কেউ সে আদেশ অমান্য করে রাজ-প্রাসাদে সুরা উপস্থিত কর্ব্বে, তা'কে হাজার আসরফি অর্থদণ্ড দিতে হবে।

সালা। সে কি!

পারি। আর সে কি হুজুর! রাজ্য আর টেঁকে না। সিংহাসন খানা ভূমিকম্পে টল্‌মল্‌ কর্চ্ছে।

সালা। বান্দা! সেনাপতির এরূপ কর্ব্বার কারণ অবগত আছ?

বান্দা। না হুজুর! বান্দা সে কারণ অবগত নয়।

সালা। উত্তম, তুমি এখন যেতে পার। কিন্তু আমি এর বিচার কর্ব্ব।

[বান্দার প্রস্থান]

পারি। তা'হলে তো দেখছি হুজুর সরাপের দফা নিশ্চিন্দি।

সালা। কিন্তু সেরাজীর মুখ না হলে কি রঙ্গিনীদের গান জম্‌বে?

পারি। তা যা বলেছেন হুজুর! একটা কথার মত কথা। কিন্তু

বল্‌ছিলুম কি—সুরা আর সুর, এই দুটো জিনিষ এক জায়গায় হলেই মহা গোলযোগ। কাজেই, সুরাটা যখন পাওয়া যাচ্ছে না—তখন বাকী টুকুর চেষ্টা কর্ল্লে ভাল হয় না হুজুর?

সালা। বেশ, তুমি তা'হলে সুন্দরীদের এখানে উপস্থিত কর।

পারি। যে আজ্ঞা হুজুর! আমি এই এলুম্ বলে। ধাঁ করে যাব, আর চট্ করে তাদের এনে হাজির কর্ব্ব।

[প্রস্থান]

সালা। অশ্চর্য্য! এই সমস্ত বিষয় আমার কাছে যেন একটা প্রহেলিকা বলে বোধ হচ্ছে। সেনাপতির স্পর্দ্ধা যে গোপনে এতদূর অগ্রসর হয়েছে, তা জান্তাম না। সে পাষণ্ড—

(জনৈকা নর্ত্তকীর সহিত পারিষদের প্রবেশ)

পারি। হুজুর! অতিকষ্টে তো একজনকে পাক্‌ড়াও করে এনেছি। এখন বিবিজানের কি আর্জ্জি আছে শুনুন্।

সালা। সুন্দরী! তোমার যদি কিছু বল্‌বার থাকে, প্রাণ খুলে বল।

নর্ত্তকী। জাঁহাপনা বাঁদীর গোস্তাকী মাপ্ হয়। সেনাপতি মহাশয়ের ঘোষণা পত্রে প্রকাশ, যে আজ হ'তে রাজ্যের কোনও ব্যক্তি কোনরূপ বিলাসিতায় যোগদান কর্ত্তে পার্ব্বে না।

সালা। ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা, ভয়ানক চক্রান্ত! কে

আছিস্, এই মুহূর্ত্তে সেনাপতিকে বন্দী করে আমার সামনে উপস্থিত কর্। আমি সে বিশ্বাসঘাতকের—

(আমীর খাঁর প্রবেশ)

আমীর। আমীর খাঁ বিশ্বাসঘাতক নয় জাঁহাপনা!

সালা। আমি জান্তে চাই আমীরখাঁ! যে আমি বর্ত্তমানে কি সাহসে তুমি এরূপ কঠোর আদেশ প্রচার করেছ, আর কি জন্যই বা তুমি এরূপ ভাবে আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কর্চ্ছ?

আমীর। আমি সামান্য ভৃত্য মাত্র। আমার সাধ্য কি যে, আপনার স্বাধীনতায় বাধা দি। কিন্তু জাঁহাপনা! রাজার যথেচ্ছাচারিতায় প্রতিবাদ কর্ব্বার অধিকার আমার ন্যায় প্রত্যেক প্রজার আছে। তাই, আপনার মঙ্গল চিন্তায় আমি বিলাসিতা রহিত করেছি।

সালা। আমার মঙ্গল চিন্তায়?

আমীর। হ্যাঁ জনাব! আপনারই মঙ্গলের জন্য—

সালা। কা'র দ্বারা তুমি আমার অনিষ্ট আশঙ্কা কর আমীর?

আমীর। যে দিন পেশোয়া-দূত রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিল, জাঁহাপনা! সেদিনের কথা আপনার স্মরণ হয় কি? আপনি সেদিন মহারাষ্ট্র-দূতকে পদাঘাতে বিতাড়িত করেছেন, আপনি পেশোয়ার অপমান করেছেন।

সালা। সেনাপতি! হায়দ্রাবাদের নিজাম কা'রও অপমান করুক্ আর নাই করুক্, সে কৈফিয়ৎ গ্রহণ কর্ব্বে বলে

তোমাকে ডাকা হয় নি বোধ হয়।

আমীর। তবে অধীন্‌কে স্মরণ কর্ব্বার কারণ কি জনাব!

সালা। আমি জান্‌তে চাই যে, আমি যাদের সুরা-বিক্রয়ের অধিকার দিয়েছিলুম, আমার আদেশ অমান্য ক'রে—কিজন্য তুমি তাদের সে অধিকার হতে বঞ্চিত করেছ? আমীর! সত্য বল, এর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকের গুপ্ত ছুরি লুক্কায়িত আছে কিনা?

আমীর। বলেছি তো জনাব! আমীরখাঁ বিশ্বাস-হন্তা নয়।

সালা। তবে কি সাহসে তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছ?

আমীর। আমার যা বক্তব্য ছিল, তা'তো পূর্ব্বেই নিবেদন করেছি জনাব। তার বেশী আমার আর কোন কথা বল্‌বার নেই!

সালা। তা'হলে তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার কর্চ্ছ? আমীর! আমার নিকট তা'হলে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি—

আমীর। কর্ত্তব্যবোধে যা করেছি তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর্ত্তে আমীর খাঁ প্রস্তুত নয়।

পারি। তবে কি গর্দ্দানটা দিতে—

আমীর। চুপ্ কর্ স্তাবক।

সালা। কি, এতদূর স্পর্দ্ধা! কে আছিস্—

আমীর। ক্ষান্ত হউন্ নিজাম! আমাকে বন্দী করা আপনার সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু আপনি যখন আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন, আমি বিরুদ্ধাচরণ কর্ব্ব না। এই নিন্

জনাব আপনার উষ্ণীষ আর এই নিন্ আপনার তরবারি। আজ আমি স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ কর্‌লুম। আর যাবার আগে, আমি আমার সমস্ত আদেশ প্রত্যাহার কর্চ্ছি। জাঁহাপনা! আপনি নিশ্চিন্ত মনে আমোদে যোগদান করুন, হায়দ্রাবাদ বিলাসিতার চিরান্ধকারে ডুবে যাক্।

[প্রস্থান]

পারি। হুজুর! সেনাপতি মসাই যে সত্যি সত্যি চলে গেলেন।

সালা। তা যাক্; এতদিনে আমি নিষ্কণ্টক হলুম। এখন এস, একটু আমোদ করা যাক্। বান্দা—

(বান্দার প্রবেশ)

সালা। সেরাজী আর বাইজী।

বান্দা। যো হুকুম খোদাবন্দ।

(বান্দার সুরা রাখিয়া প্রস্থান, সকলের সুরাপান, সখিগণের প্রবেশ ও গীত)

বিলিয়ে দিয়ে রূপের রাশি, আয় ছুটে আয় বঁধূর পাশে।
লুটিয়ে দেলো ভরা যৌবন, রেখেছিস্ প্রাণ যারই আশে॥
দেখে আড় নয়নে মুচ্‌কি হাসি, পরবো কি সই গলায় ফাঁসি।
মুখেই শুধু ভালবাসি, শেষে প্রাণ যাবে কি হা হুতাশে॥
চোখের দেখায় আশ মেটেনা, পরশনে মন বোঝে না।
হলে প্রাণে প্রাণে মেশামেশি, তবেই তো সুখ ভাল বেসে॥
আয় না লো সই আপন ভুলে, নিই বঁধূরে বুকে তুলে।
নীরব আঁখির নীরব ভাষায় তুষ্‌বো সদা নবীন আশে॥

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। জাঁহাপনা!

সালা। কেও, মন্ত্রী! তুমি আবার এখানে কি জন্য?

মন্ত্রী। জাঁহাপনা! সেনাপতি রাজ্য পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে।

সালা। চলে গেছে! মন্ত্রী, তুমি কি সত্য বলছো?

মন্ত্রী। হ্যাঁ জাঁহাপনা! এইমাত্র সে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে গেল।

সালা। গেছে বেশ হয়েছে। এতদিনে হায়দ্রাবাদ বিশ্বাস-ঘাতকের হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেলে।

মন্ত্রী। সেনাপতি আমীরখাঁ বিশ্বাসঘাতক! জাঁহাপনা! আপনি এ কি বলছেন? যে বীর—

সালা। ইচ্ছা কর্ল্লে দিগ্বিজয় কর্ত্তে পারে।

মন্ত্রী। যার তুল্য দেশহিতৈষী—

সালা। হায়দ্রাবাদে বিরল, কেমন। মন্ত্রী! এখন আমার আমীর খাঁর গুণ-কীর্ত্তন শোন্‌বার অবসর নেই। যাও বিরক্ত ক'রো না।

মন্ত্রী। কিন্তু জনাব! প্রভুভক্ত আমীর যে—

সালা। সাবধান মন্ত্রী! আবার যদি তুমি ওরূপ ভাবে আমায় বিরক্ত কর, তা'হলে পদাঘাতে তোমায় দূর করে দোব।

মন্ত্রী। কি! আমায় পদাঘাত কর্ব্বে? সালাবৎ! আমি না তোমায় কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি! বৃদ্ধ চীন্‌কিলীচ খাঁ মর্ব্বার সময় আমার হাতে ধরে বলেছিলেন "দেখো বন্ধু!

আমার আদরের সালাবৎ রইল। তাকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলুম।" কিন্তু বৃদ্ধ! তুমি স্বর্গ হতে অভ্রমালা ভেদ করে দেখ দেখি, আজ তোমার পুত্রের হাতে এ বৃদ্ধ কি লাঞ্ছনা ভোগ কর্চ্ছে। সালাবৎ! তোমার পদাঘাত আমি বুক দিয়ে সহ্য কর্ত্তে পার্ব্ব, কিন্তু তোমায় অভিসম্পাৎ কর্ত্তে পার্ব্ব না। তোমার কষ্ট দেখলে যে আমার প্রাণে ব্যথা লাগ্‌বে। সালাবৎ! এখন তুমি উপযুক্ত হয়েছ, তোমার রাজ্যভার তুমি গ্রহণ কর, আমি বিদায় হই। আশীর্ব্বাদ করি, আল্লা তোমায় সুমতি দিন্।

[প্রস্থান]

পারি। হুজুর! এই সামান্য বুড়োটা এসে আপনাকে চোখ রাঙ্গিয়ে গেল, আর আপনি তাই সহ্য কর্ল্লেন! আপনার অসীম ধৈর্য্য জাঁহাপনা!

১মা নর্ত্তকী। কি কর্ল্লেন! সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে, আমাদের অসার রূপজ-মোহে ভুলে, আজ একি কর্ল্লেন জাঁহাপনা! যে ধার্ম্মিক-প্রবর পিতৃহীনের পিতা, পুত্রহীনের পুত্র, দুর্ব্বলের সহায়, দুষ্কৃতের শাসক—আজ সেই পরম দয়াল সৌম্যমূর্ত্তিকে বিনা দোষে অপদস্থ করে তাড়িয়ে দিলেন? জাঁহাপনা! এখনও বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, এখনও তাঁকে সসম্মানে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন, আবার দেশে শান্তি আস্‌বে। না হ'লে ঐ বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এই

বহুজনাকীর্ণ-হায়দ্রাবাদ মূহুর্ত্ত মধ্যে বিজন-প্রান্তরে পরিণত হবে। জাঁহাপনা! এখনও নিজের মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে এনে, এই জঘন্য-বিলাসিতার পঙ্কিল-কূপকে কর্ত্তব্যের পূত-ধারায় পূর্ণ করে দিন্।

সালা। তাইতো আমি এ কি করেছি! নেশাতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি মহাবল পেশোয়ার অপমান করেছি, প্রভুভক্ত আমীরখাঁকে হারিয়েছি, আর পিতার অধিক এই বৃদ্ধকে পদাঘাত কর্ত্তে উদ্যত হয়েছি। সত্য বলেছ নারী; মাদকতাই আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, যা আছে, সে একটা-গরিমা-মণ্ডিত স্বর্ণ-শিখরের ক্ষীণ-স্মৃতি। শিক্ষাদাত্রী জননি! ছদ্মাবরণা দেবী-স্বরূপিনি! আজ তোমার পা ছুয়ে আল্লার নামে শপথ কর্চ্ছি, সালাবৎ জীবনে কখনও সুরা স্পর্শ কর্ব্বে না, আর আমার আদেশে আজ হতে সমগ্র হায়দ্রাবাদ সুরার প্রকোপ হতে নিষ্কৃতি পাবে। এখন চল মা, বৃদ্ধকে ফিরিয়ে আনিগে চল।

—:※:—

পঞ্চম দৃশ্য—কাটোয়া রণস্থল।

কাল—ঊষা।

ভাস্কর, অমর ও বর্গী-সৈন্য।

ভাস্কর। অমর! আর বেশী দূর নয়। ঐ দেখ অদূরে মুসলমান-শিবির সন্নিবেশিত রয়েছে।

অমর। পিতৃব্য! আমরা তা'হলে খুব নিকটবর্ত্তী হয়েছি?

ভাস্কর। হ্যাঁ বৎস, শিবির উপরে মুসলমান-পতাকা কেমন গর্ব্বভরে উড্ডীয়মান দেখছো?

অমর। দেখছি।

ভাস্কর। ঐ পতাকাকে ছিন্ন ভিন্ন পদদলিত করে, আমাদের এই অগাধ পরিশ্রমের সার্থকতা-স্বরূপ বর্গী-পতাকা প্রোথিত কর্ত্তে হবে, পার্ব্বে?

অমর। আপনি আদেশ কর্লেই পার্ব্ব।

ভাস্কর। উত্তম! তুমি এখনই বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে শিবিরের পশ্চাদ্দেশে নিঃশব্দে অবস্থান করগে, কিন্তু আক্রমণ ক'র না।

অমর। কতক্ষণ আমাকে এরূপভাবে অবস্থান কর্ত্তে হবে?

ভাস্কর। যতক্ষণ না আমার সাঙ্কেতিক তূরী-ধ্বনি তোমার কর্ণ-গোচর হয়। তূরী-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তুমি শিবিরে প্রবেশ করে সমস্ত শিবির অধিকার কর্ব্বে, তারপর পশ্চাৎ দিক হ'তে শত্রুকে আক্রমণ কর্ব্বে।

অমর। আর আপনি ?

ভাস্কর। সম্মুখ দিক্ হতে।

অমর। সম্মুখ দিক্ হতে! খুড়োমশাই! মাত্র দশ হাজার সৈন্য নিয়ে বিশ হাজার মুসলমান সৈন্যের সম্মুখীন হওয়া কি যুক্তি সঙ্গত ?

ভাস্কর। বলেছি তো বৎস! বিশহাজার নবাব-সৈন্যের বিরুদ্ধে দশহাজার বর্গীসৈন্য যথেষ্ট। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তারা আমার কোনও ক্ষতি কর্ত্তে পার্ব্বে না।

অমর। তারপর ?

ভাস্কর। তারপর, যখন আমাকে বাধা দেবার জন্য সমস্ত মুসলমান সৈন্য শিবির ত্যাগ করে আমার দিকে ছুটে আসবে বৎস! সেই সময় তুমি আমার তূরীধ্বনি শুনতে পাবে। এখন যাও, নিঃশব্দে অগ্রসর হও।

(সকলের প্রস্থান, নেপথ্যে—মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জন, "জয় মা ভবাণী," "আল্লা-আল্লা হো", তূরীধ্বনি, আশার প্রবেশ)

আশা। এই তো তাঁকে এখানে দেখলুম; কোথায় গেলেন ? কামানের ধোঁয়ায় চারদিক্ অন্ধকার হয়ে গেছে। (কামান গর্জ্জন) কি হবে! কেমন করে তাঁকে রক্ষা কর্ব্ব। হায়! কেন আমি তাঁর কথায় সঙ্গ পরিত্যাগ কল্লুম। (কামান গর্জ্জন) ঐ আবার। আর এখানে দাঁড়াতে পারিনা। মা সতী-সীমন্তিনি! আমার স্বামীকে রক্ষা কর্ মা।

[প্রস্থান]

(ভাস্করের প্রবেশ)

ভাস্কর। পনের হাজার শত্রু-সৈন্য ধরাশায়ী। পশ্চাদ্দিক্ হতে অমর ভীমবেগে আক্রমণ করেছে, এখনই সমস্ত সৈন্য নির্ম্মূল হবে। গর্ব্বীত আলিবর্দ্দী! ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মস্তকে স্বেচ্ছায় পদাঘাত করেছ, আজ তার প্রতিফল ভোগ কর।

(নেপথ্যে—হর হর মহাদেও, কামান গর্জ্জন)

ভাস্কর। একি !

(অমরের প্রবেশ)

অমর। খুড়োমশাই ! সমস্ত নবাব-সৈন্য নির্ম্মূল করেছি।

ভাস্কর। তবে কার ঐ সৈন্য কোলাহল বৎস !

অমর। খুড়োমশাই ! যখন আমি শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করে জয় পতাকা গ্রহণ কর্ব্বার জন্য হস্ত প্রসারণ কর্ল্লুম, সেই মূহুর্ত্তে কোথা হতে অসংখ্য পেশোয়া-সৈন্য যেন মৃত্তিকা ভেদ করে উত্থিত হ'ল। তাদের সেই দিগন্ত-আলোড়ী 'হর হর মহাদেও' শব্দে সমস্ত যুদ্ধ ভূমি কম্পিত হয়ে উঠ্লো, আমার বুকের উপর দিয়ে যেন একটা তাড়িৎ-প্রবাহ ছুটে গেল, আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। তারপর যখন আমার লুপ্ত চেতন ফিরে এল, তখন কিন্তু সেই পতাকাধারীর কোনও সন্ধান পেলুম না।

ভাস্কর। পতাকা গ্রহণ কর্ত্তে না পার্ল্লে যুদ্ধ জয় অসম্পূর্ণ। অমর ! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র তুমি, ভীত হয়ো না। যুদ্ধে জয় কিম্বা মৃত্যু নিশ্চিৎ জেনে, আবার অগ্রসর হও।

অমর। যে আজ্ঞা পিতৃব্য।

[প্রস্থান]

ভাস্কর। কি কর্ল্লি মা শঙ্করী, কি কর্ল্লি! আমার এত সাধের পূর্ণতরীকে তীরে এনে ডুবিয়ে দিলি? মা জগৎতারিণী, তোর প্রাণে এত পিপাসা! সহস্র সন্তানের বক্ষ-রক্ত পান করেও সে পিপাসা মিট্‌লো না! তবে আয় মা কাত্যায়ণী, আজ এই ব্রহ্ম-রক্তে তোর সে তৃষ্ণা নিবারণ কর্‌ মা।

(মতিয়া ও মলহরের প্রবেশ)

মতি। এই সেই ভাস্কর পণ্ডিত। (অন্তরালে গমন)

মলহর। ভাস্কর পণ্ডিত!

ভাস্কর। (ফিরিয়া) কে তুমি?

মলহর। আমি মহারাষ্ট্র-সেনাপতি মলহর রাও।

ভাস্কর। এখানে কি জন্য?

মলহর। তোমাকে বন্দী কর্ব্বার জন্য।

ভাস্কর। আমাকে বন্দী কর্ব্বার জন্য! পার্ব্বে না—হোলকার, ভাস্কর পণ্ডিতকে বন্দী কর্ত্তে পার্ব্বে না।

(মতিয়ার প্রবেশ)

মতি। হোলকার সাহেব না পারেন—কিন্তু আমি পারি। ভাস্কর পণ্ডিত, আমায় চিন্‌তে পার? আমি সেই যবনী।

ভাস্কর। মা! কার্য্য শেষ। আজ আমি স্বয়ং মৃত্যুকে আহ্বান করেছি, আর তোমার রোষ-দৃষ্টির প্রয়োজন হবে না মা।

মলহর-রাও। আমি তোমার বন্দীত্ব স্বীকার কর্ল্লুম, আমায় শৃঙ্খলিত করে নবাব-দরবারে নিয়ে চল।

(দুইজন মহারাষ্ট্র-সৈন্যের প্রবেশ, ভাস্করকে শৃঙ্খলিত করিল)

চল মা। এইবার আমার অভিশপ্ত-আত্মাকে শাস্তি দেবার জন্য আলিবর্দ্দী-মশানে তোমার লোল-জিহ্বা বিস্তার কর্ব্বে চল।

পট পরিবর্ত্তন—রণস্থলের অপর পার্শ্ব।

(আশার কোলে মাথা রাখিয়া আহত অমররাও)

আশা। আঘাত কি গুরুতর ?

অমর। হ্যাঁ আশা বড় গুরুতর।

আশা। এখনও কি যন্ত্রনা আছে ?

অমর। আশা, বড় যন্ত্রনা ; প্রাণের ভেতর জ্বলে যাচ্ছে। হায় ! কেন আজ আমার এ অবস্থা হ'ল !

আশা। দুঃখ কর না স্বামি ! যুদ্ধে আহত হওয়া বীরের বাঞ্ছিত।

অমর। না আশা ! তার জন্য আক্ষেপ করিনি। আক্ষেপ কর্চ্ছি এই জন্য যে, কেন আমার এ অবস্থায় মৃত্যু হ'ল না। আজ যদি তরবারি হস্তে শত্রুর হাতে প্রাণ দিতে পার্ত্তাম, তা'হলে সে মৃত্যু বড় সুখের হ'ত। কিন্তু আশা, ঈশ্বর আমার ডান হাত কেড়ে নিয়েছেন।

(কতিপয় বর্গী ও মহারাষ্ট্র সৈন্যের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

অমর। সৈন্যগণ! পালিও না, আবার আক্রমন কর, দেখো যেন গুরুর নাম কলঙ্কিত ক'র না।

সৈন্যগণ। (নেপথ্যে) কখনও না।

অমর। আশা! হতভাগ্য আমি, গুরুর কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ কর্‌তে পার্লু্ম না।

আশা। আপনি উত্তেজিত হবেন না। তা'হলে আবার রক্ত-স্রাব হবে।

(মলহরের প্রবেশ)

মলহর। সব শেষ। এই সুবিস্তীর্ণ কাটোয়া-প্রান্তর আজ লক্ষকল্প বীরের সমাধি-ভূমীতে পরিণত হয়েছে, উষ্ণ মৃত্তিকার উপর দিয়ে মানুষের তপ্ত রক্ত-স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

(দুইজন মহারাষ্ট্র সৈন্যের প্রবেশ)

১ম সৈ। সেনাপতি মশাই! যুদ্ধ জয় হয়েছে। কিন্তু এ যুদ্ধে সমস্ত বর্গী প্রাণ দিয়েছে, মাত্র দশ জন আহত সৈন্যকে আমরা বন্দী করেছি।

অমর। মিথ্যা কথা; বর্গী-শরীরে শেষ রক্তবিন্দু থাক্‌তে বন্দীত্ব স্বীকার করে না।

মলহর। এই যে একজন বর্গী এখনও জীবিত, বন্দী কর।

অমর। কখনও না। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাক্‌বে, ততক্ষণ এ দেহ স্বাধীন।

আশা। আপনি স্থির হোন, আবার ক্ষত মুখে রক্ত বইছে।

মলহর। বৃথা চেষ্টা, এখনই আপনাকে বন্দী অবস্থায় নবাব-দরবারে যেতে হবে। সৈন্যগণ! বন্দী কর।

অমর। মহারাষ্ট্র-সেনাপতি—

(অমর উত্তেজিত ভাবে তরবারির উপর ভর দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, পর মুহূর্ত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল)

আশা। সেনাপতি! ক্ষমা করুন, এ অবস্থায় আমার স্বামীকে নবাব-দরবারে নিয়ে যাবেন না। তার চেয়ে আপনার ঐ শাণিত তরবারি আমার স্বামীর বুকে বসিয়ে দিন্ তারপর শবদেহ নিয়ে আলিবর্দ্দী-সভায় উপস্থিত হোন্।

মলহর। তা হয় না মা। আমি মূর্চ্ছিতের গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে পার্ব্ব না।

আশা। তবে আমায় আশ্রয় দিন্। বীরশ্রেষ্ঠ হোলকার! আপনি একদিন এক ইস্‌লামী কুমারীকে আশ্রয় দান করে তার মর্য্যাদা রক্ষা করেছিলেন; আজ আমাকে আশ্রয় দিয়ে আমার স্বামীর জীবন রক্ষা করুন।

মলহর। ক্ষমা কর মা! প্রভুর বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুকে আশ্রয় দিয়ে বিশ্বাসঘাতক হতে পার্ব্ব না।

আশা। তবে কি হবে, কি করে আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা হবে! সৈন্যগণ! আজ আমি ভিখারিণীর ন্যায় তোমাদের শরণাপন্না হলুম, তোমরা আমাকে আশ্রয় দাও।

সৈন্য। সেনাপতি যাতে অসম্মত, আমরা তাতে সম্মত হতে পারি না।

আশা। সেনাপতি! সৈন্যগণ! এই আমি আপনাদের পদতলে জানুপেতে বসে যুক্তকরে আশ্রয় ভিক্ষা কর্চ্ছি, আশ্রয় দিন, অনাথাকে আশ্রয় দিয়ে আপনাদের মহানুভবতা প্রকাশ করুন।

মলহর। শত্রুকে আশ্রয়দানে আমরা অপারক।

আশা। অপারক! হা শঙ্কর, এ কথা শোন্‌বার আগে কেন আমার স্বামীর মৃত্যু হল না! মলহর রাও! আপনি বীর, আপনি মহারাষ্ট্র, আপনি না দয়া কর্লে কে আমার মূর্চ্ছিত স্বামীকে রক্ষা কর্ব্বে। সেনাপতি! দয়া করুন. আমার স্বামীকে নবাবের কাছে উপস্থিত কর্ব্বেন না, অভাগিনীকে পায়ে ঠেল্‌বেন না। (পদ ধারণ)

মলহর। মা! আমি পেশোয়ার আজ্ঞাবাহী দাস মাত্র।

আশা। তবু দয়া হল না? প্রাণ হীন হোলকার! তবে এই নাও ছুরি। এই ছুরি আগে আমার বুকের মধ্যে বসিয়ে দাও, তারপর তোমার যা ইচ্ছা হয় কর।

মলহর। ধন্য নারী, ধন্য তোমার স্বামী ভক্তি। মা তোমার স্বামী মুক্ত। কিন্তু মা! এ স্থান তোমার স্বামীর পক্ষে নিরাপদ নয়।

আশা। তবে কোথায় যাব! এই মূর্চ্ছিত স্বামীকে নিয়ে কার দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষা কর্ব্ব, কে আমায় আশ্রয় দেবে?

মলহর। মা! পেশোয়া-রাজ্যে কেউ তোমায় আশ্রয় দেবেনা।

(মাহদাজী ও কতিপয় দেহরক্ষীর প্রবেশ)

মাহ। কিন্তু মাহদাজী সিন্ধিয়া জীবিত থাক্‌তে নয়। এস মা! আমি তোমাকে আশ্রয় দেব।

মলহর। সে কি মাহদাজী! তুমি পেশোয়ার শত্রুকে আশ্রয় দেবে?

মাহ। বিস্মিত হচ্ছেন সেনাপতি? মাহদাজী সিন্ধিয়ার ধমনীতে মহারাষ্ট্র-শোণিত প্রবাহিত। সে আশ্রিতাকে রক্ষা কর্ত্তে বিমুখ হবে না।

মলহর। কিন্তু মাহদাজী! এ কথা যখন পেশোয়ার কর্ণগোচর হবে, তখন সেই ক্রুদ্ধ-সিংহের গ্রাস হতে কে এদের রক্ষা কর্ব্বে?

মাহ। ভয় দেখাচ্ছেন সেনাপতি! মনে করেছেন ভয় দেখিয়ে মাহদাজীকে নিরস্ত কর্বেন? তবে শুনুন্ হোলকার! আশ্রিতাকে রক্ষা কর্ত্তে—যদি সম্মুখ যুদ্ধে পেশোয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্ত্তে হয়, তা'হলেও মাহদাজী সিন্ধিয়া ভীত হবে না।

মলহর। মাহদাজী সিন্ধিয়া! এ ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ কর।

মাহ। মলহর রাও হোলকার! এ ঔদ্ধত্য হলেও, এ আমার কর্ত্তব্য।

মলহর। (সক্রোধে) তবে সে কর্ত্তব্য পালনে প্রস্তুত হও সিন্ধিয়া।

[প্রস্থান]

মাহ। এস মা! আমি তোমার সঙ্গে বিশ জন দেহরক্ষী দিচ্ছি। তুমি নির্ভয়ে তোমার স্বামীকে নিয়ে আমার আবাসে উপস্থিত হওগে।

আশা। না প্রভু, আমায় মার্জ্জনা করুন। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমি আপনার ন্যায় মহাপুরুষের জীবন বিপন্ন কর্ত্তে পার্ব্ব না। মহারাষ্ট্র-বীর! আপনি আমায় পরিত্যাগ করুন।

মাহ। মা! আমি উপযাচক হয়ে তোমায় আশ্রয় দিয়েছি, এখন আবার পরিত্যাগ করে অধর্ম্ম-সঞ্চয় কর্ত্তে পার্ব্বনা। এস মা—তুমি নির্ভয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। পেশোয়া-রাজ্যে এমন শক্তিমান্ সাহসী কেউ নেই, যে আমার আশ্রিতার কেশ-স্পর্শ করে।

——(ঃ০ঃ)——

ষষ্ঠ দৃশ্য—কর্ণাট-পর্ব্বতসানু।

কাল—অপরাহ্ণ

রঘুজী ও দামোজী

রঘুজী। বালাজীর উপর তোমার এরূপ আক্রোশের কারণ কি?

দামোজী। আজ দুই বৎসরের কথা, আমি গুজরাট আক্রমণ করে চল্লিশ লক্ষ টাকা, আর বহুবিধ মুল্যবান্ মণিমুক্তা

হস্তগত করি। কিন্তু ক্রমে সে সংবাদ পেশোয়ার কর্ণগোচর হয়। তখন তিনি আমার নিকট হতে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অৰ্দ্ধেক দাবী করেন।

রঘুজী। তোমার স্বোপার্জ্জিত অর্থে পেশোয়া কি স্বত্বে দাবী কর্ল্লেন, দামোজী ?

দামোজী। শক্তির স্বত্বে সর্দ্দার! দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার—সবলের চির-প্রচলিত ধর্ম্ম।

রঘুজী। তারপর।

দামোজী। তারপর, আমি তার প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায়, তিনি সম্মুখ যুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করে—সমস্ত ধনরত্ন অপহরণ করেন।

রঘুজী। সেই সময় বোধ হয় তুমি তাঁর সৈনাপত্য স্বীকার করেছিলে ?

দামোজী। হ্যাঁ সর্দ্দার। উপায়ান্তর না দেখে—আমি তাঁর সৈন্যভার গ্রহণ কর্ব্বার জন্য আবেদন করি।

রঘুজী। বালাজী বোধ হয় তোমার সে আবেদনে কর্ণপাত করেন নি ?

দামোজী। না সর্দ্দার! তিনি তৎক্ষণাৎ সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

রঘুজী। তোমার প্রতি পেশোয়ার অসীম অনুগ্রহ।

দামোজী। অসীম! আর সেই অনুগ্রহের বশবর্ত্তী হয়েই, তিনি গুজরাট অধিকার করে—তার শাসনভার আমারই উপর ন্যস্ত করেন।

রঘুজী। বালাজী মহানুভব!

দামোজী। কিন্তু ভোঁসলা সাহেব! গুজরাটের আধিপত্য পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় আমার সকল স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে; আমার মুক্তহস্তে অধীনতার স্বর্ণশৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছে। তাই, আমি আজ আপনার দ্বারস্থ।

রঘুজী। কি অভিপ্রায়ে?

দামোজী। পেশোয়ার কৃত অন্যায়ের প্রতিশোধ দিতে। তাঁকে জানিয়ে দিতে যে, দুর্ব্বল চিরদিনই দুর্ব্বল থাকে না।

রঘুজী। তা'হলে তুমি পেশোয়ার শত্রুতাচরণ কর্ত্তে চাও?

দামোজী। হ্যাঁ প্রভু, আমি সসৈন্যে আর একবার পেশোয়ার সম্মুখীন হব। জয়ী হই উত্তম, না হ'লে—যে কোন উপায়ে সে পাপিষ্ঠকে বন্দী কর্ত্তে চাই।

রঘুজী। ও কি দামোজী! বল্‌তে বল্‌তে তোমার চক্ষু অগ্নি গোলকের ন্যায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌লো যে! বুঝেছি—তুমি পেশোয়াকে কেবল বন্দী করে সন্তুষ্ট হবে না, তাঁকে হত্যা কর্ত্তে চাও। কিন্তু শোন গাইকোয়ার। তুমি গৃহে ফিরে গিয়ে আবার গুজরাটের শাসনভার গ্রহণ কর, আর পারতো মন থেকে এই নীচ সঙ্কল্প মুছে ফেল।

দামোজী। ক্ষমা করুন। যখন একবার প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি, তখন আর সেখানে ফির্ব্ব না। গুজরাটই আমার দাসত্বের নিদর্শন। সর্দ্দার! যদি কখনও নিজের বাহুবলে সে গুজরাট অধিকার কর্ত্তে পারি—তা'হলে

আবার ফির্ব্ব, আবার স্বাধীনভাবে গুজরাটে প্রবেশ কর্ব্ব, না হলে এই শেষ।

রঘুজী। (স্বগতঃ) নিজের বাহুবলে স্বাধীনতা অর্জ্জন কর্ব্বে— এই গুপ্ত-ঘাতকের প্রবৃত্তি নিয়ে! দামোজী! উন্মাদ তুমি। (প্রকাশ্যে) তবে তুমি এইখানেই কিছু দিন অপেক্ষা কর। গুরুদেব ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি তোমায় কোনও আশা দিতে পার্ব্ব না।

দামোজী। গুরুদেব কোথায় গেছেন?

রঘুজী। আলিবর্দ্দী কর রহিত ক'রে, ভাস্কর পণ্ডিতকে ভয় দেখাতে সৈন্য পাঠিয়েছে, তাই তিনি স্বয়ং অভিযান করে বাংলায় উপস্থিত হয়েছেন।

দামোজী। সর্দ্দার! সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমি সংবাদ পেয়েছি যে, সপ্তাহ পূর্ব্বে মলহর রাও ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আলিবর্দ্দীর সাহায্যার্থে যাত্রা করেছে।

রঘুজী। সে কি দামোজী! এ কথা কি সত্য!

দামোজী। ধ্রুব সত্য সর্দ্দার!

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। অপরাধীকে শাস্তি দিন সর্দ্দার।

রঘুজী। একি! ঘাতকের—তীক্ষ্ণ ছুরি, শত্রুর উলঙ্গ তরবারির মুখে তোমার যে মূর্ত্তি কখনও মলিন হতে দেখিনি সেই চির-প্রফুল্ল-মুখ বিষাদাচ্ছন্ন দেখছি কেন? সৈনিক, যুদ্ধের অবস্থা কি?

সৈনিক। সর্দ্দার! সেই কথা জানাবার জন্য আজ আমি যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেছি; বিপন্ন গুরুকে উদ্ধার কর্ব্বার জন্য, উন্মত্তের ন্যায় ছুটে আস্‌ছি। গুরুদেবকে রক্ষা করুন সর্দ্দার!

রঘুজী। দামোজী! মনে করেছিলুম পেশোয়ার শক্তি পরীক্ষার উপযুক্ত সময় এখনও উপস্থিত হয় নি। কিন্তু পেশোয়ার এই গুপ্ত শত্রুতার ফলেই দুর্জ্জয় ভাস্কর পণ্ডিত আজ পরাজিত। দামোজী! তোমাকে সাহায্য কর্ত্তে আর আমার কোন দ্বিধা নাই। তুমি এই মুহূর্ত্তে বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে বাংলায় উপস্থিত হও। আমি সমস্ত বর্গীসৈন্য নিয়ে তোমার পৃষ্ঠ রক্ষা কর্ব্ব।

[রঘুজী ও সৈনিকের প্রস্থান]

দামোজী। আশ্চর্য্য বর্গীর গুরুভক্তি! এই জন্যই এই দস্যুজাতি ভারতে এত বলীয়ান্, এত উন্নত।

——:০:——

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—নর্ম্মদা তীরস্থ বন।

সম্মুখে ভগ্ন কালী-মন্দির।

কাল—উষাপ্রায়।

চন্দ্রা। আজ পৌর্ণমাসী,
কুমারের আসিবার দিন।
কি সুন্দর সেজেছে কানন ফুল-আভরণে ;
নর্ম্মদার হৃদি-দরপণে
পূর্ণশশী অবিরাম ঢালিছে জ্যোছনা।
কুমারের সনে আসিছে কি ঋতুরাজ !
জানাইতে শুভ আগমন—
তাই বুঝি তমাল-শাখায়
কোকিল বঁধুয়া দিল কুহু কুহু তান।
ও কি ! কার ঐ পদধ্বনি !
প্রাণনাথ বুঝি তবে আসিয়াছে ফিরি।
কুমার ! কুমার !

[প্রস্থান]

রঘুজী। কে এই বালিকা! দেবী না মানবী। মানবী! না, না, অসম্ভব। এই বনে কতবার মৃগয়া কর্ত্তে এসেছি, কখনও জন-মানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখতে পাই নি। কেবল বন, কেবল সুদূর বিস্তৃত বৃক্ষরাজ্য। কিন্তু ভগবান্ আজ—এ কি দেখালে! বহুদিন থেকে এই ভগ্ন মন্দিরই দেখে আস্‌ছি, কখনও তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দেখিনি—আজ কিন্তু দেবী দেখলুম।

(দামোজীর প্রবেশ)

দামোজী। সর্দ্দার! আমাদের সমস্ত সৈন্য কাটোয়া হতে ফিরে এসেছে!

রঘুজী। ফিরে এসেছে?

দামোজী। শত্রুর কোনও সন্ধান না পাওয়ায়, আমি তাদের ফিরিয়ে এনেছি।

রঘুজী। তা'হলে গুরুদেব কোথায় গেলেন?

দামোজী। তিনি হয়তো সৈন্য অভাবে বন্দী হয়েছেন। সর্দ্দার! মলহর তো তাঁকে বন্দী করে নবাব- দরবারে পাঠিয়ে দেয় নি?

রঘুজী। বন্দী হয়েছেন! রঘুজী ভোঁসলা! শত ধিক্ তোমায়,—আর সহস্র ধিক্ তোমার বল বীর্য্যে। বর্গী-সর্দ্দারের তরবারি কোষ-নিবদ্ধ থাক্‌তে, আজ তাঁর গুরুকে বন্দী অবস্থায় উপস্থিত হতে হ'ল। এ কথা শোনবার আগে কেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হ'ল না। দামোজী!

ক্ষোভে দুঃখে আমার সমস্ত হৃদয়-তন্ত্রী ছিঁড়ে যাচ্ছে। দেখ্‌তে পাচ্ছ না দামোজী! ভীমা ভৈরবীর লোল-রসনা, শুনতে পাচ্ছ না—বিপন্ন-গুরুর কাতর আহ্বান, বুঝ্‌তে পাচ্ছ না—বিবেকের কঠিন ধিক্কার? দামোজী! আজ হতে রঘুজী ভোঁসলা আবার দস্যু সর্দ্দার, আর তার বিধান—হত্যার চেয়ে নির্ম্মম।

দামোজী। স্থির হোন্ সর্দ্দার!

রঘুজী। স্থির হব! না দামোজী! এ উত্তপ্ত শোণিত আর শীতল হবে না। আমি আবার বাংলা আক্রমণ কর্ব্ব, আমার প্রচণ্ড তরবারির নিষ্ঠুর আঘাতে বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকার তুল্‌বো। তারপর শোন গাইকোয়ার! যদি জীবিতাবস্থায় গুরুদেবকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি, তা'হলে একবার পুনা আক্রমণ কর্ব্ব, পেশোয়ার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্ব। দামোজী! সেই দিন দেখতে পাবে—রঘুজী ভোঁসলার ক্রুদ্ধ বিক্রম, ভাস্কর পণ্ডিতের কঠোর দীক্ষা, বর্গীর অমানুষিক প্রতিহিংসা।

(নেপথ্যে চন্দ্রার গীত)

দামোজী। একি—সর্দ্দার! এই নির্জ্জন বন মধ্যে এমন রমণীয় কণ্ঠস্বর!

রঘুজী। গায়িকা দেখছি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তিনী। আমাদের দেখলে নিশ্চয়ই ভীতা হবে। এস দামোজী! আমরা এই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করি।

(গাহিতে গাহিতে চন্দ্রার প্রবেশ)

সারা নিশি ধরি আশাপথ হেরি
জাগিয়া রয়েছি আমি।
এস ত্বরা করি যায় বিভাবরী
কোথা হে হৃদয় স্বামী ?
পূর্ণিমার চাঁদ ধীরে ডুবে যায়
একে একে ক্রমে তারকা লুকায়,
শুক-তারা ফোটে আকাশের গায়
ঊষা-রাণী আসে নামি॥
কুমুদিনী কাঁদে শিশিরের ধারে—
আমি অভাগিনী নয়ন-আসারে—
ওপারেতে থাকি ডাকে চক্রবাকী—
(ওগো) ভুলিয়ে থেক না তুমি॥
সরসীর জলে কমলের কলি
করে উপহাস কত কি যে বলি
মরমের ব্যথা মরম তোমার—
জানতো অন্তর-যামী॥

(পশ্চাতে বালাজী আসিয়া নিঃশব্দে শুনিতেছিল)

বালাজী। কেন বীণা হইলে নীরব ?
মরি মরি কি সুন্দর সঙ্গীত,
সুধা যেন ঢালিল শ্রবণে।
তবে নীরব কি হেতু বালা—

চন্দ্রা। কুমার! (নির্ণিমেষে বালাজীর দিকে চাহিয়া রহিল)

বালাজী। কোথা গিয়াছিলে বালা ?

চন্দ্রা। নাথ, তব অন্বেষণে।
রজনী প্রভাতা প্রায়—
চাহি তব আশাপথ পানে
আমি কিন্তু রয়েছি জাগিয়া।
কেন এত বিলম্ব কুমার ?

বালাজী। চন্দ্রা! সুধাভরা মুখ খানি তব, রাখি দূরদেশে—
প্রেমময়ী প্রতিমায় দিয়া বিসর্জ্জন—ঐ নর্ম্মদা-সলিলে,
কেমনে পিতার আজ্ঞা করিব পালন!
চন্দ্রা! বনফুল ফুটেছিলে বনে—
বনে যেতে শুখাইয়ে,
কি কুক্ষণে পড়েছিলে মানব-নয়নে!
আমি স্বার্থপর অবিশ্বাসী নর, স্বার্থময় জীবন-সংগ্রামে—
জ্বলে যায় প্রাণ মোর প্রতিহিংসানলে।
চন্দ্রা! ভুলে যাও কুমারে তোমার।
কেমনে স্বর্গের ঐ ক্ষীণ আলোটুকু—
ঘুচাইবে নরকের দুর্ভেদ্য আঁধার ?

চন্দ্রা। প্রিয়তম! একি কথা বল তুমি, কিছুই বুঝিতে নারি।
প্রাণেশ্বর! দাসীরে কি হেতু ছলনা ?

বালাজী। বনলতা! তোরে হেরিলে নয়নে,
ভুলে যাই ক্ষণেকের তরে এ জগৎ।

পাপ মন ছুটে স্বর্গপানে,
ভুলে যাই প্রতিহিংসা স্বার্থের সংসার।
কিন্তু মনোরমে! সেই ছায়াময়-অশরীরি-বাণী,
সেই পরলোকগত দেবাত্মার ছবি,
না পারি ভুলিতে কভু।
সেই পিতৃমুখ-ছায়া
হেরি যেন সদা পাছে মোর।
যখনি পড়ে মনে সেই নর্ম্মদা-পুলিন,
কঠোরতাময় সেই পিতৃমুখ-বাণী,
পিতৃ-সন্নিধানে সেই প্রতিজ্ঞা ভীষণ—
ছিঁড়ে যায় হৃদয়ের মমতা-বন্ধন।
ধমনীতে বহে যেন জ্বলন্ত-অনল—
ভুলে যাই হিরণ্ময়ী ছবিখানি তোর।

চন্দ্রা। একি প্রফুল্ল-আনন, কালিমা আচ্ছন্ন কিবা হেতু?
অভিমানি! অভিমান করেছ কি মনে?
অপরাধী যদি দাসী হয়, কর ক্ষমা
পায়ে ধরি প্রাণেশ্বর।

বালাজী। (স্বগতঃ) এখনও জানেনি বালা অদৃষ্ট তাহার,
এখনও বোঝেনি কূট-সংসারীর রীতি।
হায়! আমি হতভাগ্য হৃদয়-কঠিন,
কেমনে শুনাব মম নিদারুণ বাণী।
যেই কর্ণে শুনিত বসিয়া বিরলে,

নিভৃতে, নির্জ্জনে, এই বিজন-বিপিনে,
পাপিয়া পিকের কত মিষ্ট কুহু-স্বর—
আজি সেই সুধাভরা শ্রবণ-মাঝারে,
কেমনে ঢালিব উগ্র-গরলের ধারা।

(প্রকাশ্যে) চন্দ্রা! একমাত্র-ধ্রুবতারা-অদৃষ্ট-গগনে!
চলেছিনু জীর্ণতরী বেয়ে সংসার-সাগরে,
ভীষণ তরঙ্গমুখে চূর্ণ হয়ে গেল।
অকর্ম্মণ্য আমি যে নাবিক,
কেমনে বাহিব পুনঃ ভগ্নতরী খানি?
শোন বালা! জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র অতীব কঠোর,
তায় প্রতিজ্ঞা ভীষণ
রঘুজী-দমনে করি সে সত্য পালন—
একসূত্রে বেঁধে দিব বিক্ষিপ্ত ভারত।

(রঘুজীর প্রবেশ।)

রঘুজী। রঘুজী তোমার সম্মুখে। বালাজী! তাকে দমন কর্ত্তে চাও, কর। অস্ত্র নাও, হয় এই নিরীহা বালিকা বিধবা হোক্, নয়—রঘুজী ভোঁসলা ভবলীলা সাঙ্গ করুক্। অস্ত্র নাও বালাজী! কার বাহুতে কত শক্তি আজ তার পরীক্ষা হোক্। বৈর-জীবনের প্রথম প্রভাতে আজ স্থির হয়ে যাক্ কে বড়! প্রভূত-ধন-জনের অধিপতি মহারাষ্ট্র-কুল-তিলক বালাজী রাঁও, না—দীন-হীন রঘুজী ভোঁসলা!

বালাজী। উত্তম! বালাজীরাও আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

(রঘুজী আক্রমণ করিল, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর)

রঘুজী। বালাজীরাও! অস্ত্রবিদ্যা তোমার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হলেও বোধ হয় তুমি অস্বীকার কর্ব্বে না যে, মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে আঘাত কর্ব্বার অবসর পেয়েছিলুম, কিন্তু তখন আমি আঘাত না করে তোমার প্রাণদান করেছি। পেশোয়া! বর্গী দস্যু হলেও হেয় নয়। আবার অস্ত্র ধর বালাজী! এবার তোমার পর্য্যায়, তুমি আক্রমণ কর, আমি আত্ম-রক্ষা করি।

বালাজী। তবে প্রস্তুত হও রঘুজী! যদি সাধ্য হয়, অস্ত্রমুখে বালাজীর প্রচণ্ড আঘাত সহ্য কর।

(রঘুজীকে আক্রমণ ও রঘুজীর তরবারি পতন)

বালাজী। রঘুজী ভোঁসলা—না, আমি তোমাকে বধ কর্ব্ব না। আবার যদি কখনও বালাজীর সম্মুখীন হবার সাধ থাকে, তা'হলে নূতন করে শক্তি-সঞ্চয় করগে। যাও বীর, মুক্ত তুমি।

রঘুজী। গর্ব্বীত-বালাজী! তা'হলে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

বালাজী। বালাজী সানন্দে সে দিনের অপেক্ষা কর্ব্বে।

রঘুজী। উত্তম!

[রঘুজীর প্রস্থান]

বালাজী। একি চন্দ্রা! তুমি অবাক্ হয়ে—চেয়ে রয়েছ যে? ও বুঝেছি—আমার পরিচয় জেনে বিস্মিত হয়েছ!

চন্দ্রা। আপনি তা'হলে আমার নিকট পরিচয় গোপন করে-
ছিলেন ?

বালাজী। আমি স্বেচ্ছায় নিজের পরিচয় গোপন করেছিলুম,
কিন্তু চন্দ্রা! আজ দৈব তোমায় সে পরিচয় জানিয়ে
দিয়েছেন।

চন্দ্রা। কুমার এই কি সেই দস্যু সর্দ্দার ?

বালাজী। হ্যাঁ চন্দ্রা! এই সেই বর্গী-সর্দ্দার রঘুজী ভোঁসলা।

চন্দ্রা। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। কুমার! আপনি এখনই
এখান হতে চলে যান। দস্যু হয়তো আবার আপনাকে
আক্রমণ কর্ব্বে।

বালাজী। না চন্দ্রা! তোমার কোন ভয় নাই। রঘুজী
দস্যু হলেও বীর! আমি জানি সে কখনও আমার
দেহে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে পার্ব্বে না।

(দামোজী ও কতিপয় অনুচরের প্রবেশ)

দামোজী। রঘুজী ভোঁসলার দ্বারা তা' অসম্ভব হলেও, আমি
তাতে অপারক নই পেশোয়া।

বালাজী। কে দামোজী! ষট্‌চক্র-ভঙ্গকারি বিশ্বাসঘাতক!

দামোজী। হ্যাঁ পেশোয়া! আমি সেই বিশ্বাসঘাতক দামোজী—
আজ কিন্তু তোমায় আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দেবো
না। সৈনিকগণ! বন্দী কর।

বালাজী। (তরবারি নিষ্কাসণ) সাবধান, বালাজীর হাতে
তরবারি থাক্‌তে সাধ্য কি তাঁকে বন্দী করে।

দামোজী। বল-প্রকাশ কর্ল্লে, হত্যা কর্ত্তেও কুণ্ঠিত হয়ো না।

(মাহদাজী ও কতিপয় দেহরক্ষীর প্রবেশ, মাহদাজীর গুলিতে দামোজী নিহত ও অন্য সকলে পলায়ন করিল)

দামোজী। পেশোয়া! বিনা দোষে তোমার— শত্রুতা করেছি। গুজরাটের—ধনরত্ন—আত্মস্মাৎ করেছি। ভোঁসলা-প্রতিনিধি—ষড়যন্ত্র করেছি। (ক্ষণকাল পরে) সিন্ধিয়া! আদর্শ-বীর! বিশ্বাস-ঘাতকের—যোগ্য-পরিণাম; সমুচিৎ শিক্ষা—(মৃত্যু)

মাহদাজী। (চন্দ্রাকে দেখিয়া) একি! কর্ত্তব্য-বিরত, বিবেক-বুদ্ধি-হীন পেশোয়া! নারী-সহবাসে বিলাসীতার প্রশ্রয় দেবার এই কি আপনার উপযুক্ত সময়? চারিদিক হতে শত্রুর রণভেরী বজ্রনির্ঘোষে বেজে উঠেছে! বিলাসী পেশোয়ার হীন-শক্তিকে তুচ্ছ কর্ব্বার জন্য আজ অতি দুর্ব্বলও বিপুল গর্ব্বে পুনার অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজীর সিংহাসনকে উপহাস কর্ব্বার জন্য সমস্ত বৈরী আজ মাথা চাড়া দিয়েছে। আর আপনি, বৃথা আমোদে উন্মত্ত হয়ে, নিজের কীর্ত্তি-গরীমাকে অম্লান বদনে পরের পায়ে লুটিয়ে দিচ্ছেন? পিতার জন্মার্জ্জিত যশোরাশি—ঘৃণ্য-ভোগবাসনার পূতিগন্ধময়-গহ্বরে চিরদিনের জন্য নিক্ষেপ কচ্ছেন? পেশোয়া! এখনও ফিরুন, এখনও ঐ ব্যভিচারীর কলুষাবরণ পরিত্যাগ করে সমর-সাজে সজ্জিত হোন।

বালাজী। এতক্ষণে টুটিল স্বপন;
চল মন স্বকার্য্য সাধনে,
ভুলে যাও বালিকায়।
যার আশা ভালবাসা চায়—
কর্ত্তব্যের পথে তার ঘোর অন্তরায়।
ঐ কোটি কোটি গ্রহ যথা নীরবে ঘুমায়—
রজনীর মলিনতা মিশিয়াছে যথা—
সেই দেশে রব চেয়ে হতাশ-পরাণে;
তুমি মাঝে মাঝে দেখাইও বালা!
হৃদয়ের ক্ষীণ আলোটুকু।
চন্দ্রা! তবে বিদায় প্রিয়তমে।

চন্দ্রা। কতদিন রব চেয়ে আশাপথ পানে?

বালাজী। যতদিন পিতৃ-আজ্ঞা না পারি সাধিতে।
জীবনের অন্ধকার দূরে গেলে,
এইমত পূর্ণিমায় আবার আসিব।
না, না, চন্দ্রা! ভুলে যাও কুমারে তোমার।

চন্দ্রা। জীবনে মরণে যে পদে স°পেছি মন,
যার গলে স্বেচ্ছায় এ প্রেমহার দিছি উপহার,
রমণীর মহাতীর্থস্থান, সেই স্বামীপদ ভুলিব কেমনে?

বালাজী। তবে বিসর্জ্জিও জীব-লীলা নর্ম্মদা-সলিলে।

(প্রস্থানোদ্যত, জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। কুমার!

বালাজী। কে মা, তুমি!

জয়ন্তী। কুমার! আজ আমি তোমার মাথায় একটা গুরুভার চাপিয়ে দিতে এসেছি।

বালাজী। মা! একদিন তোমারই আশ্রয়ে বালাজীর জীবন রক্ষা হয়েছিল!

জয়ন্তী। বালাজী! (বিস্মিতা হইল)

চন্দ্রা। হ্যাঁ মা। ইনি আর এখন কুমার নন—এখন ইনি বালাজীরাও।

জয়ন্তী। বালাজী! পেশোয়া! অভাগিনীকে যখম মা বলে ডেকেছ, তখন আমার একটা আবেদন রাখ্‌বে কি?

বালাজী। তোমার আবার আবেদন কি মা? অনুমতি কর, আমি সে আদেশ পালন করে ধন্য হই।

জয়ন্তী। পূর্ণ কর্ব্বে?

বালাজী। কর্ব্ব।

জয়ন্তী। প্রতিশ্রুত?

বালাজী। মার সম্মুখে হিন্দু-সন্তান কি কখনও মিথ্যা বল্‌তে পারে? বল মা, যদি সাধ্য হয়, জীবনের বিনিময়ে বালাজী তোমার সে কামনা পূর্ণ কর্ব্বে।

জয়ন্তী। তবে এস বালাজী! (বালাজীর করে চন্দ্রার কর স্থাপন) এই আমার কামনা, এই আমার আকিঞ্চন।

বালাজী। মা! তোমার দান আমি মাথা পেতে নিলুম। (উভয়ে নতজানু হইয়া) তবে আশীর্ব্বাদ কর মা।

জয়ন্তী। বজ্রাঘাতে পাপীর প্রাণ যেমন কেঁপে ওঠে, তোমার নামে শত্রুর প্রাণ যেন তেমনি করে কেঁপে উঠে ধ্বংশ হয়ে যায়। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ভারত-বিজয়ী হও। মা চন্দ্রা! আজ আমার বড় সুখের দিন—আবার বড় দুঃখের দিন। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

বালাজী। দুঃখ কিসে মা?

জয়ন্তী। তবে শোন বালাজী! লাঞ্ছিতা নারীর অত্যাচার-কাহিনী শোন, হতভাগিনীর দুঃখ-বারতা শোন।

বালাজী। মা, নারীর উপর অত্যাচার—বালাজীরাও জীবিত থাক্‌তে! বল মা—কে সেই পিশাচ?

জয়ন্তী। বালাজী। যখন রঘুজী ভোঁসলা কর্ণাট আক্রমণ করে আমার হৃদয়-মন্দিরের একমাত্র—আরাধ্য-দেবতাকে অস্ত্রের আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে, তখন অশ্রুজলে আমার—বুক ভেসে গেল।

বালাজী। মা, কর্ণাটরাজ বীর ছিলেন। তিনি বীরের ন্যায় সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন।

জয়ন্তী। সম্মুখ যুদ্ধ! যখন সেই দুর্ব্বৃত্ত সর্দ্দারের পাষণ্ড অনুচরেরা—গর্ভবতী কর্ণাট-মহিষীর হস্ত ধারণ কর্ত্তে এল, তখন সেই অভাগিনী নতজানু হয়ে তাদের বিরত হতে বল্লে; কিন্তু দস্যুর নৃশংস প্রাণে দয়া হল না। বালাজী! বলতে জিহ্বা অসাড় হয়ে যাচ্ছে, বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, কেমন করে বোঝাব—

বালাজী। মা! আর নয়—স্থির হও।

জয়ন্তী। (স্বগতঃ) এতদিনে আমি নিজের দুঃখ জানাবার লোক পেয়েছি, তবে আর এ পাপ জীবনের প্রয়োজন কি? (বক্ষে ছুরিকাঘাত)

চন্দ্রা। মা! মা! (জয়ন্তীর মাথা কোলে করিয়া ক্রন্দন)

জয়ন্তী। কাঁদিস্ নি মা, দুঃখ কর না বালাজী! আজ আমার ভিখারিণী চন্দ্রাকে রাজরাণী দেখলুম। এ মৃত্যু বড় সুখের। তবে বিদায় দেমা—বিদায় দাও বালাজী—পারতো মার অপমানের প্রতিশোধ নিও—(মৃত্যু)

চন্দ্রা। মা! আজ তোর আদরের চন্দ্রাকে ফেলে কোথা গেলি মা! (ক্রন্দন)

বালাজী। দেখতে দেখতে দীপ নিভে গেল। মাহদাজী! আর নয়, আর আমি সে দুর্বৃত্তকে ক্ষমা কর্ত্তে পারি না। সিন্ধিয়া! মনে করেছিলুম যে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা সফল কর্ত্তে, কখনও রঘুজীর রক্তদর্শন কর্ত্তে হবে না। কিন্তু আর তা' সম্ভব নয়। যে বর্গীর অত্যাচারে, দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার—আহারে সুখ নেই, নিদ্রায় শান্তি নেই,—যে বর্গীর পাশবিক অত্যাচারের ফলে, অসহায়া রমণী—আত্মঘাতিনী, আমি সেই বর্গীর মূলোচ্ছেদ কর্ব্ব। শোন মাহদাজী! যতদিন ভারতে একজনও অত্যাচারী বর্গী জীবিত থাক্‌বে, ততদিন বালাজীরাও—পেশোয়ার মুকুট কলঙ্কিত কর্ব্বে না। (মাহদাজীর নিকট মুকুট

প্রদান) আর শুনে রাখ, নিজামকে ধ্বংশ কর্ব্বার জন্য পেশোয়ার যে ভীম-অসি উর্দ্ধে উত্থিত হয়েছে, তার প্রথম আঘাত বর্গীর শিরেই পতিত হবে।

মাহদাজী। মহান্ পেশোয়া! এ শৌর্য্য কেবল আপনাতেই সম্ভব। কঠোর-কর্ত্তব্য পালনের একমাত্র অধিকারী—আপনি। কিন্তু মহারাজ! ভ্রমবশতঃ আপনাকে বিলাসী মনে করে, আপনার অধীন মাহদাজী, বিবেকের তাড়নায় কটু বলেছে—তাকে ক্ষমা করুন পেশোয়া। আর মা! না জেনে তোমার কাছেও অপরাধী, আমায় ক্ষমা কর।

বালাজী। তোমার আবার অপরাধ কি বন্ধু? এ ভার আমিই তোমার উপর চাপিয়ে দিয়েছি।

মাহদাজী। তবে আসুন পেশোয়া! এ দেহ সৎকারের ব্যবস্থা করে, আমাদের রাজশ্রীকে ঘরে নিয়ে যাই।

(রক্ষীরা শবদেহদ্বয় অপসারিত করিল, সকলের প্রস্থান ও রঘুজীর প্রবেশ)

রঘুজী। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, নিয়তির দান আর যোগ্যতার পুরস্কার—রাজা। দামোজী! প্রত্যেকেই বিনা যত্নে, বিনা পরিশ্রমে, বিনা দায়ীত্বে, অনায়াস-লব্ধ রাজ্যে—মাত্র রাজ-সুখ উপভোগ কর্ত্তে চাইলেও—সকলেই রাজা হবার জন্য জন্ম-গ্রহণ করে না। মানুষ কর্ম্মানুরূপ ফল-লাভ করে, যোগ্যতানুসারে পুরস্কৃত হয়। মহত্বের পুরস্কার, বালাজী—পেশোয়া। কিন্তু কি আশ্চর্য্য

এই মানবের মন! অনুষ্ঠান আর কৃতিত্বের অধিক ফল সে আশা করে; দুরাকাঙ্ক্ষায় সে ন্যায্য অধিকার বলে দাবী করে। দৈব তাকে উপহাস করে—সে বলে "ঈশ্বর অবিচারী", রাজা তাকে সংযত হ'তে বলে—সে ভাবে "রাজা অত্যাচারী।"

——(ঃ০ঃ)——

দ্বিতীয় দৃশ্য—পথ পার্শ্বস্থ উদ্যান।

কাল—সন্ধ্যা।

(পুষ্করিণী তীরে জনৈক নাগরিক ও নাগরিকা গাহিতেছিল)

কি দিয়ে তোমারে পাবগো বলনা—কিসে তুমি দিবে ধরা।
কামনার বশে কামিনীর পাশে—আমি যে কামনা ঘেরা॥
দিবা নিশি আছ গরবে কেবল—রূপের গরব রূপসী-সম্বল
নিজে রূপবতী তবু রূপতরে—ঘুরে মর সারা ধরা॥
হাবভাব ছলা কটাক্ষ ঈক্ষণ—যুবতীর ধন লালিত্য গঠন
কামুকেই শুধু কর আকর্ষণ—কাম যে প্রেমের সেরা॥
মুখেতে হাসিবে, প্রেম বিলাইবে—"জনমের মত সতী হয়ে রব"
গলাটি ধরিয়ে সোহাগে বলিবে—"কভু নই তোমা ছাড়া"॥
ছলনা করিয়ে পাব কি তোমারে—ছলনা চাতুরী দুদিনের তরে
ছলনায় শুধু ছলনাই মেলে—ছলনা যে ঘৃণা ভরা॥

সরলতা বলে আনিব টানিয়া—ব্যাকুলতা ডোরে রাখগো বাঁধিয়া
নহে শুধু দেহ খুলে দাও মন—প্রেম যোগে ত্যাগে গড়া ॥

(উভয়ের প্রস্থান মিঁয়াজানের প্রবেশ)

মিঁয়া। আরে বাঃ—বাঃ! এযে দেখ্‌ছি, একবারে প্রেমে পূত-বাহিনী মন্দাকিনী—এক ডুবেই মনের ময়লা সাফ্‌ যা হোক্‌ আর ভয় নেই। এবার কিন্তু মানুষের কপাল ফিরে, একদম্‌ পেছন দিকে

তৃতীয় দৃশ্য—পুনা সভা।

কাল—প্রভাত।

রাঘব, মলহর, সদাশিব ও সর্দ্দারগণ

মলহর। খুড়োভাই! কাটোয়া যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে।

রাঘব। আর ভাস্কর পণ্ডিত?

মলহর। আমি তাকে বন্দী করে নবাব-দরবারে পাঠিয়ে দিয়েছি। খুড়োভাই! আলিবর্দ্দীই তার যোগ্য-বিচারক।

(বালাজীর প্রবেশ)

বালাজী। অসম্ভব! শোন সর্দ্দারগণ! আজ যদি আলিবর্দ্দীর আদেশে ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণদণ্ড হয়, তা'হলে সমগ্র-ভারত বিদ্রূপের স্বরে চিৎকার করে বল্‌বে, "বালাজীরাও

লোকনিন্দা ভয়ে, ভাস্কর পণ্ডিতকে মুসলমানের হাতে সঁপে দিয়ে, কৌশলে তাকে হত্যা করিয়েছে।” আমি কিন্তু নবাবকে সেরূপ কর্ব্বার অবসর দেব না। মলহর! দ্রুতগামী অশ্বারোহীর দ্বারা নবাবকে সংবাদ দাও, যেন তিনি কাটোয়া যুদ্ধের সমস্ত বন্দীকে সসম্মানে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন।

[মলহরের প্রস্থান]

রাঘব। দাদা! সিন্ধিয়া সাহেব নাকি একজন বর্গীকে আশ্রয় দিয়েছে ?

বালাজী। সে কি রাঘব! একথা কি সত্য ?

রাঘব। সত্য কিনা জানিনা। তবে মলহর রাওয়ের কথায় এইরূপ প্রকাশ যে—

(মলহরের পুনঃ প্রবেশ)

বালাজী। সেনাপতি! একথা কি সত্য যে, মাহদাজী সিন্ধিয়া এক বর্গীর আশ্রয়দাতা ?

মলহর। সত্য মহারাজ। ভাস্কর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র অমর রাওকে সে উপযাচক হয়ে আশ্রয় দিয়েছে।

বালাজী। সেনাপতি! সেই সময় তুমি তা'কে নিষেধ করনি কেন?

মলহর। করেছিলুম। কিন্তু মহারাজ! সে উপহাস করে উত্তর কর্লে, আশ্রিতকে রক্ষা কর্ত্তে মাহদাজী পেশোয়ার বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণে কুণ্ঠিত হবে না।

বালাজী। মলহর রাও! এই মুহূর্ত্তে তা'কে এখানে উপস্থিত কর।

(বালাজীর সিংহাসনে আরোহণ ও ধীরে মাহদাজীর প্রবেশ)

মাহ। আর ডেকে পাঠাতে হবে না পেশোয়া! সে নিজেই উপস্থিত হয়েছে।

বালাজী। মাহদাজী! আমার চিরবৈরী বর্গীকে আশ্রয় দেওয়াতে, আজ তুমি রাজ-দরবারে অভিযুক্ত।

মাহ। তা জানি পেশোয়া! সেই জন্যই আমি আনন্দে অধীর হয়ে, আপনার কাছে ছুটে আস্‌ছি। বিচার করুন পেশোয়া!

বালাজী। শত্রুকে আশ্রয় দেবার অধিকারী কে সিন্ধিয়া? তুমি না আমি?

মাহ। শত্রুকে আশ্রয় দেবার একমাত্র অধিকার—রাজার।

বালাজী। তবে আমার অনুমতি না নিয়ে, কিজন্য তুমি অমর রাও ও তার সহধর্ম্মিণীকে আশ্রয় দিয়েছ, আর কেনই বা তুমি এরূপ ভাবে হোলকারের অপমান করেছ?

মাহ। কর্ত্তব্যের অনুরোধে।

বালাজী। কর্ত্তব্যের অনুরোধে! রাজার বিরুদ্ধে তার চির-শত্রুকে আশ্রয় দেওয়া, দুগ্ধ দিয়ে কালসর্প পোষণ করার নাম কি—কর্ত্তব্য?

মাহ। মহারাজ! যখন সেই সতী-রমণী মূর্চ্ছিত-পতিকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য নতজানু হয়ে সেনাপতির কাছে আশ্রয় ভিক্ষা কর্ল্লে, আর সেনাপতি—নিজেকে প্রভুভক্ত প্রতিপন্ন কর্ব্বার জন্য, তার সেই কাতর আবেদনে সদর্পে

পদাঘাত কর্ল্লে, তখন কিন্তু আমি আর স্থির থাকতে পার্ল্লুম না। মুক্ত নয়নে চেয়ে দেখলুম, সম্মুখে কঠোর কর্ত্তব্য। পেশোয়া! সেইজন্যই আমি, বর্গী-বীরকে আশ্রয় দিতে আপনার আদেশের অপেক্ষা রাখিনি।

বালাজী। আর সেই জন্যই বোধ হয়, নিজের শক্তিসীমা বিস্মৃত হয়ে, গর্ব্বভরে পেশোয়া-শক্তিকে তুচ্ছ করেছিলে?

মাহ। শক্তির কথা বলছেন পেশোয়া! যখন সেই উজ্জ্বল দৃশ্যপটের সম্মুখে, নগ্নশির-শবপরিবেষ্টিতা, মুক্তালকা সেই স্বর্গীয়-মাতৃমূর্ত্তি আমার নয়ন-পটে প্রতিফলিত হ'ল— জানিনা, তখন কোন মন্ত্রবলে আমার দেহে যেন শত-মাতঙ্গের শক্তি উপস্থিত হ'ল। হৃদয়ে এমন এক পবিত্র ভাবের উদয় হয়েছিল মহারাজ, যার মধ্য দিয়ে সেনাপতির নিষেধ-বাণী আমার হৃদয়কে স্পর্শ কর্ত্তে পারেনি।

বালাজী। কিন্তু সিন্ধিয়া! সেনাপতি যদি সেই সময় তাদের বন্দী ক'র্ত্ত তা'হলে এরূপ ঘটবার অবকাশ হ'ত না।

মাহ। তা' সত্য। কিন্তু বাধ্য হয়েই তিনি তাদের বন্দী কর্ব্বার অভিলাষ ত্যাগ করেন।

বালাজী। পেশোয়া-শক্তির বিরুদ্ধে, তাদের বন্দী কর্ত্তে, কে তোমায় বাধা দিত মলহর রাও?

মলহর। সেই রমণী।

বালাজী। সেই অসহায়া রমণী কিরূপে তোমার কার্য্যে বাধা দিত?

মলহর। মহারাজ! আমি তার স্বামীকে পরিত্যাগ কর্ত্তে অসম্মত হ'লে, সেই সতী-রমণী নিশ্চয়ই আমার সম্মুখে আত্মবলি দিত। পেশোয়া! আমি সে দৃশ্য দেখ্‌তে প্রস্তুত ছিলুম না। তাই রমণীর অনুরোধে—আমি তার স্বামীকে মুক্তি দিয়েছিলুম।

বালাজী। সেনাপতি তুমি যা' করেছ, তা' নিন্দনীয় নয়।

মাহ। শুধু 'নিন্দনীয় নয়' বলে চুপ কর্ল্লেন কেন মহারাজ! বলুন প্রশংসার যোগ্য।

বালাজী। না মাহদাজী! সেনাপতি যদি প্রভুভক্তির হিসাবে রাজ আজ্ঞা পালন ক'ত্ত, তা'হলে প্রশংসা কর্ত্তেম।

মাহ। আমি কিন্তু তা'হলে ঘৃণা কর্ত্তেম পেশোয়া। তুচ্ছ জীবনের ভয়ে, নিজের মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে—অসহায়ের সহায়, ভারত বিশ্রুত মলহর রাও হোলকার, সেদিন যদি না সেই অসহায়া রমণীকে স্বামী-ভিক্ষা দিতেন, তা'হলে তাঁকে কাপুরুষ মনে করে ঘৃণা কর্ত্তেম।

বালাজী। মাহদাজী! তোমার অনুরোধে, তোমার আশ্রিতের প্রাণ ভিক্ষা দিলুম। এখন তুমি তাদের পরিত্যাগ কর, তারা অন্যত্র গমন করুক।

মাহ। ক্ষমা করুন পেশোয়া! আমি শরণাগতকে ত্যাগ-কর্ত্তে পার্ব্ব না।

বালাজী। শোন মাহদাজী! আমারই আদেশে, আমারই সাহায্যে বর্গীগুরু আজ নবাবের হাতে বন্দী। সুযোগ

পেলে, প্রত্যেক বর্গী আমাদের হত্যা ক'রে তার প্রতি-শোধ দেবার চেষ্টা কর্ব্বে। তুমি বর্গীর ভয়ানক প্রকৃতি, তা'দের ভীষণ প্রতিহিংসার কথা অবগত নও, তাই তাদের পরিত্যাগ কর্ত্তে দ্বিধা কর্চ্ছ।

মাহ। তা'হলে কি বুঝবো পেশোয়া! যে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে—

বালাজী। আমি তোমাকে সে কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত নই। তুমি অমর রাও ও তার পত্নীকে ত্যাগ কর্ব্বে কি না?

মাহ। কখনও না।

বালাজী। উত্তম। শোন হোলকার! এই মুহূর্ত্তে তুমি সিন্ধিয়ার গৃহ অবরোধ ক'রে সস্ত্রীক অমর রাওকে মহারাষ্ট্র-সীমার বহির্ভূত ক'রে দাও।

মাহ। তার পূর্ব্বে আমার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিন মহা-রাজ! না হ'লে এই পুনা নগরীতে এমন স্পর্দ্ধা কার আছে যে আমার আশ্রিতদের বহিষ্কৃত ক'রে দেয়!

বালাজী। তবে তাই হোক্ সিন্ধিয়া। আগে তোমার মৃত্যু হওয়াই বিধেয়। সদাশিব! বন্দী কর।

(অমরের প্রবেশ)

অমর। ক্ষান্ত হোন্—ওঁকে বন্দী কর্ব্বার পরিবর্ত্তে আমায় বন্দী করুন। পেশোয়া! আমিই সেই অমর রাও, আমার জন্যই সিন্ধিয়ার আজ এই অবস্থা! আমাকে বধ করে আপনার সকল বিপদের অবসান করুন।

বালাজী। বর্গী এত নির্ভীক ?

অমর। হ্যাঁ মহারাজ ! বর্গী এত নির্ভীক। আর আপনার চক্ষে তারা হীন হলেও, আশ্রয়-দাতার প্রাণরক্ষার্থে নিজের প্রাণ বলি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। আজ, আত্মীয়-স্বজন-শূন্য, সহায়-সম্বল-হীন বর্গী-সন্তান আমি ; কিন্তু কি লজ্জার কথা, এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের অধীশ্বর হয়েও, আপনি তার ভয়ে ত্রস্ত। আর কি ঘৃণার কথা পেশোয়া ! এই মহৎ হৃদয়, এই উদার অন্তঃকরণ, এই পবিত্র আত্মোৎসর্গ দেখেও আপনার জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হ'ল না। দেখুন পেশোয়া ! মনুষ্যত্ব, বিবেক বলে যদি কোন পদার্থ থাকে, তো তাদের মধ্য দিয়ে চেয়ে দেখুন, তা'হলে বুঝতে পার্বেন, আপনার আর আমার আশ্রয়দাতা এই মহাপুরুষের মধ্যে—কত প্রভেদ। একজন প্রাণভয়ে ভীত, কর্ত্তব্য-বিস্মৃত হয়ে আশ্রিতকে পরিত্যাগ কর্ব্বার উপদেশ দিচ্ছে, আর একজন আশ্রিতকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য, সেই প্রাণ হাসি মুখে বলি দিতে প্রস্তুত। দেখুন সেনাপতি, দেখুন সর্দ্দারগণ, আপনারাও চেয়ে দেখুন—কি নির্ভীক, কি নিষ্কলঙ্ক, কি সরল-স্নিগ্ধ—এই দেবমূর্ত্তি !

বালাজী। আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা এই বর্গীর ! যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শত্রুর অনুগমন করেও লজ্জা হয় না।

অমর। যুদ্ধে পরাজিত হলেও, বর্গী বন্দীত্ব স্বীকার করে না।

কিন্তু এ আমার পরাজয় নয় পেশোয়া, এ আমার জয়। ঈশ্বরানুগ্রহেই আমি যুদ্ধে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলুম, নাহ'লে আমার ভাগ্যে মহাত্মার দর্শন লাভ ঘট্‌তো না। কিন্তু পেশোয়া! বর্গী হলেও—আজ আমি যুক্ত-হস্তে আপনার কাছে এক ভিক্ষা চাচ্ছি। প্রাণ ভয়ে নয় পেশোয়া, মৃত্যু—বর্গীর নিত্য সহচর; আমাকে বধ ক'রে—সিন্ধিয়াকে রক্ষা করুন, এই আমার শেষ ভিক্ষা।

মাহ। তা' হবে না পেশোয়া! আমি জীবিত থাক্‌তে শরণাপন্নের মৃত্যু দেখ্‌তে পার্ব্ব না। আগে আমায় বধ কর্ব্বার অনুমতি দিন।

অমর। না পেশোয়া! আগে আমায় বধ করুন।

মাহ। তবে আমাদের উভয়ের মৃত্যু এক সঙ্গেই হোক্। পেশোয়া! আজীবন আপনার সেবা করে এসেছি, কায়মনোবাক্যে আপনার মঙ্গল-চিন্তা করেছি। কিন্তু আপনার কাছে মাহদাজী কখনও কোন প্রার্থনা করে নি। আজ এই অন্তিম কালে আপনার কাছে একটা প্রার্থনা জানাচ্ছি। দেখবেন পেশোয়া, আমাদের মৃত্যুর পর যেন সেই অভাগিনীকে একমুষ্টি অন্নের জন্য, পরের দ্বারস্থ হ'তে না হয়। আর তাঁকে বলবেন—হতভাগ্য মাহদাজী প্রাণ দিয়েও অমর রাওকে রক্ষা কর্ত্তে পারে নি।

বালাজী। সদাশিব! এদের বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাও।

সদা। চল বীর! তোমার জন্য স্বর্গের দেব-দেবী ব্যাকুল-নয়নে চেয়ে আছে; তোমার কীর্ত্তি-গাথাকে স্বর্ণাক্ষরে স্থান দেবার জন্য, ইতিহাস সাদরে তার বক্ষঃ প্রসারিত করেছে; তোমার যশোগান কর্ব্বার জন্য, ঐ শোন মহারাষ্ট্র-কবির বীণা সপ্ত-স্বরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে। কিন্তু বড় আক্ষেপ রহিল সিন্ধিয়া! যে তোমায় রক্ষা কর্ত্তে পার্ল্লুম না। কি কর্ব্ব, পেশোয়ার আজ্ঞা রহিত করে, এমন শক্তি কারও নেই।

(কাশীবাই, রংরাওয়ের প্রবেশ ও বালাজীর সিংহাসন হইতে অবতরণ)

কাশী। মিথ্যা কথা সেনাপতি' যদিও মহারাজ সাহুর মৃত্যু হয়েছে, তথাপি পেশোয়ার আদেশ অমান্য কর্ত্তে— আমি আছি।

বালাজী। একি মা! তুমি এখানে?

কাশী। বালাজী! আজ আমি তোমার কৈফিয়ৎ নিতে এসেছি।

বালাজী। বল মা, কিসের কৈফিয়ত দিতে হবে।

কাশী। কি অপরাধে তুমি মাহদাজী ও অমরের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছ?

বালাজী। মা! আমার বিনা আদেশে মাহদাজী এই বর্গী-সৈনিককে আশ্রয় দিয়েছে।

কাশী। বৎস! পতিতকে উদ্ধার, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য।

বালাজী। কিন্তু বর্গী আমার চিরশত্রু।

কাশী। হোক্ শত্রু, ক্ষতি কি। শরণাগত শত্রুকে আশ্রয় দান--বীরের বাঞ্ছিত। বৎস! মাহদাজী যা' করেছে, তার জন্য সে সার্ব্বজনীন-প্রশংসার পাত্র। কিন্তু তুমি আমার পুত্র হয়ে, তাকে উৎসাহিত করা দূরের কথা—আবার তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছ? বৎস মাহদাজী! আমার অনুরোধ, তুমি বালাজীর সমস্ত রূঢ় আচরণ ভুলে যাও।

মাহ। মা! বাল্যে পিতৃ-মাতৃ-হীন মাহদাজীর রক্ত-মাংস-গঠিত এই সুন্দর দেহ, তোমারই অকৃত্রিম-স্নেহ, অকপট ভালবাসার—অপূর্ব্ব দান। তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য্য!

বালাজী। মা! জানিনা কোন মায়াজালে এতক্ষণ আমার বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছিল। তোমার চরণ দর্শনে সে মোহঘোর কেটে গিয়েছে। মাহদাজী! জীবন দাতা! না বুঝে তোমার প্রতি অবিচারী হয়েছি, আমায় ক্ষমা কর বন্ধু।

মাহ। মহান্ পেশোয়া! আমি আপনার দাস মাত্র। আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা, আপনার সাজেনা। অপরাধী—আমি, (নতজানু) আমায় ক্ষমা করুন পেশোয়া।

বালাজী। (সাদরে মাহদাজীর হাত ধরিয়া উঠাইল) আর

অমররাও ! বর্গী হলেও যথার্থ বীর তুমি। আমার ইচ্ছা, তুমি আমার শাসন-কার্য্যে সহায় হও।

অমর। আমি অবনত মস্তকে মহানুভব পেশোয়ার কার্য্যভার গ্রহণ কর্লু‍্ম।

(কাশীবাইয়ের প্রস্থান ও প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ ! দ্বার দেশে দূত দর্শন-প্রার্থী—

বালাজী। আস্‌তে বল। (প্রহরীর প্রস্থান, দূতের প্রবেশ) কি সংবাদ ?

দূত। মহারাজ ! একদিকে ষাট্ হাজার সৈন্য নিয়ে সম্রাট্ স্বয়ং মালব আক্রমণে যাত্রা করেছে, আর একদিকে নিজাম পুনরায় সজ্জিত।

বালাজী। রাঘব ! এই মুহূর্ত্তে সত্তর-হাজার সৈন্য নিয়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে যাত্রা কর। নবীন-সৈনাধ্যক্ষ অমর রাও ও সদাশিব তোমার পার্শ্ব রক্ষা কর্ব্বে।

রাঘব। যে আজ্ঞা দাদা।

বালাজী ! আর—হোলকার ! সিন্ধিয়া ! তোমরাও নিজামের বিরুদ্ধে চল্লিশ হাজার সৈন্য সমাবেশ কর। আর আমি ষাট্ হাজার সৈন্য নিয়ে রঘুজীর বিপক্ষে অগ্রসর হব।

মলহর। মহারাজ ! বর্গী-সৈন্য শুনেছি ষাট্ হাজার।

বালাজী। হোক্ তা'তে চিন্তা কি ? সম বল নিয়েই, আমি আমার যোগ্য-প্রতিদ্বন্দী রঘুজী ভোঁসলাকে আক্রমণ

ক'র্ব্ব। এস রাঘব! মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।

[মলহর ও রংরাও ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

রং। সেনাপতি মশাই! এবার আমি একবার লড়ায়ে যাব।

মল। তাই নাকি! লড়াই কি করে কর্ত্তে হয় জান?

রং। কি! আমি লড়াই কর্ত্তে জানি না!

মল। না, তাই বল্‌ছিলুম। কখনও তরোয়াল হাতে করেছ?

রং। আপনাদের মত একখানা উয়ে-খেগো তরাল নিয়ে আমি লড়াই করি না, আমার অস্ত্র অন্য রকম।

চতুর্থ দৃশ্য—পুনা কক্ষ।

কাল—অপরাহ্ন।

চন্দ্রা ও আশা।

আশা। তবে কি হবে বোন্! তুমি ভিন্ন এ বিপদ হ'তে আর আমাদের কে উদ্ধার কর্ব্বে।

চন্দ্রা। তার জন্য ভাবনা নেই। মা যখন নিজে সেখানে গেছেন, তখন তাঁর মুক্তি সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্তথাক।

আশা। কেবল তিনি মুক্তি পেলেও তো সুখী হ'তে পার্ব্বনা বোন্। বিপদের সময় যিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর

প্রাণরক্ষা করেছিলেন, সেই মহাপুরুষের জীবনও আজ বিপন্ন। তাঁর কি উপায় হবে?

চন্দ্রা। তাঁর জন্য ভাবনা—আমাদের চেয়ে মার বেশী। শুনেছি সিন্ধিয়া সাহেবকে নাকি মা ছেলে বেলা হতে মানুষ করেছিলেন; তিনি তাঁকে পুত্রের অধিক স্নেহ করেন। মা বেঁচে থাক্‌তে, তাঁর পায়ে কাঁটাটি পর্য্যন্ত ফুট্‌তে দেবেন না।

(নেপথ্যে—রাজ-আগমন বাদ্য)

আশা। বোন্, ঐ বুঝি মহারাজ আস্‌ছেন, আমি এখন চল্লুম। কিন্তু তুমি সব কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে ভুল না।

(আশার প্রস্থান ও বালাজীর প্রবেশ)

বালাজী। চন্দ্রা! তুমি এখানে একলা কি কর্চ্ছিলে?

চন্দ্রা। নাথ! তোমার আগমন-বাদ্য শুনে, চন্দ্রোদয় দেখবার জন্য, এক দৃষ্টে হৃদয়-আকাশের দিকে চেয়েছিলুম।

বালাজী। চাঁদ কি উঠ্‌লো?

চন্দ্রা। উঠ্‌লো। কিন্তু অসময়ে কেন নাথ?

বালাজী। আমি এখনই যুদ্ধে যাব চন্দ্রা। সেই জন্য যাবার সময় একবার তোমাকে দেখ্‌তে এলুম।

চন্দ্রা। কার সঙ্গে এই যুদ্ধ নাথ?

বালাজী। তোমার মার শেষ আজ্ঞা আমি এখনও ভুল্‌তে পারিনি। তাই রঘুজীকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য আজই আমি যুদ্ধযাত্রা কর্ব্ব।

চন্দ্রা। আমার একটা অনুরোধ রাখবে কি?

বালাজী। তোমার কোন্ অনুরোধ না রেখেছি চন্দ্রা?

চন্দ্রা। শুনলুম নাকি—সিন্ধিয়া সাহেব আর অমর রাওয়ের প্রাণদণ্ড করেছ!

বালাজী। হ্যাঁ করেছি।

চন্দ্রা। তাঁদের মুক্তি দিতে হবে।

বালাজী। কেন চন্দ্রা, তাদের মুক্তি দেবার জন্য, তোমার এত আগ্রহ কেন?

চন্দ্রা। নাথ! আমারই সামনে সিন্ধিয়া সাহেব একদিন তোমার জীবন রক্ষা করেছিলেন। তাঁর সে উপকার আমি জীবনে ভুলতে পার্ব্ব না।

বালাজী। কিন্তু আমি যদি তাদের মুক্ত করে না দি—

চন্দ্রা। তা'হলে আমি নিজে গিয়ে তাদের মুক্ত করে দিয়ে আসব।

বালাজী। পার্ব্বে?

চন্দ্রা। তুমি অভয় দিলেই পার্ব্ব।

বালাজী। আমি অভয় দিলুম।

চন্দ্রা। তবে এখনই তাদের মুক্ত করে দিয়ে আসছি।

[প্রস্থানোদ্যতা]

বালাজী। (অগ্রসর হইয়া হাত ধরিয়া) দাঁড়াও চন্দ্রা! তোমাকে আর যেতে হবে না। মা পূর্ব্বেই তাদের মুক্তি দিয়েছেন।

চন্দ্রা। তা'হলে তুমি, এতক্ষণ আমায় পরীক্ষা কর্চ্ছিলে ?

বালাজী। না চন্দ্রা! আমি তোমায় পরীক্ষা করিনি। বন-বাসিনী সরলা বালিকার বাহ্য-সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তঃ-সৌন্দর্য্য কত নির্ম্মল, কত পবিত্র, কত স্নিগ্ধ—আমি মুগ্ধ-নয়নে তাই চেয়ে দেখ্ছিলাম।

(কাশীবাইয়ের প্রবেশ ও চন্দ্রার একপার্শ্বে গমন)

কাশী। বালাজী!

বালাজী। এস মা। তোমারই আগমন প্রতীক্ষায় বসে আছি।

কাশী। বৎস! আমার মার মুখে শুনলুম যে, তাদের এই দুরবস্থার আর কর্ণাট-রাজ-মহিষীর আত্মঘাতিনী হবার—একমাত্র কারণ, রঘুজী ভোঁসলা।

বালাজী। তুমি সত্য কথাই শুনেছ। মা! পিতার মুখে শুনেছিলাম "বিপন্ন শত্রুকে বিপন্মুক্ত করা, পরাজিত শত্রুকে যোগ্য-সম্মান ও অভয় দেওয়া, আর—সমকক্ষ-প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রশংসা করার নাম—'বীরধর্ম্ম'। আমি ইতিহাসে পড়েছি—এই যুগেও এই ভারতবাসী একদিন—সত্যে, সরলতায়, আতিথ্যে এবং নৈতিক-চরিত্রে—প্রসিদ্ধ-জ্ঞানী ও সদাশয় রাজদূত মেগাস্থিনিস্কে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করেছিল। মা! সেই ভারত কি আজ মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার—আদর্শ-স্থল হবে ? ধর্ম্মের নামে—সঙ্কীর্ণতার আবাস-ক্ষেত্র হবে ? উদারতার অভিনয়ে নীচতা ও বর্ব্বরতার লীলাভূমি হবে ?

কাশী। কখনও না। পুত্র! বীরোচিত আচরণ কর, রাজ
যোগ্য অনুষ্ঠান কর।

বালাজী। তবে অনুমতি দাও মা, আমি সেই পাপিষ্ঠ দস্যু-
সর্দ্দারের প্রায়শ্চিত্ত বিধানে অগ্রসর হই!

কাশী। যাও পুত্র! আমি তোমাকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি
দিলুম। আশীর্ব্বাদ করি যুদ্ধে জয়ী হও।

[বালাজীর প্রস্থান]

মা বরাভয়করা! পুত্রকে জয় ভিক্ষা দে মা।

[প্রস্থান]

(আশার প্রবেশ)

চন্দ্রা। সব শুনেছ?

আশা। শুনেছি। ফুল্ল-কমলিনী অরুণ-বিহনে আজ—এত
মলিনা কেন?

চন্দ্রা। জনম দুঃখিনী—আমি বোন্। তাই ভয় হয়, আমার
ভাগ্যে এত সুখ, এই অগাধ-ভালবাসা—সইবে
কি না? জানি না মা শঙ্করীর মনে কি আছে?

আশা। এ কিন্তু তোমার মিথ্যা ভয় বোন্। তোমার মত
সরলতার, পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি—যাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাঁর
কি কখনও বিপদ থাকতে পারে? এখন চল বোন্,
আমরা প্রাসাদশিখরে বসে যুদ্ধ যাত্রা দেখিগে।

———:❋:———

পঞ্চম দৃশ্য—আলিবর্দ্দী সভা।

কাল—প্রভাত।

(সিংহাসনে আলিবর্দ্দী, জগৎশেঠ, মিঁয়াজান, সভাসদগণ ও সম্মুখে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাস্কর পণ্ডিত)

আলি। ভাস্কর পণ্ডিত! আজ তুমি আমার বন্দী।

ভাস্কর। নবাব! যুদ্ধে জয়-পরাজয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত। সমস্ত যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে, শেষ এই যুদ্ধ—মাত্র একটা ভুল, একটা প্রগাঢ় বিশ্বাসের জন্য—এই যুদ্ধ হারিয়েছি। নবাব! পেশোয়ার গুপ্ত শত্রুতার জন্য প্রস্তুত ছিলেম না; না হলে ভাস্কর পণ্ডিত আজ বাংলার সিংহাসনে বসে, শৃঙ্খলিত আলিবর্দ্দী খাঁর বিচার কর্ত্ত।

আলি। দাম্ভিক! যে দম্ভ নিয়ে তুমি আলিবর্দ্দীখাঁকে দমন কর্ত্তে এসেছিলে, এখন তোমার সে দম্ভ কোথায়?

ভাস্কর। ভাস্কর পণ্ডিতের দম্ভ চিরকাল সমানই থাকবে।

আলি। কাটোয়া যুদ্ধে বোধ হয় তার সম্যক পরিচয় দিয়েছ?

ভাস্কর। কাটোয়া যুদ্ধ? মূর্খ নবাব! কাটোয়া যুদ্ধে, নবাব সৈন্যের শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? নির্লজ্জ তুমি, তাই সে যুদ্ধের স্পর্দ্ধা কচ্ছ।

আলি। বন্দীর মুখে কিন্তু এ আস্ফালন বড় মধুর শোনায়। ভাস্কর পণ্ডিত! আজ আমি তোমার প্রাণ- দণ্ডের আদেশ দেব।

ভাস্কর। তোমার ন্যায় সুবিচারকের হাতে, এ হতে অধিক সৌভাগ্য আশা করা যে মূর্খতা, তা আমি পূর্ব্বেই জান্‌তাম। নবাব! আমিও তার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

আলি। আমি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর্ত্তে পারি, কিন্তু এক সর্ত্তে।

ভাস্কর। ভাস্কর পণ্ডিত কারও ক্ষমার প্রত্যাশী নয়। সে তোমার অনুগ্রহে পদাঘাত করে।

আলি। শোন ভাস্কর পণ্ডিত! তুমি আমার কন্যাকে ফিরিয়ে এনে দাও, আমি নির্ব্বিবাদে তোমায় পরিত্যাগ কর্ব্ব।

ভাস্কর। তোমার কন্যাকে ফিরিয়ে পেতে চাও নবাব?

আলি। চাই, তোমার জীবন দানের বিনিময়ে।

ভাস্কর। অসম্ভব।

আলি। অসম্ভব? দুর্ব্বৃত্ত! তবে কি তুমি আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দেবে না?

ভাস্কর। তোমার কন্যাকে ফিরিয়ে দিতে পারে, এমন শক্তি বুঝি এ জগতে কারও নেই।

আলি। সে কি!

ভাস্কর। তোমার সেই অভাগিনী কন্যার মৃত্যু হয়েছে নবাব।

আলি। মৃত্যু হয়েছে? দস্যু! তবে তুই তাকে হত্যা করেছিস্।

ভাস্কর। মিথ্যা কথা, ভাস্কর পণ্ডিত কখনও স্ত্রী-হত্যা করে না।

(নেপথ্যে—কামান গর্জ্জন ও দূতের প্রবেশ)

দূত। নবাব! সর্ব্বনাশ হয়েছে। অসংখ্য সৈন্য নিয়ে রঘুজী ভোঁসলা আমাদের অতর্কিত আক্রমণ করেছে। সমস্ত গৃহে অগ্নি-প্রদান কর্চ্ছে, নির্দ্দয়-ভাবে আবাল- বৃদ্ধের প্রাণ-সংহার কর্চ্ছে।

আলি। সৈনিকগণ! এখনই এই পাপিষ্ঠ বর্গীগুরুকে বধ করগে।

(মহারাষ্ট্র দূতের প্রবেশ)

দূত। এখনই ও আদেশ প্রত্যাহার করুন্ নবাব!

আলি। কে তুমি?

দূত। আমি ছত্রপতি বালাজী রাওয়ের সংবাদবহ। এই দেখুন নবাব, পেশোয়ার আদেশ পত্র।

আলি। পেশোয়ার অভিপ্রায়?

দূত। আপনি বন্দীদের তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন, এই তাঁর অভিলাষ।

আলি। আমার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভাস্কর পণ্ডিত বন্দী হয়েছে, আমিই তার বিচার-কর্ত্তা। দূত! পেশোয়ার এ অন্যায় আদেশ পালন কর্ত্তে প্রস্তুত নই। আমি বন্দীর প্রাণদণ্ড কর্ল্লুম। যাও সৈনিকগণ! নিয়ে যাও।

[ভাস্করকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান]

দূত। নবাব! এখনও সময় আছে, এখনও নিজের মঙ্গল-চিন্তা করুন। ইচ্ছা করে পেশোয়ার শত্রুতাকে ডেকে নেবেন না।

আলি। আমার হিতাহিত বিচার কর্ব্বার ভার আমার, তোমার নয়। কি কর্ব্ব অবধ্য তুমি, যাও দূর হও।

দূত। আমি এখনই যাচ্ছি নবাব। কিন্তু যাবার আগে, আমার প্রভুর শেষ মন্তব্য আপনাকে জানিয়ে দিয়ে যাই। পেশোয়ার আদেশে আজই আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর্ল্লুম। পারেন তো সেই ভীষণ আক্রমণ হতে, আপনার সাধের বাংলা রক্ষা করুন।

[প্রস্থান]

জগৎ। জাঁহাপনা! ক্রুদ্ধ রঘুজীর আক্রমণে নিশ্চয়ই সোণার বাংলা ছারখার হয়ে যাবে।

(রক্তাক্ত হস্তে মতিয়ার প্রবেশ)

মতি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ একি! নবাব! আলিবর্দ্দী খাঁ! তুমি! এই দেখ রক্ত, আমার স্বামী-হন্তার রক্ত। বড় উত্তপ্ত, —বড় উত্তপ্ত। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ, হাঃ হাঃ হাঃ।

[প্রস্থান]

মিঁয়া। এ কেমন ধারাটা হল? এই গোলমাল, দাঙ্গা হাঙ্গামাদের বাজারে—এ ছুঁড়ি আবার কোথা থেকে এসে জুটলো? না, ছুঁড়িগুলো দেখ্‌ছি নেহাতই বাজ্‌খেয়ে।

আলি। এ উন্মাদিনী কে মিঁয়াজান?

মিঁয়া। চিন্তে পার্ল্লেন না হুজুর? ও যে সাজাদীর সখী মতিয়া।

আলি। হায়! মতিয়ার আজ এই অবস্থা!

মিঁয়া। ও জাতের অমন একটু আধটু হয়েই থাকে। এখন চলুন হুজুর, ঘুরে ঘারে যুদ্ধের হাওয়াটা একটু গায়ে লাগিয়ে আসা যাক্।

(ভাস্করের ছিন্নমুণ্ড হস্তে ঘাতকের প্রবেশ)

ঘাতক। এই দেখুন নবাব—বন্দীর ছিন্নমুণ্ড।

(রঘুজীর প্রবেশ)

রঘুজী। পাপিষ্ঠ নবাব! একি! গুরুদেবের আজ এই অবস্থা! গুরুদেব! গুরুদেব! এই দৃশ্য দেখবার জন্যই কি সুদূর কর্ণাট হতে উন্মত্তের ন্যায় ছুটে আস্‌ছি? এই দৃশ্য দেখবার জন্যই কি নির্ব্বোধ-রঘুজী অনুকম্পাভরে এতকাল নবাবের প্রাণবধ করে নি? ওঃ-হোঃ! কি করেছি—কি করেছি! শয়তান! আজ তুই যেমন বর্গীগুরুকে বধ করেছিস্, সেইরূপ আমি তোকে—(তরবারি উত্তোলন) আল্লার নাম স্মরণ কর আলিবর্দ্দী খাঁ!

(আঘাত করিতে উদ্যত ও মণিবন্ধে গুলি লাগিয়া তরবারি পতন)

রঘুজী। কে রে দস্যু?

(পিস্তল হস্তে বালাজী, রংরাও ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

(ছিন্নমুণ্ড লইয়া ঘাতকের প্রস্থান)

বালাজী। দস্যু আমি নয় রঘুজী, দস্যু—তুমি। তাই চিরদিনের

জন্য তোমাকে সে সুযোগ হতে বঞ্চিত কর্ল্লুম। রঘুজী!
এখন তোমার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হয় কি?

রঘুজী। হয় বই কি বালাজী। মনে হয়, যখন তোমাকে কোলে করে রঘুজী পুত্র কামনা কর্ত্ত না। মনে হয়, যখন আমি পিতা কম্বজীর প্ররোচনায় তোমার পিতার শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, আর মনে হয়— পেশোয়া! সে দিনের কথা, যে দিন বেরারে কর গ্রহণ কর্ত্তে এসে আমি বর্গী-সর্দ্দার নামে পরিচিত হই। বালাজী! সেই দিন হতেই আমি, তোমার ও আমার মধ্যে এক গভীর কূপ খনন করেছি।

বালাজী। রঘুজী! আমি তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর্ত্তে পার্ত্তাম, কিন্তু কর্ণাটে রমণী-নির্য্যাতন—আমার ধৈর্য্য-সীমা অতিক্রম কর্ল্ল!

রঘুজী। বালাজী! এতদিনে বুঝি তার প্রায়শ্চিত্ত হ'ল।

বালাজী। রঘুজী! আবার তুমি নাগপুরে ফিরে গিয়ে ধর্ম্মপথে জীবন অতিবাহিত করগে।
আলিবর্দ্দী খাঁ! আপনি ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণদণ্ড করেছেন?

আলি। করেছি। কিন্তু কেন জানেন কি মহারাজ?

বালাজী। কারণ—আপনি ভাস্কর পণ্ডিতকে ভয় কর্ত্তেন।

আলি। না মহারাজ। সে পাপিষ্ঠ আমার কন্যাকে হত্যা করেছে।

বালাজী। কন্যাকে হত্যা? অসম্ভব!

আলি। অসম্ভব কিসে মহারাজ?

বালাজী। আপনার কন্যা আপনারই সেনাপতির অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছেন। আমি সে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় তখন আমি বহুদূরে, সেইজন্য তাঁকে রক্ষা কর্ত্তে পার্লাম না।

আলি। রোশেনা! মা আমার! তোর অদৃষ্টে শেষ এই ছিল?

জগৎ। স্থির হোন্ নবাব! আজ আমরা সম-দুঃখী। জানিনা, হতভাগিনী আশার আজ—কি অবস্থা হয়েছে!

বালাজী। শেঠজী! আপনার কন্যা জীবিতা।

জগৎ। জীবিতা! মা আমার এখনও বেঁচে আছে? বলুন পেশোয়া, কোথায় সে—কোথায় সে?

বালাজী। তিনি এখন আমার আশ্রয়ে—পুনাতে। নবাব! আপনি যে চৌথ হতে মুক্তিলাভের আশায়, বর্গী-বিরুদ্ধে এতকাল যুদ্ধ করেছেন, আর আজ অন্যায় ভাবে বর্গীগুরুকে বধ কর্ল্লেন, আমি স্বয়ং সে কর গ্রহণ কর্ব্বার জন্য এই সভায় উপস্থিত হয়েছি।

আলি। আপনি আমার কাছে কর গ্রহণ কর্ব্বেন মহারাজ!

বালাজী। নহিলে, রঘুজী ভোঁসলার উলঙ্গ-তরবারির সম্মুখ হতে আপনাকে রক্ষা কর্ল্লাম কেন নবাব? আলিবর্দ্দী খাঁ! সেদিনকার কথা স্মরণ করুন। যে দিন বালাজীকে একাকী জেনে, আপনি তার যথেষ্ট অপমান করেছিলেন,

এমন কি, তাকে বন্দী কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিলেন। আজ আমি এই সভামধ্যে দাঁড়িয়ে তার প্রত্যুত্তর দিয়ে যাচ্ছি। শুনুন নবাব! বিশ লক্ষ টাকা চৌথের বিনিময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ আবার বাংলার সিংহাসনে বস্‌তে পাবেন, নহিলে এই শেষ। এস রঘুজী।

[বালাজী ও রঘুজীর সৈন্যগণ সহ প্রস্থান]

আলি। হায় খোদা! বাংলার নবাবী—দু'দিনের।

[প্রস্থান]

জগৎ। বাংলার মাটিতে যে সোণা ফলে।

[প্রস্থান]

মিঁয়া। হুজুর আর হুজুরালির বুদ্ধির কি দৌড়! এই সামান্য কথা দুটো কেমন বুদ্ধি খাটিয়ে চট্ করে বুঝে নিয়েছেন। যে মাটিতে সোণার মত কঠিন জিনিষ ফলে, সে মাটিতে মানুষের মত কোমল শরীর গড়বে কিসে! ঐখানটায়ই বোঝা শক্ত। ছাই, জাঁহাপনাকে এত করে বল্লুম যে, চলুন বেলাবেলি খাওয়া দাওয়া করে রঘুজীর সঙ্গে যুদ্ধে বেরিয়ে যাই, তা'হলে এই পেশোয়াটার মুখ দেখতে হ'ত না। তা' হুজুর একদম নাচার হয়ে বস্‌লেন। সবাইকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারি, কিন্তু ঐ পেশোয়া ব্যাটাকে—

(সহসা দেখিল, রংরাও দূরে সিংহাসনের পার্শ্বে বসিয়া পা নাচাইতেছে)

(স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! ওখানে যে দেখ্‌ছি এখনও এক ব্যাটা রাও সাহেব হাজির। তাইতো, কথাটা দেখছি বড় বেফাঁস বেরিয়ে গিয়েছে। বোধ হয় শুন্‌তে পায়নি। এইবেলা পাল্টে নি।

মানুষের মন একটা মজার জিনিষ। যেন শোলার চেয়ে হাল্‌কা, এতটুকু জল পেলেই ভেসে যায়।

রং। ভুল—ভুল—বিরাট্‌ ভুল। ফুঁয়ের চেয়েও হাল্‌কা। ছোটে ঠিক ঝোড়ো বাতাসের আগে আগে।

মিঁয়া। (অপ্রতিভ) তা' বটে, তা' বটে। ছোটে—ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে, বাঁশ ঝাড়ের নীচ দিয়ে, খামারের ভেতর দিয়ে, আর—

রং। (বাধা দিয়া) ভুল—ভুল—প্রকাণ্ড ভুল। কখন জানালার পাশে, কখন ঘাটের ধারে। কখন রান্নাঘরে, কখন আঁস্তাকুড়ে। কখনও বিছানার ওপর দিয়ে, কখনও বা সিন্দুকের পাশ দিয়ে।

মিঁয়া। আর ট্যাঁকশালের ভেতরে?

রং। সেখানে ঝড় না হলেও ছোটে।

মিঁয়া। মানুষের বুদ্ধি কিন্তু একটা ভারী আশ্চর্য্য রকম সৃষ্টি! মানুষ বুদ্ধি দিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জয় কর্ত্তে পারে।

রং। ভুল—মস্ত ভুল। অনেক সময়েই সে নিজের কাছেই হেরে যায়।

মিঁয়া। তা' ঠিক—তা' ঠিক। এত সূক্ষ্ম যে মশার হুলটি

ফুটলেই জানতে পারে। আবার সময় সময় যখন সে কিঞ্চিৎ—অবশ্য খুব বেশী নয়—অপেক্ষাকৃত অধিক সূক্ষ্ম আকার ধারণ করে, তখন—আছে কি নেই, ঠিক্ বুঝে উঠতে পারা যায় না।

রং। তখন সে যে নিজেকেই বুঝতে পারে না।

মিঁয়া। যখন, আরও একটু সূক্ষ্ম-ভাব—

রং। (বাধা দিয়া) খবরদার, এখনই লোপ হয়ে যাবে—

মিঁয়া। (চমকিয়া) তা' বটে—তা' বটে। আচ্ছা থাক্' থাক্। কিন্তু যদি সে স্থির হতে আরম্ভ করে—

রং।। (বাধা দিয়া) সর্ব্বনাশ! এমন আহাম্মক তো দেখিনি। চোখ দুটো যে তখনই স্থির হয়ে যাবে।

মিঁয়া। (জিব কাটিয়া স্বগতঃ) কি ভুল, ভাগ্যিস্ সামলে নিয়েছি। আচ্ছা, এবার কিন্তু আর ঠক্‌ছি না। (প্রকাশ্যে) মানুষের বুদ্ধি যখন কিন্তু স্থূল হয়, তখন সে সহজেই একটা হাতী গড়ে ফেলে।

রং। মহাশয়ের বুদ্ধিটা দেখ্‌ছি ঠিক সেই রকম। আরে গাধা! বুদ্ধি যখন স্থূলাকার ধারণ করেন, তখন তিনি সহজেই পৃথিবীটাকে আঁকড়ে ধরে ফেলেন। আর সে বুদ্ধির জাপ্‌টানিতে—অত বড় একটা পৃথিবী, ভয়ে ভয়ে সুড় সুড় করে গুটিয়ে এসে, একখানা ছোট্ট নক্সার মধ্যে ঢুকে—শেষে হাঁপাতে থাকে।

[পরস্পর সেলাম করিয়া বিপরীত দিকে প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য—দিল্লী তোরণ।

কাল—রাত্রি

রাঘব, সদাশিব ও অমর।

সদা। মালবে সম্রাটকে বাধা না দিয়ে, আপনি যে এখানে উপস্থিত হলেন এর কারণ কি খুড়োভাই?

রাঘব। দিল্লীশ্বরের অমাত্য গাজিউদ্দীন, দিল্লী আক্রমণ কর্ব্বার জন্য আমায় অনুরোধ করে। সে লিখেছে যে, দিল্লীর সমস্ত সৈন্য সে সম্রাটের সঙ্গে বার করে দিয়েছে। এই সময় যদি আমরা আক্রমণ করি, তা'হলে সুফল হতে পারে।

অমর। গাজিউদ্দীন বিশ্বাসঘাতক, তাই ঐরূপ লিখেছে। বিশ্বাসঘাতকের কথায় এতদূর অগ্রসর হয়ে বোধ হয় ভাল করেন নি।

রাঘব। গাজিউদ্দীন যে বিশ্বাসঘাতক তা'তে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য, যে কোন উপায়ে হোক্ —দিল্লী অধিকার করা।

সদা। খুড়োভাই! নির্ব্বিরোধে এতদূর অগ্রসর হয়ে, শেষ এই দুর্গদ্বারে এসে আমরা প্রথম বাধা পেলুম। জানি না, এখন আমাদের অদৃষ্টে কি আছে।

রাঘব। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গাজিউদ্দীনের দুর্গদ্বার উন্মুক্ত কর্ব্বার কথা। রাত্রি এক প্রহর অতীত হতে চল্ল, এখন কিন্তু তার কোনও আশাই দেখ্‌ছি না।

অমর। গাজিউদ্দীন নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে।

রাঘব। গাজিউদ্দীন প্রতারণা কর্ব্বে. এও কি কখনও সম্ভব?

সদা। আশ্চর্য্য কি খুড়োভাই? শঠ—চিরকালই শঠ।

রাঘব। মূর্খ গাজিউদ্দীন তা'হলে ভেবেছে যে, দ্বার উন্মুক্ত করে না দিলেই মারাঠারা নিশ্চয়ই ফিরে যাবে; কিম্বা আমাদের সমূলে ধ্বংশ কর্ব্বার জন্য, এতক্ষণ হয়তো সে একটা ভয়ানক চক্রান্তের উদ্ভাবন কর্চ্ছে। সদাশিব! আর আমাদের চুপ করে থাকা নিরাপদ নয়। এই অগণ্য সৈন্য নিয়ে, অরক্ষিত দিল্লী-নগরী অধিকারের লোভ, আমি কিছুতেই পরিত্যাগ কর্ত্তে পর্চ্ছি না। কৌশলে না হয়, বাহুবলে আজ দিল্লী অধিকার কর্ব্ব। অমর! এখনই তুমি কামান দিয়ে দুর্গদ্বার উড়িয়ে দাও।

অমর। যে আজ্ঞা।

[অমরের প্রস্থান]

রাঘব। সদাশিব! দুর্গের পশ্চিম প্রাকার শুনেছি দুর্ব্বল। এই প্রাকার ভঙ্গ করেই বিখ্যাত তৈমুর-লঙ্গ একদিন দিল্লী অধিকার করেছিল। তুমি এখনই দুর্গের পশ্চিম দিক্ আক্রমণ করগে।

[সদাশিবের প্রস্থান]

রাঘব। দিল্লী জয় কর্ত্তে না পার্লে, পেশোয়ার যুদ্ধ-সজ্জা সম্পূর্ণ ফলবতী হবে না।

(অমরের প্রবেশ)

রাঘব। এই যে অমর! ফিরে এলে যে?

অমর। আপনার কথামত দ্বারমুখে তোপ সজ্জিত করেছিলাম। কিন্তু, গোলাবর্ষণ কর্ব্বার পূর্ব্বেই দ্বার আপনা হতে উন্মুক্ত হয়ে গেল। অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ কর্ত্তে পারি না, তাই আপনাকে সংবাদ দিতে এলুম।

রাঘব। এ নিশ্চয়ই গাজীউদ্দিনের কৌশল। চল, আমরা নির্ভয়ে দুর্গে প্রবেশ করি।

—::—

সপ্তম দৃশ্য—হায়দ্রাবাদ মন্ত্রণা কক্ষ।

কাল—প্রভাত।

সালাবৎ, মন্ত্রী ও পারিষদগণ।

সালা। মন্ত্রী! উদ্‌গীর যুদ্ধে পরাজয় নিজামের দুর্ভাগ্য।

মন্ত্রী। সত্য জাঁহাপনা।

সালা। সেই পরাজয়ের উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবার জন্যই, আবার আমি মারাঠার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি।

মন্ত্রী। কাজটা কিন্তু ভাল করেন নি বোধ হয়।

সালা। মন্দই বা কি করেছি। পেশোয়া নিজামের উপর চক্ষু রক্তবর্ণ কর্ব্বে, মারাঠা দস্যু এসে হায়দ্রাবাদে চৌথ আদায় কর্ব্বে, তাই বা কি করে সহ্য করি মন্ত্রী?

মন্ত্রী। আপনি যা বল্‌ছেন তা' সত্য। কিন্তু জাঁহাপনা! মহারাষ্ট্র-শক্তি আজ ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে, তাকে বিধ্বস্ত করা নিজামের সাধ্য নয়।

সালা। ভুল করেছ মন্ত্রী। সমস্ত ভারতে মহারাষ্ট্রকে দমন কর্ব্বার শক্তি যদি কারও থাকে, তা'হলে সে শক্তি এক নিজামেরই আছে।

মন্ত্রী। কিন্তু জাঁহাপনা! যে রঘুজী ভোঁসলা, আপনার নিকট হতে গয়েলগড়, আর মাণিকদুর্গ, অনায়াসে অধিকার কর্ল্লে—পেশোয়ার বাহুবলে সেই রঘুজী আজ পরাস্ত।

সালা। মন্ত্রী! এ যুদ্ধে আমি ফরাসীদের সাহায্য পাব।

মন্ত্রী। কে আপনাকে এ কথা বল্‌লে জনাব?

সালা। সৈন্য সাহায্যের জন্য পূর্ব্বেই আমি পণ্ডীচেরীতে দূত পাঠিয়েছি।

মন্ত্রী। আপনি বোধ হয় ফরাসীদের সাহায্য পাবেন না।

সালা। কেন?

মন্ত্রী। উদ্‌গীর যুদ্ধে রসদাভাবে ফরাসী-সৈন্য যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছে। তাই কাপ্তেন বুসি, আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। বন্দেগী খোদাবন্দ।

সালা। কি সংবাদ ?

দূত। ডুপ্লে সাহেব আপনাকে সৈন্য সাহায্য কর্ত্তে অপারক।

সালা। যেতে পার। (দূতের প্রস্থান) তাইতো, এ অবস্থায় ফরাসীরাও আমায় পরিত্যাগ কর্লে ! তা করুক। আজ আমি স্বয়ং পুনা আক্রমণে যাব। মন্ত্রী ! সমস্ত নিজাম সৈন্য-সজ্জিত হবার আদেশ দাও। (সহসা কামান গর্জ্জন) ও কি মন্ত্রী ?

(প্রথম সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। জাঁহাপনা ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। পেশোয়া সসৈন্যে হায়দ্রাবাদ আক্রমণ করেছে। আমাদের সৈন্যেরা দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করেছে। কিন্তু পরিচালক অভাবে ক্রমেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে।

১ম পা। য়্যাঁ—আক্রমণ করেছে ! এই অসময়ে না বলে কয়ে আক্রমণ কর্লে কি রকম। ব্যাটারা দেখছি ধর্ম্ম-শাস্তোর একেবারেই পড়ে নি।

সালা। হায় ! এ অসময়ে যদি আমীর খাঁ থাকতো—

(আমীরের প্রবেশ)

আমী। বিশ্বাসঘাতক আমীর খাঁ এখনো আপনাকে ভুলতে পারে নি জাঁহাপনা। নিজাম ! কোনও ভয় নাই। যদিও আমি হায়দ্রাবাদ পরিত্যাগ করেছিলুম, তথাপি

পেশোয়াকে বাধা দেবার জন্য গোপনে পাঁচ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেছিলুম। সেই সৈন্য নিয়ে আমি পশ্চাদ্দিক হতে আক্রমণ করেছি। পেশোয়া সে সংবাদ এখনও অবগত নয়।

সালা। আমীর! যদি আজকের যুদ্ধে জয়ী হই তবেই—নহিলে আর কি কর্ব্ব বন্ধু?

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

২য় সৈন্য। জনাব! নিজাম সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে। পেশোয়া ভীম-রবে পুরী আক্রমণ করেছে। জাঁহাপনা! এখনও নিজেকে রক্ষা কর্ব্বার চেষ্টা করুন।

(প্রস্থান. কামান গর্জ্জন, হর—হর—মহাদেও)

সালা। তাইতো, এসব কি শুনছি? আমীর! তবে কি তুমিই আজ আমার সঙ্গে প্রতারণা কর্লে?

আমীর। আপনার ঐ তরবারির মুখে আমীর খাঁ হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না। জনাব! এখনও আমায় বিশ্বাস করুন। আমীর খাঁ জীবিত থাক্‌তে আপনার কোন ভয় নেই।

সালা। পেশোয়া! আজ তা'হলে তোমার কাল-পূর্ণ হয়েছে। আমীর। এতদিনে বুঝি সালাবতের অভীষ্ট সিদ্ধ হল।

(বালাজীর প্রবেশ)

বালাজী। এতদিনে বিদ্রোহী-নিজামের দমন হল।

সালা। বালাজী! পথ মসৃণ জেনে, আজ ভ্রমে সর্পের গহ্বরে প্রবেশ করেছ। আর তোমার নিস্তার নেই।

(নেপথ্যে—আল্লা—আল্লা—হো, কামান গর্জ্জন)

বালাজী। (স্বগতঃ) একি অকস্মাৎ নিজাম-সৈন্যের জয়ধ্বনি! তবে কি যথার্থই আমি বিপন্ন!

সালা। পেশোয়া! ভেবেছিলে তোমার ঐ ক্ষুদ্র শক্তির কাছে সালাবৎজঙ্গ পরাজিত হবে, মনে করেছিলে—হায়দ্রাবাদ-জয় একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার? এখন যদি তোমায় বন্দী করি?

বালাজী। (স্বগতঃ) অসংখ্যের বিরুদ্ধে একার যুদ্ধ সম্ভব নয়—

সালা। শোন বালাজী! আমি তোমাকে বন্দী করে, জালবদ্ধ-সিংহের ন্যায় নগরের চারিধারে ভ্রমণ করাব। তখন বুঝতে পার্ব্বে হায়দ্রাবাদ আক্রমণের পরিণাম কি দুর্ব্বিষহ। পেশোয়া! এখন কোথায় তোমার সেই প্রভু-ভক্ত হোল্‌কার আর সিন্ধিয়া—যাঁ'দের বাহুবলের উপর নির্ভর করে, আজ তুমি হায়দ্রাবাদ অধিকার কর্ত্তে এসেছিলে? আমীর খাঁ, বন্দী কর।

(মলহরের প্রবেশ)

মল। সাবধান, নিজাম-সেনাপতি।

সালা। এই যে হোল্‌কার। দুই মূর্ত্তি এক সঙ্গে মিলেছে। এ স্বর্ণ-সুযোগ বুঝি আর কখনও উপস্থিত হবে না।

আমীর! দু'জনাকেই বন্দী কর।

(পিস্তল হস্তে মাহদাজী, রংরাও ও কয়েক জন মহারাষ্ট্র-সৈন্যের প্রবেশ)

মাহ। পেশোয়াকে বন্দী করা নিতান্ত সহজ-সাধ্য নয়, নিজাম।

(আমীর খাঁ নিজের পিস্তল বাহির করিবার পূর্ব্বেই মাহদাজী সালাবৎকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। আমীর খাঁ সত্বর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই গুলি গ্রহণ করিল। আমীরের পতন মাহদাজী ও সালাবৎ তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল)

সালা। আমীর! বন্ধু! ভাই! হতভাগ্য আমি তোমায় রক্ষা কর্ত্তে পাল্লু'ম না।

আমীর। জনাব! আমি মরি তাতে দুঃখ নেই। নিজের প্রাণ দিয়ে যে আপনাকে রক্ষা কর্ত্তে পেরেছি, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। এখন বিদায় দিন প্রভু! খোদা—আল্লা (মৃত্যু)

সালা। আমীর! জন্মান্তরেও তোমার এ ঋণ পরিশুদ্ধ হবে না।

মাহ। হায়! আমি কি নিষ্ঠুর। আজ স্বহস্তে এই স্বদেশ-ভক্তের প্রাণ সংহার কর্ল্লাম।

সালা। (উঠিয়া) আমীর খাঁ গেল, হায়দ্রাবাদ গেল, তবে আর কেন এ বৃথা জীবন ভার বহন করি। পেশোয়া! আমাকেও বধ করুন।

বালাজী। সালাবৎ! আমি তোমাকে হায়দ্রাবাদ ফিরিয়ে দিচ্ছি। মাত্র বিজাপুর আর দৌলতাবাদ আমার শাসনাধীন থাক্‌বে।

সালা। পেশোয়া! আপনার উদ্দেশ্য কি তা' বুঝতে পার্‌লাম না। এত অর্থ, এত সৈন্য ক্ষয় করে আজ যে হায়দ্রাবাদ অধিকার কর্‌লেন, কি জন্য আবার তাকে আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন?

বালাজী। নিজাম! চৌথ হতে মুক্তিলাভের আশায়, তুমি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলে। আমি সেই চৌথ বজায় রাখতে, আবার তোমার হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দিচ্ছি। (মাহদাজী উঠিল) হোলকার! সিন্ধিয়া! এখনও আমাদের যুদ্ধ সজ্জার অবসান হয় নি। এখনও দিল্লীর সিংহাসন আমাদের হস্তগত হয় নি। চল সর্দ্দারগণ! এই মুহূর্ত্তে আমরা দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হই।

[মহারাষ্ট্রগণের প্রস্থান]

সালা। নিজামের অবমাননার মাত্রা আজ পূর্ণ হল।

মন্ত্রী। ক্ষুব্ধ হবেন না জাঁহাপনা! সময়ের প্রতীক্ষা করুন, আবার হয়তো হায়দ্রাবাদের সুদিন আসতে পারে।

সালা। মন্ত্রী! হায়দ্রাবাদের সুদিন—আমীর খাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চিরদিনের মত লুপ্ত হয়ে গেছে।

মন্ত্রী। আমীর খাঁ! আমীর খাঁ! নির্ভীক-সত্যবাদী, আত্ম-প্রতারণাশূন্য-স্বার্থত্যাগী, আর— (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

সরলতায়—প্রবঞ্চিত, সততায়—তিরস্কৃত, মনুষ্যত্বে—উপেক্ষিত, ঐ আমীর খাঁ। জাঁহাপনা! মানুষ যদি নিজের অপরাধ দেখতে পেতো, দেখতে পেলেও—স্বীকার কর্ব্বার মত সৎসাহস যদি তার থাকতো—

সালা। মন্ত্রী! আর আমায় তিরস্কার কর না, আর আমায় ধিক্কার দিও না। আজ আমি—অতি দীন, অতি হীন। পিতা! গুরু! আমায় ক্ষমা কর। (পদতলে পতন)

মন্ত্রী। (হাত ধরিয়া সাদরে উঠাইল, স্নেহ স্বরে) ওঠ সালাবৎ ওঠ। মানুষের দৃষ্টি যখন নিজের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে, বিবেক যখন ভণ্ডামীর রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত কর্ত্তে পারে, মানুষ যখন মানুষকে মানুষের চোখে দেখতে শেখে—তখনই সে মানুষ, তার পূর্ব্বে নয়।

—:*:—

অষ্টম দৃশ্য—দিল্লীর দরবার।

কাল—প্রভাত।

(সিংহাসনে বালাজী—রাঘব, মলহর, মাহদাজী, অমর, সদাশিব ও সর্দ্দারগণ)

বালাজী। সর্দ্দারগণ! গাজিউদ্দীনের কৌশলেই দিল্লী-সাম্রাজ্য, আজ মারাঠার করতলগত।

রাঘব। শুধু দিল্লী-জয় কেন, পাঞ্জাব অধিকার কর্ত্তেও গাজিউদ্দীন আমার যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

বালাজী। সে কি রাঘব, এর মধ্যে তুমি পাঞ্জাব অধিকার করেছ!

রাঘব। গাজিউদ্দীনের মন্ত্রনায়, আমার কৌশলে, আর এই তেজস্বী-বীর অমর রাওয়ের সৈন্য পরিচালনায়—আফগান্-দস্যু পাঞ্জাব পরিত্যাগ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছে। দাদা! আজ তুমি ভারতের একছত্র সম্রাট্।

(রাঘব সিংহাসন-স্থিত মুকুট লইয়া বালাজীর মস্তকে দিতে গেল, বালাজী উহা সরাইয়া রাখিয়া দিল)

বালাজী। ভাই করেছ কি? একদিকে পরাজিত দাম্ভিক-নিজামের ক্রুদ্ধদৃষ্টি, আর একদিকে প্রতিপত্তি-সম্পন্ন মহীশূরে—পরাক্রান্ত হায়দারের প্রবল-উত্থান। ভারতের এই ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বীতা যুগের মাঝখানে, তুমি আবার কান্দাহারের ভীমভেরী বাজিয়ে তুল্লে? মাহদাজী—

মাহ। পেশোয়া! এই দীর্ঘকালের ঐকান্তিক চেষ্টায়, এই শতবর্ষের জাতীয়—অনুপ্রাণিতায়, সেই হীন পার্ব্বত্য-মূষিক, আজ পর্ব্বতের ব্যোমভেদী তুঙ্গ-শৃঙ্গে। সত্য ও সাহসের অপলাপ, সংযম ও ত্যাগের অসদ্ভাব, আর বিলাস-ব্যসনের মত্ত-প্রতাপ—ভিন্ন, তার পুনঃ পতন সম্ভব কি না জানি না।

অমর। স্বার্থের কুটিলতায়, আলস্য ও ভীরুতার নিজ্জীবতায়, আর—আত্ম-পর-নাশী লুব্ধকের বিশ্বাস ঘাতকতায় তার পুনঃ পতন—অচিরেই সম্ভব নিরঞ্জিয়া!

সদা। কিন্তু পতনই যদি তার—অখণ্ড-ভবিতব্য, তাহ'লে পেশোয়া! সে পতনে—আসমুদ্র হিমাচল কম্পিত হয়ে উঠবে।

মল। যখন অস্ত্রধারণ করে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তখন আর বৈরীশক্তির কথা ভেবে ফল কি মহারাজ? ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস তো চিরদিনই অন্ধকারময়।

রাঘব। তুমি বৃথা-চিন্তিত হচ্ছ দাদা! যে মুহূর্ত্তে আমি, আব্দালীর পুত্র তৈমুরকে, দীন-ভিক্ষুকের মত পাঞ্জাব হতে বহিষ্কৃত করে দিতে পেরেছি—সেই মুহূর্ত্তেই বুঝেছি দাদা। আফগান্ পতাকা এই দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত ভারতের জন্য নয়।

বালাজী। কি বল্লে, তাড়িয়ে দিয়েছ? ভারত-ত্রাস আবদালীর পুত্রকে দীন ভিক্ষুকের মত তাড়িয়ে দিয়েছ! সর্দ্দারগণ! সম্রাটের পদবী গ্রহণ করে, আর আমাদের দিল্লী উপভোগ কর্ব্বার অবসর নেই। (সিংহাসন হইতে নামিয়া) ঐ দেখ সর্দ্দারগণ! কাবুল-কান্দাহারের ভীষণ প্রতিহিংসা-বহ্নি জ্বলে উঠ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে বহ্নির ধূমাগ্নি-কণ সমস্ত ভারত ছেয়ে ফেল্লে। সে বহ্নিতে ইন্ধন চাই, আহুতি চাই।

অমর। কিসের ইন্ধন চাই পেশোয়া?

বালাজী। ইন্ধনের জন্য চাই—লক্ষ হিন্দুর বীর দেহ, আর আহুতি—ভারতের এই ক্ষণিক-সৌভাগ্য।

মাহ। সত্য বলেছেন পেশোয়া। মহাত্মা শিবাজীর সঙ্গে সঙ্গে যে জাতীয়-সুপ্রভাত হয়েছিল, আজ—

(ধীরে ধীরে রং রাওয়ের প্রবেশ)

রং। (রাঘবের প্রতি) এই বর্ব্বরের ধৃষ্টতায় তার কাল-সন্ধ্যা উপস্থিত হতে চল্ল।

(সকলে বিস্মিত ভাবে রংরাওয়ের মুখের দিকে চাহিল, ক্রুদ্ধ রাঘব বজ্রমুষ্টিতে তরবারি চাপিয়া ধরিল)

রং। রাজা! রাজদণ্ড ধারণ ক'রে, শক্তির নিম্নে রাজ-নীতিকে ডুবিয়ে দেবার—এই পরিণাম।

রাঘব। সামান্য চাটুকারের এতদূর স্পর্দ্ধা যে—(তরবারি নিষ্কাসন)

রং। খবরদার, আমি চাটুকার হলেও—তোমার নই।

বালাজী। রংরাও! সত্য বল—কে তুমি?

রং। আমি আপনার আশ্রিত পারিষদ মাত্র।

বালাজী। পারিষদের মুখে একি তেজস্বিনী উক্তি!

রং। মহান্ পেশোয়া! তবে সত্য ব'ল্‌বো। আমি চাটুকার নই। এতকাল ধরে চাটুকারের অভিনয় করে আস্‌ছি মাত্র।

বালাজী। চাটুকারের অভিনয় মাত্র! কে আপনি—

রং। আমি আপনাদের সেই চির-পরিচিত দীনের দীন—ফার্ণাভিস্।

(সকলে ধীরে ধীরে নতজানু হইল)

স্বং। রাজা! এই স্নেহ-মমতাপূর্ণ প্রাণ, এই উদার অন্তঃকরণ, এই সরল-বুদ্ধি নিয়ে—রাজকার্য্য অসম্ভব। রাজার প্রধান অবলম্বন—রাজনীতি। সেই নীতির অবমাননার ফলে—চেয়ে দেখ রাজা! দূরে, আরও দূরে— ঐ অপরিমিত-শোণিত-প্রয়াসী, ভারতের গর্ব্ব-খর্ব্বকারী—ঐ সুবিস্তীর্ণ-প্রান্তর—পানিপথের—দিকে চেয়ে দেখ।

বালাজী। হে শ্রেষ্ঠ-নৈতিক! আমার ন্যায় অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনীয়। আপনার এ নীতির মর্ম্ম গ্রহণে—আমি অক্ষম। যে দেহ—অভ্যন্তরে স্নেহ-মমতা পোষণ করে না তাহা শবদেহ স্বরূপ; যে প্রাণ—শুষ্ক কাষ্ঠ বা প্রস্তরবৎ তাহা নিষ্প্রাণ; উদারতাই—অন্তঃকরণের বাহ্য-পরিচয়; সরলতা ভিন্ন — বুদ্ধি-স্থৈর্য্য নাই। হে কূট-নৈতিক! আপনার এ নীতি হৃদয়রাজ্যের বিদ্রোহ-ভাব, অন্তরে ও বাহিরে—সমতা রক্ষায় অসমর্থ।